পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮


# দুরন্ত বার্তা


সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 307 Thursday, 8 October, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৩০৮ সংখ্যা ✻ ২০ আশ্বিন ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

# ২০২৯-এ বিয়াল্লিশে ৪২!

## গুজরাটে দাঁড়িয়ে মোদিকে বড় প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

**সংবাদ সংস্থা, গান্ধীনগর, ৭ অক্টোবরঃ** আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাংলার ৪২টি আসনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরা। প্রশাসক মোদির ২৫ বছরের অনুষ্ঠানে গুজরাটের ভাদনগরের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই 'প্রতিজ্ঞা' করলেন শুভেন্দু। বললেন, ''আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদিজীর নেতৃত্বে বাংলার সব আসন তাঁকে উপহার দেওয়ার কাজ আমরা করব।'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছর প্রশাসনিক জীবনের পূর্তি উপলক্ষে বুধবার বিশেষ অনুষ্ঠান গুজরাটে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পাহাড় সফর কাটছাট করে গুজরাট উড়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভাষণ দেন তিনি। সেখানে বাংলায় রাষ্ট্রবাদী সরকার, জন সাধারণের উন্নতির জন্য নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রণাম জানিয়েছেন তিনি। বলেন, ''বিগত সরকারগুলি বাংলার অবস্থা খারাপ করে দিয়েছিল। তৃণমূল আমলে তোষণের রাজনীতি বঙ্গকে পিছিয়ে দিয়েছে। মোদিজীর নেতৃত্বে বাংলায় দ্রুত গতিতে কাজ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে আয়ুষ্মান ভারতের উপকার পাচ্ছেন নাগরিকরা।'' এরপরই তিনি জানান, লোকসভা নির্বাচনে বাংলার ৪২টি আসনের মধ্যে ৪২টি আসন মোদিকে উপহার দেওয়ার কাজ করবেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি ১২টি আসন পেয়েছে বিজেপি। ২৯টি আসন সাবেক তৃণমূল ও ১টি আসন কংগ্রেস পেয়েছিল। তবে ২০১৯ সালে ১৮টি আসন পায় পদ্মশিবির। '২৪ সালে তা কমে যায়। এই কমে যাওয়া আসন সংখ্যা বাড়নোর টার্গেট নিয়েছেন শুভেন্দু। সব কয়টি আসন তাঁরা পাবেন বলেও জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে তৃণমূলকে বিঁধে বলেন, ''এই দলের নাম ও নিশান মিটে গিয়েছে।'' প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদি প্রথমবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। দীর্ঘ প্রায় ১৩ বছর তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। পরবর্তীতে ২০১৯ ও ২০২৪ সালেও প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। টানা ২৫ বছর রাজ্য ও দেশের প্রশাসনের শীর্ষ পদে থাকার পর এই দিনটি 'সেবা সংকল্প অভিযান' এবং 'সেবা জ্যোতি যাত্রা'-র মতো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করছে বিজেপি।

## দিল্লিতে ফের বাড়ি ভেঙে ভয়ংকর বিপর্যয়

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ** রাজধানীতে ফের বাড়ি ভেঙে ভয়ংকর বিপর্যয়। এবার উত্তরপূর্ব দিল্লির সীমাপুরি এলাকায় একটি পাঁচতলা ভবন চোখের নিমেষে তাসের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে গেল! ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকের চাপা পড়ার আশঙ্কা। তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজ শুরু করেছে প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর মেলেনি। মাস খানিক আগে সত্য নিকেতনে একটি হস্টেল-বাড়ি ভেঙে পড়েছিল। ওই ঘটনায় সাতজনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হন অনেকে। হতাহতেরা অধিকাংশই বাড়িটির আবাসিক ছাত্র। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ সীমাপুরি এলাকায় বাড়ি ভাঙার খবর আসে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকল ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কংক্রিটের চাঙড় সরিয়ে সন্তর্পণে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। যাতে করে ভিতরে আটকে থাকা ব্যক্তিদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঘটনাস্থলের বেশ কিছু ছবি ও ভিডিও সামনে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের মাঝে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের কেউ কেউ চলাচলের পথ পরিষ্কার করার চেষ্টায় খালি হাতেই পাথরের বড় বড় খণ্ড এদিক-সেদিক সরিয়ে ফেলছেন। অনেক আবার মোবাইল ফোনে এই ধ্বংসযজ্ঞের ছবি ও ভিডিও তুলছেন। বাড়িটিকে ঘিরে চারপাশের রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করেছে ট্রাফিক পুলিশ। যাতে করে আহতদের অ্যাম্বুল্যান্স দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছতে পারে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাড়িটি ভাঙার পরেই তাঁরা চার-পাঁচজনকে উদ্ধার করেন। পুলিশ আধঘণ্টা বাদে এসেছে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ওই আহতদের। এলাকার মানুষের দাবি, মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের ভূমিকম্পের জেরেই দুর্বল হয় বাড়িটি। এরপর বুধবার দুপুরে সেটি ভেঙে পড়ে। যদিও বাড়ি ভাঙার পড়ার কারণ এখনও ধোঁয়াশায়, এই বিষয়ে তদন্ত হবে, জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা।

## 'আপনি বাড়তি সুবিধা পাননি?'

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ** ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে দুর্গাপুজোর টিকিট বিক্রির অভিযোগ প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে। নাম জড়িয়ে তাঁর স্ত্রীর সংস্থা 'মাসআর্টেরও' ইতিমধ্যেই ইডি তল্লাশি চালাচ্ছে। বুধবার ইডি দফতরে হাজিরাও দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী। এই আবহের মধ্যেই গ্রেফতারির আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলা দায়ের করেছিলেন। তবে, বিচারপতি অসুস্থ থাকার কারণে বর্তমানে তাঁর মামলা শুনছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এ দিন, সওয়াল-জবাবের সময় বিচারপতি ঘোষের পর্যবেক্ষণ, যেহেতু ইন্দ্রনীল রাজ্যের মন্ত্রী তাই প্রভাব খাটানো তাঁর কাছে কোনও কঠিন বিষয় নয়। কোর্টে ইন্দ্রনীল সেনের আইনজীবী জিষ্ণু সাহা বলেন, ''আমি তো পুজোয় প্রোমোটিংয়ের কাজ করেছি। ইউনেস্কর নথি দেখুন।'' (এরপর চুক্তিপত্র তুলে দেন বিচারপতির কাছে) ফের বলেন, ''সে সময় আমার কাজ নিয়ে প্রশংসা করা হয়েছিল।'' বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বক্তব্য, কোন ক্যাপাসিটিতে আপনারা করেছেন?'' রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, ''বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যায় নাকি?'' উত্তরে আইনজীবী জিষ্ণু সাহা বলেন, ''কেউ টিকিটের দাম নিয়ে আগে অভিযোগ করেনি। শুনেই বিচারপতির তীর্থঙ্কর ঘোষের প্রশ্ন, প্রিভিউ শো-এর নামে পাস বিক্রি করা যায়?'' ইন্দ্রনীল সেনের পক্ষের আইনজীবীর উত্তর, ''২০২৩ সালে বিনামূল্যে পাস দেওয়া হত। বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্যও বিনামূল্যে ছিল। আমার নামে কেউ প্রতারণার অভিযোগ করতে পারবে না। এই বছরও তো প্রিভিউ শো হচ্ছে। ২০১৪-১৬ পর্যন্ত মন্ত্রী হওয়ার আগেও অনেক কাজ করেছে 'মাসআর্ট' (ইন্দ্রনীলের স্ত্রীর সংস্থা)। টেন্ডার নিয়েছে। ৪০টি টেন্ডার নেওয়া হয়েছিল। এখন টেন্ডার নিয়েও অভিযোগ করা হচ্ছে। নীতিন গডকরির সন্তানও একজন ব্যবসায়ী।''

## 'দেশকে বিকশিত ভারত বানানোই আমার লক্ষ্য'

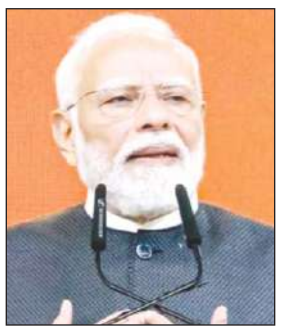

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ** ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার প্রশাসনিক প্রধান পদে শপথ নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। ২০২৬ সালের ৭ অক্টোবর দেখতে দেখতে সরকারপ্রধান হিসেবে পূর্ণ হল প্রশাসক হিসাবে তাঁর ২৫ বছর। বিজেপির 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর 'বিকশিত ভারত সংকল্প সভা'য় নিজের দীর্ঘ যাত্রার অভিজ্ঞতা ও জীবনের পাঠ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। স্পষ্টত জানান, ভারতকে বিকশিত তিনি করবেনই। যতক্ষণ সেই লক্ষ্য পূরণ হবে, ততক্ষণ কর্তব্যে অবিচল থাকবেন। নরেন্দ্র মোদি বলেন, ''যতক্ষণ না ভারত বিকশিত ভারত না হয়, ততক্ষণ আমি থামব না, ক্লান্ত হব না।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তিতে ভারতকে এই উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে। ভারতকে একটি উচ্চ-আয়ের অন্যতম শীর্ষ অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। গ্রামে এবং শহরে কর্মসংস্থান তৈরি করা। অর্থনৈতিক উন্নতি, সুশাসনে দেশ যাতে এগিয়ে থাকে সেই চেষ্টাই করছেন প্রধানমন্ত্রী। আর যতক্ষণ না দেশকে তিনি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পিছু পা হবেন না। এক কথায় তাঁর বক্তৃতা বিজেপি কর্মীদের আরও উজ্জীবিত করল। এ দিন, কার্যত বিরোধীদের এটিই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝিয়েছেন মোদি। বিগত কয়েকদিন ধরেই একাধিক ইস্যুতে উত্তাল রয়েছে দেশ। বিশেষ করে এসআইআর ইস্যুতে সরব বিরোধীরা। চলছে ক্ষোভ-বিক্ষোভ আন্দোলন। এমনতাবস্থায় মোদির এই বক্তব্য নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ বলার অপেক্ষা রাখে না।

### 'আচ্ছে দিন এখন পকেট কাটার দিন'

## রেপো রেট বৃদ্ধি পেতেই মোদি সরকারকে নিশানা কংগ্রেসের

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ** ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার চাপ সামলাতে প্রায় চার বছর পর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জন্য সুদের হার বা রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই ঘোষণার পরপরই মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সরব হয়েছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেছে। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'ইনফ্লেশন ম্যান' মোদির রাজত্বে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। এবার মধ্যবিত্তের কোমর আরও ভেঙে পড়বে। সুদের হার বাড়ানোর অর্থ হল সাধারণ মানুষের হোম লোন, কার লোন, পার্সোনাল লোন এবং বিজনেস লোনের ইএমআই অনেকটাই বেড়ে যাওয়া। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল 'আচ্ছে দিন'-এর, কিন্তু যা মিলল তা হল পকেট কাটার দিন। কংগ্রেসের মূল দাবি, এই সিদ্ধান্তের ফলে ঋণগ্রহীতাদের একদিকে যেমন মাসে মাসে অতিরিক্ত কিস্তির টাকা গুনতে হবে, অন্যদিকে তাঁদের ঋণ পরিশোধের মেয়াদও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানান, মূল্যস্ফীতির চিত্র গত বছরের মতো আর স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে নেই। অনুমান অনুযায়ী, আগামী তিনটি ত্রৈমাসিকে খুচরা মূল্যস্ফীতির গড় হার প্রায় ৫.৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে, এবং পুরো অর্থবর্ষে তা ৪.৪ শতাংশের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল ও খাদ্যপণ্যের আকাশছোঁয়া দাম বিশ্বজুড়ে সুদের হার বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্য করছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে বন্ডের রিটার্ন বৃদ্ধি, মার্কিন ডলারের শক্তিবৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ভারতের মতো উদীয়মান বাজারগুলিকে চাপের মধ্যে রাখছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্পষ্ট জানিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বাজার ও মূল্যস্ফীতির গতিপ্রকৃতির ওপর সতর্ক নজর রেখেই এই কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে উৎসবের মরশুমে সুদের হার বাড়ায় সাধারণ লোন গ্রহীতাদের পকেটে যে বাড়তি টান পড়তে চলেছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। এর আগে শেষবার ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৬.৫০ শতাংশ করেছিল আরবিআই। এরপর দীর্ঘ সময় সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়। ২০২৫ সালে পরপর চার দফায় মোট ১২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমানোর পর ফের নীতি বদলের পথে হাঁটল আরবিআই।

### জ্ঞানেশকে তাড়াতেই হবে!

## খাড়্গের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের টেবিলে 'মাস্টারপ্ল্যান' ছকলেন রাহুলরা

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ** মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত আটক ও পুলিশের এফআইআর-এর তোয়াক্কা না করেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরও জোরালো করল বিরোধী 'ইন্ডি' জোট। বুধবার দিল্লির ৯ জনপথে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের আমন্ত্রণে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধিরা। এই মধ্যাহ্নভোজের আড়ালে মূলত বিরোধীদের পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন ও আইনি পদক্ষেপের রূপরেখা চূড়ান্ত করার বৈঠক শুরু হয়েছে। জনপথের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেড়া স্পষ্ট জানান, মঙ্গলবার রাতে পুলিশের দায়ের করা এফআইআর নিয়ে বিরোধীরা বিন্দুমাত্র ভীত নয়। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ''ভোটার তালিকা জালিয়াতি ও ভোট চুরির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে এফআইআর হওয়া আমাদের কাছে সম্মানের পদক।'' তিনি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আমাদের সঙ্গে দেখা না করার জন্য অনুশোচনা করবেন।'' সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও 'ভোট চুরি' রোখার দাবিতে বুধবার দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি দেবেন্দর যাদবের নেতৃত্বে পঞ্চকুয়াঁ মার্গ থেকে কনট প্লেস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভকালে পুলিশ দেবেন্দর যাদব ও একাধিক কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে প্রিজন ভানে তুলে নিয়ে যায়। দিল্লি কংগ্রেস জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন যতক্ষণ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আশ্বাস না দিচ্ছে এবং জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজপথে এই আন্দোলন জারি থাকবে। কেবল বিরোধীরাই নয়, বিজু জনতা দলও এই প্রতিবাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এবং দেশের ৬৪ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী সাংসদরা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের দাবিতে একটি নতুন চিঠিতে সই করবেন বলে দাবি করছে বিরোধী শিবির। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চলাকালীন রাজধানীর আকাশবাণী ভবনে জোরপূর্বক প্রবেশের অভিযোগে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধি ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধি সহ বহু বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, আকাশবাণী ভবন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পাওয়া নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই রাহুল, প্রিয়ঙ্কা এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা একাধিক বিরোধী সাংসদ ও সমর্থকদের নামে বিনা অনুমতিতে চত্বরে প্রবেশের মামলা রুজু করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের দাবি, সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশন (নির্বাচন সদন) অভিমুখে 'ইন্ডি' জোটের এই পদযাত্রার জন্য ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের দফতর থেকে আগে থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি এবং পুলিশের তরফে কোনও ছাড়পত্রও দেওয়া হয়নি।

### 'আমরা বিষয়টি দেখব'

## জ্ঞানেশ কাণ্ডের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন সংক্রান্ত মামলায় বলল সুপ্রিম কোর্ট

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ** মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সম্পর্কিত ২০২৩ সালের আইনটির সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ মামলায় এক নতুন আইনি মোড় দেখা দিল। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ গত ২৩ সেপ্টেম্বরের 'বিভাজিত রায়' প্রত্যাহার করার আর্জি জানিয়ে দায়ের করা একটি আবেদন খতিয়ে দেখতে সম্মত হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বরের ওই রায়ে দুই বিচারপতির বেঞ্চ সহমত হতে না পারায় বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয়েছিল। সিনিয়র আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের সামনে এই রিকল আবেদনটি পেশ করেন। রায় প্রত্যাহারের আবেদনের পিছনে বিচারপতির বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাত ও পক্ষপাতিত্বের সম্ভাব্য আশঙ্কার অভিযোগ তোলা হয়েছে। আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বরের রায়দানকারী বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার ছেলে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে ভারতের নির্বাচন কমিশনের অন্যতম স্থায়ী আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। ২০২৩ সালের বিতর্কিত নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনটিকে পাঁচ বিচারপতির বৃহত্তর সংবিধান বেঞ্চে পাঠানো উচিত কি না, তা নিয়ে দুই বিচারপতির বেঞ্চে মতভেদ তৈরি হয়েছিল। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বিষয়টিকে বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর বিরোধিতা করলেও, বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা ৫ বিচারপতির সংবিধান বেঞ্চে পাঠানোর পক্ষে রায় দেন। আইনজীবী শঙ্করনারায়ণন জানান যে, এটি মূলত ২৩

● এরপর ৬ পাতায়...

## শুভেন্দুর সরকারে গুরুদায়িত্ব পেলেন মিঠুন চক্রবর্তী!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ** অভিনয়ের মঞ্চ থেকে এবার সরাসরি প্রশাসনিক দায়িত্বে মিঠুন চক্রবর্তী। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হল অভিনেতাকে। তবে এই নিয়োগ সাধারণ কোনও উপদেষ্টা পদে নয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদায় তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৬ অক্টোবর রাজ্যের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের আইএএস সেল থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে মিঠুনের নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যপালের অনুমোদন নিয়ে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। মিঠুন চক্রবর্তীর দীর্ঘ চলচ্চিত্রজীবন রয়েছে। অভিনয়ের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে সক্রিয় রাজনীতিতেও তাঁর উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। এবার সরকারি কাঠামোর মধ্যেই আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পেলেন তিনি। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সঙ্গে তাঁর নতুন ভূমিকা যুক্ত হওয়ায় প্রশাসনিক মহলেও এই নিয়োগ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে মিঠুনের নিয়োগের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দফতর ও আধিকারিকদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর-সহ একাধিক জায়গায় বিজ্ঞপ্তির কপি পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ, এবার শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক জগতের পরিচিত মুখ হিসেবে নয়, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবেও নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তীকে। তাঁর দায়িত্বের পরিধি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা হিসাবে কাজে তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকা পরবর্তী পদক্ষেপে বোঝা যাবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

## রসায়নে নোবেল হেনরি কাগান ও কেনসো সোয়াইয়ের

**সংবাদ সংস্থা, স্টকহোম, ৭ অক্টোবরঃ** সায়নে ২০২৬ সালের নোবেল পেলেন ফরাসি রসায়নবিদ হেনরি বি. কাগান এবং জাপানের কেনসো সোয়াই। জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অণুর 'ডান' বা 'বাম' অর্থাৎ দুই বিপরীত প্রতিচ্ছবি রূপের মধ্যে কোনও একটিকে কী ভাবে বেশি পরিমাণে তৈরি করা যায়, সেই প্রোটিন তৈরির অন্যতম উপাদান অ্যামাইনো অ্যাসিড দুই ধরনের প্রতিচ্ছবি রূপে থাকতে পারে। কিন্তু জীবন্ত প্রাণীরা মূলত তার মধ্যে একটি রূপই ব্যবহার করে। কী ভাবে জীবজগতে অণুর একটি নির্দিষ্ট 'হাত' বেছে নেওয়া হল, সেটিই দীর্ঘদিনের বিজ্ঞানী-ধাঁধা। ১৯৮৬ সালে হেনরি কাগান এমন

রহস্যের সমাধানে তাঁদের গবেষণা নতুন দিশা দেখিয়েছে। 'অ্যাসিমেট্রিক অর্গানিক সিন্থেসিসে' নন-লিনিয়ার প্রভাব এবং অটোক্যাটালিসিস আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কিছু অণুর গঠন এমন যে তারা নিজেদের আয়নায় দেখা প্রতিচ্ছবির মতো দু'টি আলাদা রূপে থাকতে পারে। দেখতে অনেকটা আমাদের ডান ও বাঁ হাতের মতো-দুটির উপাদান একই, কিন্তু একটিকে অন্যটির উপর পুরোপুরি মেলানো যায় না। রসায়নে এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় কাইরালিটি বা 'হ্যান্ডেডনেস'। জীবজগতে এই বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। যেমন রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, যেখানে দু'টি প্রতিচ্ছবি রূপ সমান পরিমাণে তৈরি না হয়ে একটি রূপের আধিক্য তৈরি করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সবসময় নিখুঁত ভারসাম্য বজায় থাকবে-এই ধারণায় বড় পরিবর্তন আসে। তাঁর কাজ বিশেষ করে ওষুধ, সুগন্ধি, স্বাদবর্ধক এবং নতুন উপাদান তৈরির রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর পর সেই ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান কেনসো সোয়াই। ১৯৯৫ সালে তিনি অটোক্যাটালিসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেখান।

● এরপর ৬ পাতায়...

## প্রায় তিন হাজার পুজো নিচ্ছে না সরকারি অনুদান, সরকারের বাঁচবে ৩০ কোটি, খবর প্রশাসন সূত্রে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ** দুর্গাপুজোর আয়োজনে রাজ্য সরকারের অর্থ সাহায্য পৌঁছতে চলেছে প্রায় ৫৭ হাজার পুজোর কাছে। কলকাতায় প্রায় ২ হাজার ৭০০ পুজো কমিটির কাছেও এই অর্থ সাহায্য পৌঁছতে চলেছে। নব নির্বাচিত সরকারের প্রথম বছরের পুজোর অনুদান সারা রাজ্যের পুজো কমিটিগুলির কাছেই পৌঁছে যেতে চলেছে, প্রশাসন সূত্রে খবর এমনই। যদিও, এবার মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছিলেন, যাদের প্রয়োজন নেই, তেমন পুজো কমিটিগুলি যেন সরকারের সাহায্য না নেয়। সেই হিসাব করলে দেখা যাবে প্রায় ৩ হাজার পুজো এবারে সরকারের অনুদান নিচ্ছে না মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে। এর ফলে সরকারের প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ কমছে। সব মিলিয়ে পুজোর অনুদানের বিষয়টিক চেহারা এবার আগেরবারের থেকে অনেকটাই আলাদা।

যদিও নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রশাসনিক মহলের একাংশ মনে করেছিল এ বছর পুজোর অনুদান দেওয়া বন্ধ হতে পারে। অর্থাৎ প্রথম দিকে অনিশ্চয়তা ছিল। পরে পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকেই তিনি বড় বাজেটের পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান না নেওয়ার আবেদন জানান। তাঁর বক্তব্য ছিল, বড় পুজোগুলি অনুদান না নিলে সেই অর্থে ছোট পুজো কমিটিগুলি উপকৃত হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার একাধিক নামী পুজো কমিটি জানিয়ে দেয়, তারা সরকারি অনুদানের জন্য আবেদন করবে না। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, মুদিয়ালি ক্লাব, চেতলা অগ্রণী, ত্রিধারা সম্মিলনী, সন্তোষপুর লেকপল্লি, টালা প্রত্যয়, চোরবাগান সর্বজনীন, নাকতলা উদয়ন সঙ্ঘ, হাতিবাগান সর্বজনীন, শ্যাম স্কোয়ার সম্মিলনী, বাবুবাগান সর্বজনীন, আহিরিটোলা সর্বজনীন, ফুলবাগান সার্বজনীন, সিংহী পার্ক, ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক, সুরুচি সঙ্ঘ এবং নিউটাউন সর্বজনীন-সহ একাধিক কমিটি এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। কয়েকটি পুজো কমিটি আবার অনুদান পেলেও তা ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজডাঙা নব উদয় সঙ্ঘ

● এরপর ৬ পাতায়...

## ডিজিপি সিদ্ধনাথ গুপ্তার কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি আরও ৬ মাস

কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি) সিদ্ধনাথ গুপ্তার কার্যকাল আরও ৬ মাস বা।ানো হলো। তাঁর অবসর গ্রহণের তারিখ ৩১ অক্টোবর নির্ধারিত ছিল, কিন্তু সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই কেন্দ্রীয়সরকার নবান্নে চিঠি পাঠিয়ে.এই মেয়াদ সম্প্রসারণের বিষয়ে জানিয়েছে। ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক সিদ্ধনাথ গুপ্তাকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ঘোষণার পরেই রাজ্যের নতুন ডিজিপি হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। তিনি পীযূষ পাণ্ডের স্থলাভিষিক্তঃ হয়েছিলেন। এর আগে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ৩০ এপ্রিল শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নির্বাচনের সঙ্গে সংযুক্ত কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁর কার্যকালের মেয়াদ প্রথমে ৬ মাস সম্প্রসারণ করেছিল। এবার আবার তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো হলো। তিনি ২০২৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহানির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটির (এসিসি) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটি স্পষ্ট করেছে, জনস্বার্থ'-এর কথা মাথায় রেখে এই মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন করা হযেছে।উল্লেখ্য, সিদ্ধনাথ গুপ্তার অবসর গ্রহণের তারিখ যত কাছে আসছিল, রাজ্যের নতুন ডিজিপি নিয়োগ নিয়ে জল্পনা তীব্র হয়ে উঠেছিল। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সম্ভাব্য নামের তালিকা চেয়েছিল কেন্দ্র, যার ভিত্তিতে নবান্ন কিছু ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের নাম দিল্লিতে পাঠিয়েছিল। তবে কেন্দ্র পুলিশের এই শীর্ষ পদে সিদ্ধনাথ গুপ্তাকেই বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

## মির্জাপুরে শুরু রামলীলা মহোৎসব, মঞ্চস্থ 'নারদ মোহ 'লীলা

মির্জাপুর, ৭ অক্টোবর ঃ উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে শুরু হল রামলীলা মহোসব। মঙ্গলবার রাতে শ্রী রামলীলা কমিটির উদ্যোগে ড্রামন্ডগঞ্জ বাজার এলাকায় আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় রামলীলা মহোসবের। অনুষ্ঠানের শুরুতে কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে গণেশ, মা সরস্বতী, বজরংবলী এবং ভগবান বিষ্ণুর আরতি করেন প্রাক্তন লোকসভা প্রার্থী ও ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতা মনীশ ত্রিপাঠী। অনুষ্ঠানে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতা মনীশ ত্রিপাঠী, অরুণ মিশ্র এবং দেবহাট গ্রাম প্রশাসক কৌশলেন্দ্র গুপ্ত রামলীলার তাপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।কমিটির সভাপতি আশিস গুপ্ত অতিথিদের অঙ্গবস্ত্র দিয়ে সংবর্ধিত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মঞ্চস্থ হয় রামলীলা মহোৎসবের প্রথম নিবেদন 'নারদ মোহ' লীলা । শিল্পীদের নিপুণ অভিনয়, সংলাপ এবং ভাবভঙ্গি মাতিয়ে রাখে দর্শকদের । অনুষ্ঠানে ব্যাসের ভূমিকা পালন করেন শিবদাস দুবে এবং সঞ্চালনা করেন তারকেশ্বর কেশরী। আরতির পর উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ভোগ প্রসাদ।


### ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।


# চেক বাউন্স মামলায় রাজপাল যাদবকে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে ২ কোটি জমার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ঃচেক বাউন্স মামলায় অভিনেতা রাজপাল যাদবকে আগামী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে ২ কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। অভিযোগকারীকে পাওনা টাকার অংশ হিসেবে এই অর্থ জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পরই দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাজপাল যাদবের আবেদনটি আদালত বিবেচনা করবে বলে জানিয়েছে বিচারপীঠ।বুধবার শুনানিতে আদালতে উপস্থিত ছিলেন রাজপাল যাদব। তিনি ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার একটি ডিমান্ড ড্রাফট নিয়ে আসেন। বাকি ৮৫ লক্ষ টাকা তাঁর একটি সম্পত্তির ক্রেতার মাধ্যমে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে জমা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। ওই ক্রেতাও এদিন রাজপাল যাদবের সঙ্গে আদালতে উপস্থিত ছিলেন।তবে রাজপাল যাদবের আচরণ নিয়ে কড়া অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। প্রয়োজন হলে তাঁর সাজা আরও বাড়ানো হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়। আদালত জানায়, অভিযোগকারী যাতে পাওনা টাকা পান, তা নিশ্চিত করার জন্যই বারবার সময় দেওয়া হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আইনকে এভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অভিযোগকারীর পাওনা অর্থ সুরক্ষিত করতেই টাকা জমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং রাজপাল যাদবের আচরণে আদালত সন্তুষ্ট নয় বলেও জানানো হয়।নির্দেশের পর রাজপাল যাদবের সঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনও হয়। নিজের ছবি 'আটা পাটা লাপাটা'-র কারণে আর্থিক ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা জানান, ওই ছবিতে প্রায় ২০০-২৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল। ছবির প্রযোজকরাও ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন বলে তিনি জানান।এ সময় ছবির নামের সঙ্গে রাজপাল যাদবের বর্তমান পরিস্থিতির মিল টেনে প্রধান বিচারপতি রসিকতা করে বলেন, ছবির মতো তাঁর টাকাও যেন ' আটা পাটা লাপাটা', অর্থা উধাও হয়ে গিয়েছে। রাজপাল যাদব এরপর বিচারপতিদের প্রণাম জানান। তিনি ছবিটির কারণে ২০০-২৫০ কোটি টাকা ক্ষতির কথাও ফের উল্লেখ করেন।প্রধান বিচারপতি তাঁকে ভালো ছবি তৈরি করে দর্শকদের বিনোদন দেওয়ার পরামর্শ দেন। রসিকতার সুরে তিনি আরও বলেন, সুপ্রিম কোর্টে যেসব আইনজীবী সওয়াল করেন, তাঁরাও ভালো অভিনেতা এবং তাঁদের ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।শুনানিতে রাজপাল যাদবের আইনজীবী জানান, টাকা জমা দেওয়ার জন্য তিনি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রিতে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু আরটিজিএস-এর মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় রাজপাল যাদব ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট নিয়ে আদালতে এসেছেন।বাকি ৮৫ লক্ষ টাকা সম্পর্কে আইনজীবী জানান, রাজপাল যাদবের সম্পত্তির একজন ক্রেতা আদালতে উপস্থিত রয়েছেন। সম্পত্তির লেনদেন সম্পূর্ণ হওয়ার পর ওই অর্থ জমা দেওয়া হবে।রাজপাল যাদব নিজেও আদালতে জানান, ' আটা পাটা লাপাটা' ছবির সঙ্গে যুক্ত ৫ কোটি টাকার দায় থেকেই এই বিরোধের সূত্রপাত। যদিও ছবিটির কারণে তার চেয়েও অনেক বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।এই মামলার সূত্রপাত ২০১০ সালে 'আটা পাটা লাপাটা' ছবি তৈরির জন্য মুরলি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের দেওয়া ঋণকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, পরবর্তীতে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা করে মোট সাতটি চেক দেওয়া হয়েছিল। সেই চেকগুলি বাউন্স করার পরই মামলা দায়ের হয়। মামলাটি নিয়ে এর আগে সুপ্রিম কোর্ট রাজপাল যাদবকে পাওনা অর্থের একটি অংশ হিসেবে ২ কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

## জনসেবায় ২৫ বছর পূর্ণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর, অভিনন্দন অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ঃ জনসেবায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক যাত্রার কথা তুলে ধরে তাঁর নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কাজের প্রশংসা করেছেন শাহ।বুধবার এক্স-এ এক বার্তায় অমিত শাহ লেখেন, ২৫ বছর ধরে সেবা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন। তাঁর কথায়, এই দীর্ঘ যাত্রার পিছনে রয়েছে নিরলস পরিশ্রম, দৃঢ় সংকল্প এবং দেশের স্বার্থকে সর্বাগ্রে রাখার মানসিকতা। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। অমিত শাহ বলেন, সেই সময় থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য থেকেছে সাধারণ মানুষের কল্যাণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, যুবসমাজের অগ্রগতি এবং সমাজের সব অংশের উন্নয়ন।মোদীর প্রশাসনিক কাজের ধরন নিয়েও প্রশংসা করেন শাহ। তাঁর মতে, মানুষের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে নীতি তৈরি, সেই নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া, প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং কাজের ফলের উপর জোর-এই বিষয়গুলির মাধ্যমে মোদী সরকারের কাজের একটি আলাদা ধারা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি ' রাজনীতি'র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলেও মন্তব্য করেন শাহ।গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরে ন্দ্র মোদীর বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত কচ্ছের পুনর্গঠন, জ্যোতিগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি, সৌরশক্তির প্রসার এবং ভাইব্র্যান্ট গুজরাটের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও শিল্পের সুযোগ বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেন তিনি। কৃষিক্ষেত্রেও ৮ শতাংশের বেশি বৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছিল বলে জানান শাহ।অমিত শাহের বক্তব্য, গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মোদী যে প্রশাসনিক মডেল নিয়ে কাজ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সেটিই আরও বড় পরিসরে দেশের সামনে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁর মতে, গত ২৫ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক জীবন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকেছে এবং দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়েছে।

## দিল্লির আকাশবাণী ভবনে জোর করে প্রবেশের অভিযোগে রাহুল, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বিরুদ্ধে এফআইআর

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের মিছিল চলাকালীন অনুমতি ছাড়া আকাশবাণী ভবন চত্বরে প্রবেশ করার অভিযোগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। বুধবার পুলিশ সূত্রে এই বিষয়ে জানা গেছে। বুধবার পুলিশ সূত্রে খবর, আকাশবাণী ভবনে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ এবং ধর্নায় বসার অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এই বিষয়ে তদন্ত চলছে। মঙ্গলবার ' ইন্ডিয়া' জোটের নেতা ও কর্মীরা সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরের দিকে একটি মিছিল করার চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশ তাঁদের মাঝপথেই আটকে দেয়, এর পর রাহুল, প্রিয়াঙ্কা এবং অন্য কয়েকজন নেতা আকাশবাণী ভবন চত্বরে ঢুকে ধর্নায় বসে প।নে। পুলিশের দাবি, বিক্ষোভকারীদের চত্বর ছে।ে চলে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সেখানে অবস্থান চালিয়ে যান।এই সময় পুলিশ প্রায় ২৬০ জনকে আটক করেছিল। তাঁদের মধ্যে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা ছাড়াও অন্যান্য সাংসদ এবং সমর্থকরাও ছিলেন। পরে পুলিশ আকাশবাণী ভবন চত্বর থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় এবং তাঁদের হেফাজতে নেয়। পুলিশের দাবি, ইন্ডি জোটের এই মিছিলের জন্য নয়াদিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। মিছিল করার অনুমতিও দেওয়া হয়নি পুলিশের তরফে। তা সত্ত্বেও, মঙ্গলবার বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরের দিকে মিছিল শুরু করেন। পুলিশ পথে ব্যারিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেয়।উল্লেখ্য, বিরোধী দলগুলি 'বিশেষ নিবি। সংশোধন' (এসআইআর) এবং নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপে তথাকথিত অনিযমের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করছিল। বিক্ষোভকারীরা ' ভোট চুরি'-র অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিও জানিয়েছেন।

## দ্বিতীয়বার ইডির দফতরে ইন্দ্রনীল সেন, জিজ্ঞাসাবাদ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা

কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ ফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) দফতরে হাজিরা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। বুধবার দ্বিতীয়বারের জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।ইঃদ্রনীল সেনকে ফের কেন তলব করা হয়েছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা। আগের দফার জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁকে ফের ডাকা হয়েছে, নাকি তদন্তের স্বার্থে নতুন কোনও বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।ইডি সূত্রে জানা গেছে , দুর্গাপুজোর ' প্রিভিউ শো' ও পাস বিক্রিকে ঘিরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চলছে। এই মামলায় এর আগে ইন্দ্রনীল সেনকে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। ফের হাজিরার সময় তাঁর বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক লেনদেন ও ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথিও চাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাসাবাদে ইডি আধিকারিকরা তাঁর কাছে কী জানতে চান এবং তদন্তে নতুন কোনও তথ্য উঠে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।ইডির এই তলবকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে আলোচনা। তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং আগামী দিনে ইন্দ্রনীল সেনকে ফের কোনও নোটিস দেওয়া হয় কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে। আজ অর্থাৎ বুধবার সকালে এই ঘটনা জানা যায় সংবাদ মাধ্যমের দ্বারাই। এই নিয়ে রাজনীতি দুঙ্গে।

## চামোলির গোপেশ্বরে গ্রেফতার ১ পাচারকারী

গোপেশ্বর, ৭ অক্টোবর ঃ উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে গ্রেফতার এক পাচারকারী। বুধবার চিড়িঙ্গা-দেওয়াল রোডে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১৪০টি 'কীরা জড়ি' সহ গ্রেফতার করে এক পাচারকারীকে। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম কুঁওযার সিং। সে পিথোরাগড়ের খুবপি এলাকার বাসিন্দা। তল্লাশিতে উদ্ধার হওযা এই কীরা জড়ির আন্তর্জাতিক বাজারে আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।এদিন এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অবৈধ বনজ সম্পদ আহরণ এবং পাচারের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলাকালীন গোপন সূত্রে একটি খবর আসে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ চিড়িঙ্গা-দেওযাল রোডে তল্লাশি চালায় । সেই সময় এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি চালালে তার কাছ থেকে ১৪০টি অবৈধ কীরা জড়ি উদ্ধার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## উরুগুয়ের কাছে হার ভারতের, উঠে এল ফুটবলের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে উরুগুয়ের কাছে ১-৬ গোলে পরাজিত হয়েছে ভারত। কলকাতার যুবভারতী ক্রী।ঙ্গনে মঙ্গলবারের রাতে ম্যাচে প্রথমার্ধে সমানে সমানে লড়াই করলেও দ্বিতীয়ার্ধে উরুগুয়ের আক্রমণের সামনে আর প্রতিরোধ গ।ে তুলতে পারেনি ভারতীয় দল। ভারতের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন অনিরুদ্ধ থাপা।এদিন রাতে ম্যাচের পর রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে ফুটবলের প্রসারের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। ফুটবল বাংলার এবং বাঙালির ডিএনএ-র সঙ্গে যুক্ত। এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতার পর ৭৫ বছরে এই প্রথম ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মতো দল ভারতীয় মাটিতে এসে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলেছে। এর আগে ভারতীয় দল এমন দলের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে বা বিদেশে খেলার সুযোগ পায়নি।তিনি আরও বলেন, ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মতো দল ভারতে আসায় মানুষের মধ্যে বিপুল উসাহ তৈরি হয়েছে। তাদের খেলার মান দেখে ভারতীয়রাও বুঝেছেন, এই দলগুলির বিরুদ্ধে জেতা সম্ভব। তাঁর মতে, এর জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ। এআইএফএফের আরও উদ্যোগ এবং রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা থাকলে ভারতীয় দল খুব শীঘ্রই বিশ্বকাপে খেলবে বলেও আশাবাদ প্রকাশ করেন তিনি।রাজ্যের ক্রী।মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ম্যাচটিকে ভারতীয় ফুটবলের জন্য ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় জাতীয় দল ব্রাজিল বা উরুগুয়ের মতো প্রথম সারির ফুটবল শক্তির বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়েছে। দর্শক এবং ফুটবলারদের কাছে এটি বড় অভিজ্ঞতা, বড় সুযোগ এবং ভারতীয় ফুটবলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ভারতীয় দল একাধিক সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল, যদিও সেদিন ভাগ্য তাদের পাশে ছিল না। তবু ভালো ফুটবল দেখার সুযোগ মিলেছে বলে জানান তিনি।ক্রী।মন্ত্রী আরও বলেন, গত ১০ থেকে ২০ বছরে কলকাতা ময়দানের ফুটবলে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের রাজনীতির প্রভাব প।ছে। তাঁর অভিযোগ, এর ফলে বাংলার ফুটবলের ক্ষতি হয়েছে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা খেলার মাঠের মতো জায়গায় রাজনীতি প্রবেশ করা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে ' কাটমানি সিন্ডিকেট এবং রাজনৈতিক স্বজনপোষণও ফুটবলের ক্ষেত্রে জায়গা করে নিয়েছে। এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেন, ভারতীয় দলের শুরুটা ভালো হয়েছিল। পেনাল্টি থেকে গোল করে দল এগিয়েও যায়। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেও, সমতা ফেরার পরই বৃষ্টির কারণে প্রায় ২০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। তাঁর মতে, সেই সময় ভারতীয় দল ছন্দে ফিরছিল। খেলা বন্ধ না হলে ফলাফল অন্য রকম হতে পারত।তিনি আরও বলেন, ভারতীয় দল বিশ্বের ব। ক্লাবগুলিতে খেলা ফুটবলারদের বিরুদ্ধে খেলেছে। এই ধরনের কঠিন ম্যাচ যত বেশি খেলা হবে, ততই ভারতীয় দল উন্নতি করবে। আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের উদ্দেশ্যই হল দলের শক্তি ও দুর্বলতা যাচাই করে মূল প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হওয়া। তাঁর মতে, এই ভারতীয় দলের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মাঠে ফুটবলারদের পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসকেও তিনি দলের ইতিবাচক দিক হিসেবে উল্লেখ করেন।সিএবি সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ভারতীয় দলকে এই ধরনের ম্যাচ আরও খেলতে হবে। তাঁর মতে, শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতাই ভারতীয় ফুটবলারদের আরও উন্নত করবে। তাই ফলাফল বা গোলের সংখ্যা নিয়ে চিন্তা না করে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়মিত কঠিন ম্যাচ খেলার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।প্রসঙ্গত, ম্যাচের ১১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে উরুগুয়েকে এগিয়ে দেন দারউইন নুনিয়েজ। ২২ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের শট উরুগুয়ের গোলরক্ষক আটকে দিলেও ফিরতি বলে গোল করে ভারতকে সমতায় ফেরান অনিরুদ্ধ থাপা। এরপর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কিছু সময় খেলা বন্ধ থাকে। প্রথমার্ধে ভারত ল।াইয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে উরুগুয়ে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ নেয়। ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো দু'টি গোল করেন। এছাড়া রদ্রিগো সালাজার, হুয়ান ম্যানুয়েল সানাব্রিয়া এবং রদ্রিগো আগুইরে একটি করে গোল করে উরুগুয়ের ব্যবধান বাড়ান। শেষ পর্যন্ত ৬-১ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় উরুগুয়ে। এই আন্তর্জাতিক পর্বে এর আগে পানামার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র এবং ব্রাজিলের কাছে ০-৪ গোলে হেরেছিল ভারত। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল সেই পর্বের শেষ পরীক্ষা।

## সুশাসনে সকলের অংশীদারিত্ব, স্থায়ী সমাধানে জোর মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার ' সেবা জ্যোতি' কর্মসূচিতে দেশের উন্নয়ন ও ভবিষ্য লক্ষ্য নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সারা বিশ্বে এখন ভারতীয় পাইলটদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আগামী দিনে বিশ্বে ' মেক ইন ইন্ডিয়া' বিমান নিয়েও আলোচনা হবে। তাঁর কথায়, এই লক্ষ্য পূরণ করতে দূরদর্শী নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। এখন বিশ্রাম নেওয়ার সময় নয়, উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার এবং দেশের জন্য নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার সময়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' তাঁর কাছে সুশাসনের ভিত্তি। রাজনীতির স্বার্থে দীর্ঘদিন ধরে সমাজকে ভোটব্যাঙ্কের ভিত্তিতে ভাগ করার প্রবণতা দেশের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর প্রশ্ন, মাঠে জল না পৌঁছলে কি শুধু কোনও একটি জাতির কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হন? বিদ্যু না থাকলে কি শুধু কোনও একটি সম্প্রদায়ের ঘরেই অন্ধকার নামে? তাঁর বক্তব্য, এই প্রশ্নগুলির উত্তর একটাই-না। সমস্যা যখন সকলের, তখন তার সমাধানও সকলের জন্য হতে হবে।এই ভাবনা থেকেই সরকার সুশাসনের সঙ্গে ' স্যাচুরেশন ধারণাকে যুক্ত করেছে বলে জানান মোদী। তাঁর ব্যাখ্যায়, এর অর্থ হল প্রতিটি যোগ্য সুবিধাভোগীকে সরকারি সুবিধার আওতায় আনা। কোনও যোগ্য ব্যক্তি যেন বাদ না পড়েন, কোনও অধিকারপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী যেন বঞ্চিত না হন এবং একজনের অধিকার যেন অন্য কেউ দখল করতে না পারেন-এটাই ' স্যাচুরেশন লক্ষ্য।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দেশ এখন বিভিন্ন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিষয়টি একসময় দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হিসেবে দেখা হত এবং এর প্রভাব থেকে দেশ বেরিয়ে আসতে পারবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু এখন ৩৭০ অনুচ্ছেদের সেই প্রাচীর সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।নকশালবাদ নিয়েও প্রধানমন্ত্রী বলেন, একসময় এটিকে দেশের অভিশাপ বলে মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানে এর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ ভারতের ভবিষ্যকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল যে সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মদতদাতারা কখনও থামবে না। কিন্তু ভারতের অদম্য সংকল্পের জোরে তাদের নিজেদের ঘাঁটির ভিতরেই আঘাত হানা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী বলেন।

## অটল টানেল বিশ্বমানের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নজিরঃদ্রৌপদী মুর্মু

শিমলা, ৭ অক্টোবরঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার হিমাচল প্রদেশের রোহতাংয়ে অটল টানেল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে অটল টানেলের নির্মাণ ও প্রকৌশলগত সক্ষমতার প্রশংসা করেন তিনি।রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি মুর্মু অটল টানেলকে বিশ্বমানের প্রকৌশল দক্ষতার এক অসাধারণ নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন) অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে বলে তিনি জানান।রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রতিকূল ও দুর্গম ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যেও নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অটল টানেল ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, দৃঢ় সংকল্প এবং দায়বদ্ধতার প্রতীক। দেশের কঠিনতম ভূখণ্ডগুলিতেও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে এই পরিকাঠামোর গুরুত্ব রয়েছে।রোহতাংয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে নির্মিত এই অটল টানেল ভারতের প্রকৌশল দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার পাশাপাশি কঠিন পরিস্থিতিতে বড় পরিকাঠামো নির্মাণের সক্ষমতারও প্রতিফলন বলে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন।

## পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ১৮ জন সন্ত্রাসবাদী

ইসলামাবাদ, ৭ অক্টোবরঃ পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী খাইবার-পাখতুনখাওয়া ও বেলুচিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পৃথক সংঘর্ষে ১৮ জন সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে দাবি করা হযেছে যে, নিহত সন্ত্রাসবাদীরা 'ফিতনা-আল-খাওয়ারিজ' এবং 'ফিতনা-আল-হিন্দুস্তান'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই দুটি সংগঠনই পাকিস্তানে নিষিদ্ধ। সে দেশের প্রখ্যাত সংবাদমাধ্যম ডন পত্রিকার মতে, ফেডারেল সরকার-নিযন্ত্রিত পাকিস্তান টিভি বুধবার জানিয়েছে যে, খাইবার পাখতুনখোয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর শুরু করা 'আজম-এ-ইস্তেহকাম' অভিযানের অধীনে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তাতে ফিতনা-আল-খাওয়ারিজের ১৩ জন সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করা হয়েছে। পাকিস্তান টিভি আরও জানিয়েছে, এছাড়া বেলুচিস্তানের মাস্তুং জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী ফিতনা-আল-হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুক্ত ৫ জন সন্ত্রাসবাদীকেও নিকেশ করেছে। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।ডন পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'ফিতনা-আল-খাওয়ারিজ' শব্দটি পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের বোঝাতে ব্যবহার করে। অন্যদিকে, বেলুচিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে 'ফিতনা-আল-হিন্দুস্তান' নাম দিয়েছে সে দেশের সরকার। এর উদ্দেশ্য, পাকিস্তানে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা ছড়ানোর জন্য ভারতের ওপর দায় চাপানো।

## রাশিফল

**মেষঃ** আজ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে খুব ভালো দিন হতে চলেছে। আপনার উদ্যম এবং আত্মবিশ্বাস আপনার মধ্যে ইতিবাচকতার প্রকাশ ঘটাবে। আজ আপনি আশপাশের মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেবেন।।

**বৃষঃ**আজ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলের দিন হতে চলেছে। আপনার মনে নানা ধরনের উদ্বেগ এবং অস্থিরতা থাকতে পারে। সংসারে শান্তি হবে।

**মিথুনঃ**আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। বিবাহের যোগ।

**কর্কটঃ** বেশি খাওয়া এবং উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

**সিংহ ঃ** আপনার সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলুন এবং নিজের অনুভূতিগুলি ভাগ করে নিন, যাতে কোনও ভুল বোঝাবুঝি না হয়।।

**কন্যাঃ**আজ কন্যা রাশির জাতকদের জন্য একটি অত্যন্ত বিশেষ দিন। আপনার চারপাশে প্রচুর শক্তি অনুভব করবেন। এই সময়ে আপনি আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর বোঝাপড়া এবং নিষ্ঠা নিয়ে আসবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে

**তুলাঃ** কোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিবেচক হোন এবং যদি পারেন তাহলে এটি এড়িয়ে যান, যেহেতু সংঘর্ষ এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা কখনোই আপনাকে সাহায্য করবে না। শুভদিন হবে।

**বৃশ্চিকঃ** অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আজ, আপনার অর্থ অনেক কিছুতে ব্যয় করা যেতে পারে। সুতরাং, সমস্ত চ্যালেঞ্জ এবং অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় আপনার আজ একটি দক্ষ বাজেট পরিকল্পনা করা দরকার।শুভদিন।

**ধনুঃ** আজ আপনাকে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও আপনার চারপাশের পরিবেশের শক্তি কিছুটা অস্বস্তিকর হতে পারে। মানসিকভাবে কিছুটা উদ্বেগ এবং হঠাৎ চাপ অনুভব করতে পারেন।।

**মকরঃ**আজকের আকাশ অত্যন্ত শুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজ আপনার জন্য নতুন করে শুরু করার সময়।

**কুম্ভঃ**আয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। জমি এবং আর্থিক লেনদেনের জন্য ভালো দিন। ।

**মীনঃ** মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহাযতায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সংসারে শান্তি হবে। সন্তান হতে পারে আজ।

## আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃহৎবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতার আকাশও আংশিক মেঘলা থাকবে। দিনের শেষে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৭ থেকে ৯ অক্টোবর বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। ৮ অক্টোবর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।কলকাতায় সকাল থেকেই বাতাসে আর্দ্রতা বেশি রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ থাকতে পারে ৬৫ থেকে ৭৮ শতাংশের মধ্যে। আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি দিনের বিভিন্ন সময়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টির পরিস্থিতি থাকতে পারে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকেজানা।

### জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ০৬টা ৫১মনিট এবং রাত ০৮টা ৫১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৪২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩২মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৫মিনিটে হতে পারে।

## পাঁচ মাসেই ২,৪৫৪ ধর্ষণের অভিযোগ! 'জঙ্গলের রাজত্ব চলছে বাংলায়', বিধানসভার বাইরে বিস্ফোরক কুণাল-নওশাদ

দুরন্তবার্তা, সৈকত দাস, কলকাতা, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিধানসভার বাইরে সরব হল বিরোধী শিবির। রাজ্য সরকারের আমলে অপরাধের পরিসংখ্যান তুলে ধরে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, তথ্য জানার অধিকার আইনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমান সরকারের মাত্র কয়েক মাসের সময়ে রাজ্যে ২,৪৫৪টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি খুন, খুনের চেষ্টা এবং গুরুতর জখমের ঘটনাও উদ্বেগজনক হারে ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি। কুণাল ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, স্টেট ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গের তথ্যের ভিত্তিতে মে মাস থেকে জেলাভিত্তিক ও থানাভিত্তিক অপরাধের হিসাব সামনে এসেছে। সেই হিসাব অনুযায়ী, ধর্ষণের ঘটনা ২,৪৫৪টি, খুনের ঘটনা ৬০০টি, খুনের চেষ্টা ১৩,০১৪টি এবং গুরুতর জখমের ঘটনা ৩২,৩৪১টি। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে কুণাল ঘোষ বলেন, তবাংলা সুস্থ নেই। বাংলাকে অসুস্থ করে দেওয়া হয়েছে।দ তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় অবিলম্বে বিশেষ অধিবেশন ডেকে আলোচনা করা প্রয়োজন। কুণালের আরও অভিযোগ, একদিকে ভোট কারচুপি ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, এত গুরুতর অভিযোগের পরও অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরব হন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অর্ক নাগও। তাঁর অভিযোগ, ২০১৮ এবং ২০২১ সালের বিভিন্ন ঘটনার মামলায় বহু ক্ষেত্রে এতদিন পরে গ্রেফতার করা হচ্ছে, যা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। অর্ক নাগের আরও দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এফআইআর নথিভুক্ত হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা আপলোড করার কথা থাকলেও বহু ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। এমনকি বিভিন্ন থানায় অভিযোগ গ্রহণে অনীহা, অভিযোগের ধারা পরিবর্তন এবং মামলা লঘু করার মতো অভিযোগও উঠছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'এটা পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়।' মানবাধিকার সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও মানুষ যথাযথ বিচার পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন তিনি। কুণাল ঘোষ বলেন, 'পাঁচ মাসে যদি এই নমুনা হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারকে এই পরিসংখ্যান নিয়ে স্পষ্ট বিবৃতি দিতে হবে। পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেও জবাব চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। এরই পাশাপাশি বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, বিধানসভায় অন্তত এক দিনের বিশেষ অধিবেশন ডেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে একাধিক রাজনৈতিক ইস্যুতেও মুখ খোলেন কুণাল ঘোষ। একাধিক সাংসদের দলীয় অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁদের সাংসদ পদ খারিজের দাবি জানান তিনি। এস. আর. আর. ইস্যুতেও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন কুণাল। তাঁর দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও তিনি সরব হন। হুমায়ুন কবিরের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও মন্তব্য করেন কুণাল। তাঁর দাবি, হুমায়ুন কবিরের রাজনৈতিক কর্মসূচি বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বাবরি মসজিদ ইস্যু নিয়েও কুণাল বলেন, ধর্মীয় আবেগকে ভোটের রাজনীতিতে ব্যবহার করা উচিত নয়। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের আগে এ ধরনের বিষয় সামনে এনে রাজনৈতিক মেরুকরণের চেষ্টা হচ্ছে। ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাতেও সরাসরি মন্তব্য না করে কুণাল বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তাঁর জানা নেই। তবে ঘটনার টাইমিং ও প্যাটার্নদ নিয়ে প্রশ্ন থাকছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। ইংরেজবাজারের নির্বাচন নিয়েও কারচুপির অভিযোগ তোলেন কুণাল। তাঁর দাবি, মানুষের প্রকৃত রায়কে উপেক্ষা করে ভোট ও গণনা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি নিয়েও বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব সাধারণ মানুষের সংসারে পড়ছে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং কর্মসংস্থান নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জবাবদিহি দাবি করেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কুণালের বক্তব্যকে সমর্থন করে পৃথকভাবে সরব হন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তাঁর দাবি, আর. টি. আই.-এর মাধ্যমে পাওয়া তথ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে রাজ্যের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

## 'জনগণের করের অর্থ এইভাবে নয়ছয় করা যায় না', স্পষ্ট বললেন প্রধান বিচারপতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ টাকি পুরসভায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে এবার সিআইডিকে দায়িত্ব দিল কলকাতা হাই কোর্ট। গত কয়েক বছরে পুরসভায় কোটি কোটি টাকা তছরুপ, আর্থিক অনিয়ম, স্বজনপোষণ-সহ একাধিক অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। বুধবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাহঞ্জয়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির দীর্ঘ শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা সিআইডিকে অভিযোগগুলির তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে আদালতের নজরদারিতেই তদন্ত চলবে বলে নির্দেশ দিয়েছে বেঞ্চ। মামলায় আদালত বান্ধব হিসেবে আইনজীবী তিলক মিত্রকে নিয়োগ করা হয়েছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। মামলাকারীর অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত টাকি পুরসভার বোর্ডের আমলে একাধিক প্রকল্প এবং পুরসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিপুল আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। ২০২৩ সালে এই অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছিলেন টাকি পুরসভার তৎকালীন তৃণমূল কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাস। তাঁর দাবি ছিল, পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরে একাধিক ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের বিরুদ্ধেও তিনি একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন বলে মামলায় জানানো হয়েছে। প্রদ্যুৎ দাসের অভিযোগ ছিল, টাকি পুরসভার গত কয়েক বছরের কাজকর্মে বিপুল পরিমাণ অর্থের অনিয়ম হয়েছে। এমনকী বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি বলেও তাঁর অভিযোগ। উলটে অভিযোগ তোলার পর তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন ওই কাউন্সিলর। পরবর্তী সময়ে পুরসভার গত আট বছরের আর্থিক লেনদেন, বিভিন্ন প্রকল্প, সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা এবং নিয়োগ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বুধবারের শুনানিতে মামলাকারী প্রদ্যুৎ দাসের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী সৌম্য মজুমদার এবং ওমর ফারুক গাজী। আদালতে তাঁরা দাবি করেন, মামলার সঙ্গে থাকা নথিপত্রে টাকিতে ইছামতী নদীর উপর ভাসমান রেস্তোরাঁ তৈরির প্রকল্পে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। আইনজীবীদের অভিযোগ, ওই প্রকল্পের সঙ্গে পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান এবং পুর বোর্ডের ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। শুধু ভাসমান রেস্তোরাঁ নয়, সরকারি জমি লিজে দেওয়া নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ আদালতে তোলা হয়। মামলাকারীর আইনজীবীদের দাবি, পুরসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে রেজুলেশন করা হয়নি। অভিযোগ, কিছু ক্ষেত্রে পুরবোর্ডের অনুমোদন বা যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই চেয়ারম্যানের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ফলে সরকারি সম্পত্তি এবং পুরসভার অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলে আদালতে সওয়াল করা হয়। মামলার শুনানিতে পুরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের করের টাকা ব্যবহারের বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে পর্যবেক্ষণে বলেন, জনগণের করের টাকা এ ভাবে নয়ছয় করা যায় না। অভিযোগগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলেই আদালত মনে করেছে। সেই কারণেই তদন্তের দায়িত্ব সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, টাকি পুরসভাকে ঘিরে ওঠা আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবে সিআইডি। তদন্ত চলাকালীন প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ, আর্থিক লেনদেন পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার সুযোগ থাকবে তদন্তকারী সংস্থার। একই সঙ্গে তদন্তের অগ্রগতি আদালতের নজরদারিতে থাকবে। ফলে তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে আদালতের কাছে অগ্রগতির তথ্য পেশ করতে হতে পারে। তবে মামলায় ওঠা অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্তের মাধ্যমেই চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হবে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেই তা প্রমাণিত বলে ধরে নেওয়া যায় না। এখন সিআইডির তদন্তে টাকি পুরসভার আর্থিক লেনদেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পে সত্যিই কোনও অনিয়ম হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে তার পরিমাণ কত এবং এর সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন, সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট হওয়ার অপেক্ষা। আগামী ১০ ডিসেম্বর মামলাটি ফের আদালতে উঠবে।

## শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার, এন্টালিতে উদ্ধার ৩ নাবালক; মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কলকাতায় শিশুশ্রম বন্ধে ফের সক্রিয় শ্রমদপ্তর। শ্রমদপ্তরের আধিকারিকদের নেতৃত্বে পূর্ব কলকাতার এন্টালি এলাকায় চালানো অভিযানে তিন নাবালককে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাঁদের দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করানো হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া তিন কিশোরের মধ্যে দু'জনের বয়স ১৬ বছর এবং একজনের বয়স ১৪ বছর বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর তিনটি পৃথক প্রতিষ্ঠান বা দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে এন্টালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে শ্রমদপ্তর। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। শ্রমদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুশ্রম বিরোধী এই অভিযানে শ্রমদপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরাও ছিলেন। পূর্ব কলকাতার এন্টালি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়। সেই সময় তিন নাবালককে কাজ করতে দেখা যায় বলে অভিযোগ। তাঁদের বয়স যাচাই করার পর তাঁরা নাবালক বলে নিশ্চিত হওয়া যায় বলে পুলিশ ও শ্রমদপ্তরের তরফে দাবি করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া তিন কিশোরের মধ্যে একজনের বাড়ি হুগলির আরামবাগ এলাকায়, অন্যজন বিহারের মধুবনি জেলার বাসিন্দা। তৃতীয় কিশোর এন্টালি এলাকাতেই থাকে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন দরজির দোকানে, একজন একটি রেস্তোরাঁয় এবং অন্যজন গ্যারাজে কাজ করছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। শ্রমদপ্তরের আধিকারিকদের কাছে ওই কিশোরেরা তাঁদের কাজের পরিস্থিতি এবং পারিশ্রমিক নিয়ে অভিযোগ করেছে বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধারকারী দলের কাছে তিন কিশোরের বক্তব্য, বাধ্য হয়েই তাঁদের অত্যন্ত কম টাকার বিনিময়ে কাজ করতে হচ্ছিল। যদিও তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা এবং কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত করা হচ্ছে। শ্রমদপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রতিষ্ঠান বা দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন এবং জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টের বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযানের পর উদ্ধার হওয়া তিন কিশোরকে আপাতত একটি হোমে রাখা হয়েছে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নির্দেশে তাঁদের সেখানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং পরবর্তী সময়ে তাঁদের পুনর্বাসন বা পরিবারের কাছে ফেরানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। শিশুশ্রম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন অভিযোগ সামনে আসে। শহরের ছোট-বড় দোকান, রেস্তোরাঁ, গ্যারাজ থেকে শুরু করে কিছু বাড়িতেও নাবালক-নাবালিকাদের দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভিন্‌জেলা বা ভিন্‌রাজ্য থেকে নাবালকদের শহরে নিয়ে এসে কাজে যুক্ত করার অভিযোগও ওঠে। পড়াশোনা ও স্বাভাবিক শৈশব থেকে দূরে সরে গিয়ে তাদের কাজে যুক্ত হতে হচ্ছে বলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে। শ্রমদপ্তর এবং পুলিশের কাছে আসা অভিযোগ অনুযায়ী, অনেক ক্ষেত্রে নাবালক শ্রমিকদের পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। কোথাও শুধু থাকা ও খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করানোর অভিযোগও রয়েছে। কাজের জায়গায় শারীরিক বা মানসিক নিগ্রহের শিকার হওয়ার অভিযোগও বিভিন্ন সময়ে সামনে এসেছে। কাজ হারানোর ভয় কিংবা মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সমস্যায় পড়ার আশঙ্কায় অনেক নাবালক পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হয় বলে সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য। এন্টালির অভিযানের পর শহরের অন্য এলাকাতেও শিশুশ্রম বিরোধী অভিযান বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শ্রমদপ্তরের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও এই ধরনের অভিযানে আরও সক্রিয় হতে পারে। নাবালক বা নাবালিকাদের বেআইনি ভাবে কাজে নিয়োগ করার অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। শিশুশ্রমের অভিযোগে উদ্ধার হওয়া তিন কিশোরের ভবিষ্যৎ যাতে নিরাপদ হয়, সেই বিষয়টিও প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁদের শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং পুনর্বাসনের বিষয়টি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এন্টালির এই অভিযানকে কেন্দ্র করে শহরে শিশুশ্রম রোধে আগামী দিনে আরও তল্লাশি ও নজরদারি বাড়ানো হতে পারে বলেই জানা গিয়েছে।

## 'নামাজ যে কোনও জায়গায় পড়া যেতে পারে', বিমানবন্দরে মসজিদ মামলায় উঠল হাইকোর্টে সওয়াল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কলকাতা বিমানবন্দরে কাছে ৪০-৫০ বছর ধরে রয়েছে মসজিদ। সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই নামাজ পড়ে আসেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন। তবে বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, নিরাপত্তার ঝুঁকি হতে পারে। সেই কারণে ১১ জুলাই থেকে নামাজ পড়া বন্ধ। এরপরই একটি মসজিদে ধর্মাচরণের অনুমতি পেতে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। এ দিন, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের হয়ে কোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী সৌমিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বিমানবন্দর হল জনগণের জায়গা। সেটি মসজিদ বা নামাজের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যে কোনও জায়গায় নামাজ পড়া যেতে পারে। বিদেশের একাধিক জায়গায় এমন উদাহরণ আছে।' তিনি এও জানান, তএই জমিটি অনেক আগেই অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৬১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি একটি বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এক জনস্বার্থে এই জমিটির প্রয়োজন ছিল।দ বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের প্রশ্ন, তজমিটি কার কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল?দ উত্তর দিতে গিয়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের আইনজীবী সৌমিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে এটি অধিগ্রহণ করা হয়। এবং মসজিদের জন্যও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৫ সালের মিউটেশন সার্টিফিকেটের মামলা ছিল এটি। সকলকে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। যাতায়াতের সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল। যে কেউ তাঁদের ধর্ম পালন করতে পারেন, কিন্তু কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানেই তা করবেন, এমন দাবি জানাতে পারেন না।' এরপর এও বলেন, তযেখানে নিরাপত্তা জড়িত, সেখানে মৌলিক অধিকারের নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি নিয়ে ১৩ মে ২০২৬ তারিখে সিভিল এভিয়েশন থেকে বিমানবন্দরকে চিঠি দেওয়া হয়। ২৩ মে সমস্ত অংশীদারদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। বিমানবন্দরের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাঁকড়া মসজিদ কমিটির সদস্যরাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জানানো হয়, উড়ানের ওঠা-নামায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। বিমানের অবতরণ করতেও সমস্যা হচ্ছে। এরপর সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন যে বিমানবন্দরে প্রবেশের গেটটি ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হবে। এটি রাতারাতি করা হয়নি, তাঁদের বক্তব্য শোনা হয়েছিল। এখানে জাতীয় ও বিমান চলাচলের নিরাপত্তা জড়িত, কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রয়োজন নেই।' তিনি বলেন, 'বৃহত্তর স্বার্থে ধর্মীয় স্থান গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় চার্চ,মন্দির জাতীয় সড়কের জন্য জমি নেওয়া হয়েছে। ফলে ধর্মীয়স্থানে জমি নেওয়া যায় রাজ্যের অধিকার আছে। ওই জমি রাজ্যের সেটা জানে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। আইনজীবী এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। কোর্টের কাছে তাঁর আর্জি, 'কোনও অন্তর্বতী নির্দেশ দেবেন না।' কেন্দ্রের হয়ে সওয়াল করেছেন আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী। বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের সময় মসজি' বলে আলাদা কোনও সুবিধা পায় না। রানওয়ে কাছে অবস্থিত এই মসজিদ। টপোগ্রাফি (ভৌগলিক অবস্থান) এমন যে, এখানে নামাজের অনুমতি দেওয়া যায় না। এইভাবে বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়।দ আদালতে রাজ্যের সওয়াল, তএখানে কোনও মসজিদকে মন্দির বা অন্য কিছুতে পরিবর্তন করা হচ্ছে না। মৌলিক অধিকার পাবলিক প্লেসে সবসময় প্রযোজ্য নয়। এটি কোনও হেরিটেজ নয়। রাজ্য ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণ করেছে। সেটা গোপন করা হয়েছে। সম্প্রতি আরেকটা ৯/১১ হতে পারত। আটকানো গেছে ভারতীয় পাইলটের জন্য।দ পরে মামলাকারীর বক্তব্য, '১৩৬ বছর ধরে কোনও সমস্যা হয়নি। এখানে সকালে চেকিং করেই যায়।' এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৯ অক্টোবর।

## দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সি থেকে চালকের দেহ উদ্ধার, খুনের সন্দেহে তদন্তে হোমিসাইড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ শহরের রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাক্সির ভিতর থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বুধবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল এন্টালি থানা এলাকায়। ডিসি দে রোড এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ওই ক্যাবটির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। গাড়ির ভিতরে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছিলেন স্থানীয়রা। ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না মেলায় সন্দেহ হয় তাঁদের। খবর দেওয়া হয় এন্টালি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্যাবের দরজা ভেঙে ভিতর থেকে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে। মৃতের মুখে রক্তের দাগ এবং পা বাঁধা অবস্থায় ছিল বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকায় খুনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে ডিসি দে রোড এলাকায় একটি ক্যাব দীর্ঘক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সাধারণত ওই এলাকায় গাড়ির চলাচল থাকলেও ক্যাবটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে একই অবস্থায় থাকায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। গাড়ির ভিতরে একজনকে দেখতে পেয়ে তাঁরা তাঁকে ডাকেন। কিন্তু কোনও সাড়া না পাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ে সন্দেহ আরও বাড়ে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারাই এন্টালি থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায়, ক্যাবটির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বাইরে থেকে গাড়ির ভিতরের পরিস্থিতি স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। পরে স্থানীয় এক মিস্ত্রিকে ডেকে এনে গাড়ির দরজা ভাঙা হয়। এরপর ক্যাবের ভিতর থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের নাম ভগবানপ্রসাদ গুপ্ত বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। তিনি ওই ক্যাবের চালক ছিলেন বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে। দেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের হোমিসাইড শাখা। গাড়ি এবং আশপাশের এলাকা খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তদন্তে মৃতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন এবং মুখে রক্তের দাগের বিষয়টি সামনে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁর পা বাঁধা অবস্থায় থাকার বিষয়টিও তদন্তকারীদের নজরে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি অন্য কোনও কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত ভাবে জানানো হয়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে। একই সঙ্গে খুনের সম্ভাবনা সামনে রেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। মৃতের সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর সাম্প্রতিক গতিবিধি, কার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং ঘটনার আগে তিনি কোথায় ছিলেন, সেই তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের সামনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে। যদি ভগবানপ্রসাদ গুপ্তকে খুন করা হয়ে থাকে, তাহলে তাঁকে ঠিক কোথায় খুন করা হয়েছিল? এন্টালির ওই জায়গাতেই কি ঘটনাটি ঘটেছে, নাকি অন্য কোথাও তাঁকে খুন করার পর দেহ-সহ ক্যাবটি সেখানে এনে রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ক্যাবের ভিতর থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া গিয়েছে কি না, সেটিও তদন্তের অংশ।

## 'জিতিয়া' পুজোয় ঘাটে এসে নিখোঁজ রোহিত, ৩ দিন পর গঙ্গায় মিলল দেহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ 'জিতিয়া' পুজোর আনন্দ মুহূর্তেই পরিণত হল শোকে। পরিবারের সঙ্গে পুজো দিতে এসে বালির পালঘাট থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ১০ বছরের রোহিত মণ্ডল। তিন দিন ধরে তল্লাশির পর বুধবার কলকাতার পশ্চিম বন্দর থানা এলাকার গঙ্গা থেকে উদ্ধার হল তার দেহ। দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে পশ্চিম বন্দর থানায় গিয়ে রোহিতকে সনাক্ত করেন তাঁর বাবা-মা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে গঙ্গায় ডুবে যাওয়ার ফলেই নাবালকের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, লিলুয়ার বাসিন্দা রোহিতের আদি বাড়ি ধানবাদে। বর্তমানে মেসোর বাড়িতে থেকে পটুয়াপাড়া জাগৃতি বিদ্যামন্দিরে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত সে। শনিবার পরিবারের সঙ্গে বালির পালঘাটে জিতিয়া পুজোয় গিয়েছিল রোহিত। পরিবারের সদস্যরা গঙ্গায় স্নান করতে নামার সময় তাকে ঘাটের উপরেই রাখা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। স্নান সেরে উঠে তাঁরা দেখতে পান রোহিত সেখানে নেই। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। ঘাটে প্রবেশের সময় সিসিটিভিতে রোহিতের ছবি ধরা পড়লেও বেরিয়ে যাওয়ার কোনও ছবি মেলেনি। এরপর বালি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলার পর বুধবার পশ্চিম বন্দর থানা এলাকার গঙ্গা থেকে উদ্ধার হয় তার দেহ। কীভাবে সে ওই এলাকায় পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য মিলবে বলে তদন্তকারীদের আশা। ছোট্ট রোহিতের এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকায়।

## ডেঙ্গু সংক্রমণ বাড়ায় স্বাস্থ্য দফতর থেকে চিকিৎসকদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ রাজ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণ বাড়তে থাকায় স্বাস্থ্য দফতর চিকিৎসকদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ডেঙ্গু ধরা পড়ার প্রথম দিন থেকেই রোগীর উপর কড়া নজরদারি চালাতে হবে। একই সঙ্গে সতর্কতা মূলক উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যভবনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ডেঙ্গু রোগীর জ্বর ১০ দিনের বেশি স্থায়ী হলে শুধু ডেঙ্গু নয়, টাইফয়েড, স্ক্রাব টাইফাস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, ম্যালেরিয়া, মূত্র নালির সংক্রমণের মতো অন্য রোগের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের ক্ষেত্রে হাসপাতাল-জনিত সংক্রমণ এবং বিরল হলেও হেমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোহিস্টিও সাইটোসিসের সম্ভাবনাও বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, জ্বরের প্রথম থেকে তৃতীয় দিনেই পেটে ব্যথা, বারবার বমি, অতিরিক্ত দুর্বলতা, রক্তপাত-সহ বিপদসংকেতের ডঙ্ঘপর নজর রাখতে হবে। রোগীর অন্য কোনও জটিল অসুখ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রোগী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের এই সতর্কতামূলক লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিপদসংকেত বা অন্য শারীরিক জটিলতা থাকলে ডেঙ্গু রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। উল্লেখ্য বর্ষার বিদায় লগ্নে রাজ্যে ৯ হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

## পারিবারিক অশান্তি নিয়ে মারপিটের অভিযোগ, জয়নগরে গ্রেফতার ২

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ পারিবারিক অশান্তি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে মারপিটের অভিযোগ। ঘটনায় দু'পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়ু দিঘির পাড় এলাকায় দুই ভাইয়ের মধ্যে পারিবারিক বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। মঙ্গলবার সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতি ও মারপিটের ঘটনায় গড়ায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর দু'পক্ষের তরফেই জয়নগর থানায় পৃথক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর মঙ্গলবার রাতেই দু'পক্ষের এক জন করে মোট দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম তোয়েব আলি শেখ ও মনপাখি শেখ। বুধবার ধৃত দু'জনকে জয়নগর থানার পক্ষ থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

## মঞ্চে ঘুষ নেওয়ায় অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার! ছবি ভাইরাল হতেই হুগলিতে শোরগোল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ঘুষ নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমন শাখার হাতে ধরা পড়া ইঞ্জিনিয়ার বিজেপি সভাপতিকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন বিজেপির মঞ্চে! এমন ছবি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক তরজা শুরু। হুগলি জেলা পরিষদের সরকারি ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাসকে মঙ্গলবার তাঁর অফিস থেকে ঘুষের টাকা-সহ গ্রেফতার করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি)। চুঁচুড়া বড়বাজারের বাসিন্দা সুমন এর আগে হাওড়া ও বর্ধমানে কাজ করেছেন। হুগলিতে আসেন আড়াই বছর আগে। তাঁর বিরুদ্ধে এক ঠিকাদার অভিযোগ করেন প্রাপ্য টাকা দেওয়ার জন্য ঘুষ চাইছেন তিনি। এই অভিযোগ পেয়েই সক্রিয় হয় এসিবি। তাঁকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতে। ফাঁদে পা দিয়ে ঠিকাদারের থেকে কেমিক্যাল লাগানো কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন। হাত রঙিন হয়ে গিয়েছিল তাঁর। গ্রেফতারের পর চুঁচুড়া থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এরপর চুঁচুড়ার বড়বাজারে ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালায়। দোতলা বাড়িতে প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চলে। ঘরের আলমারি, ওয়ারড্রব,ব্যাগ খুলে তল্লাশি চলে। ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে। এদিকে এই ঘটনার পরেই কিছু ছবি ছড়ায় সমাজ মাধ্যমে। যেখানে দেখা যাচ্ছে হুগলি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে বিজেপির একটি মঞ্চে সংবর্ধনা দিচ্ছেন ওই ইঞ্জিনিয়ার। যদিও এই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি দ্য ওয়াল। ঘটনাচক্রে চুঁচুড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজেপি সভাপতি এবং ওই ইঞ্জিনিয়ার। আর এই নিয়ে মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলা কনভেনার অসিত মজুমদার বলেন, 'যিনি গ্রেফতার হলেন তিনি বিজেপির সভা মঞ্চে বিজেপি সভাপতি গৌতমবাবুকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন। তাহলে পরিষ্কার তিনি বিজেপির লোক আর দুর্নীতির সঙ্গে বিজেপিও যুক্ত। যারা ঘুষ খায় দুর্নীতি করে, তারা কোনও দলের হয় না। এটা বর্তমান সরকারের বোঝা উচিত। এদের কোন পতাকা হয় না, যখন যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দলের দালালি করে।দ বিজেপি সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, তসংবর্ধনা কে কাকে দিচ্ছে এটা আমাদের পক্ষে চেনা সম্ভব না। উৎসাহী হয়ে কেউ সংবর্ধনা দিতেই পারে। এবার সে যদি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হয় বা অপরাধী হয়, নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে। বিজেপি কাউকে আড়াল করবে না কাউকে সমর্থনও করবে না। অন্যায়কারী শাস্তি পাক তা আমরা চাই। যে সংবর্ধনা দেয় সেই বিজেপি কর্মী নয়। আমি এখন দাঁড়ালে একশো জন সংবর্ধনা দিয়ে যাবে। তাহলে তারা কি বিজেপি কর্মী হয়ে গেল?'

## পুজোয় ড্রোন-লেজার নিষিদ্ধ, ১০০১ পুজো কমিটিকে কড়া বার্তা বিধাননগর পুলিশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ উৎসবের আনন্দে যাতে কোনওভাবেই বিপদ ডেকে না আসে, তার জন্য দুর্গাপুজোর আগে একাধিক বিষয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় অনুমতি ছাড়া ড্রোন ওড়ানো থেকে শুরু করে মণ্ডপ কিংবা অনুষ্ঠানে লেজার ও সার্চি লাইটের ব্যবহার, সব ক্ষেত্রেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে মণ্ডপ বা শোভাযাত্রায় উচ্চ শব্দে ডিজে বাজানোও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে পুজো উদ্যোক্তাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি নিয়ে আয়োজিত কো-অর্ডিনেশন বৈঠকে কমিশনারেটের অধীনস্থ প্রায় ১০০১টি পুজো কমিটিকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজো শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। তার আগে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতির বিস্তারিত রূপরেখা জানাল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনার রাঠোর অমিত কুমার ভারত-সহ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়াও। রাজারহাট, নিউটাউন, সল্টলেক, বাগুইআটি, লেকটাউন এবং বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকা মিলিয়ে এবার বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে প্রায় ১০০১টি দুর্গাপুজোর আয়োজন হচ্ছে। বৈঠকে মূলত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা, যান চলাচল, শব্দ নিয়ন্ত্রণ এবং বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পুলিশ কমিশনার জানান, পুজোর সময় বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের যাতে কোনও রকম সমস্যার মুখে পড়তে না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। ভিড়ের মধ্যে প্রবীণ ও শিশুদের নিরাপদে মণ্ডপে প্রবেশ এবং বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোক্তাদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পুজোর আয়োজন যেন কোনওভাবেই সাধারণ মানুষের অসুবিধার কারণ না হয়, সেই বিষয়েও পুজো কমিটিগুলিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, উচ্চ শব্দে ডিজে বাজানোর ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। মণ্ডপের ভিতরে কিংবা শোভাযাত্রায় ডিজে ব্যবহারের অনুমতি নেই। পাশাপাশি বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় লেজার বা সার্চি লাইট ব্যবহারের উপরও নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। গত দু'বছরের মতো এবারও এই বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে বলে জানানো হয়েছে। বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে যাতে কোনও ধরনের সমস্যা বা ঝুঁকি তৈরি না হয়, সেই কারণেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। ড্রোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি বজায় রাখছে পুলিশ। অনুমতি ছাড়া কোনও পুজো মণ্ডপ, শোভাযাত্রা কিংবা সংলগ্ন এলাকায় ড্রোন ওড়ানো যাবে না। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অনুমতি নেওয়ার পরেই ড্রোন ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পুজোর ভিড়ের উপর নজরদারি কিংবা ছবি তোলার জন্য ইচ্ছেমতো ড্রোন ওড়ালে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে পুজো কমিটিগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে পুজো কমিটিগুলির বিভিন্ন সমস্যার কথাও শোনা হয়। জল, আলো, রাস্তা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বেরোনোর ব্যবস্থা নিয়ে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার কথা শোনেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। পুজোর দিনগুলিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে প্রবীণদের সুবিধার বিষয়টি পুজো কমিটিগুলিকে মাথায় রাখতে বলা হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে এদিন পুজোর রুটম্যাপও প্রকাশ করা হয়। রাজারহাট, নিউটাউন, সল্টলেক, বাগুইআটি, লেকটাউন এবং বিমানবন্দর সংলগ্ন বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের যাতায়াত আরও সহজ করতেই এই রুটম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে। পুজোর সময় বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগমের কথা মাথায় রেখে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং দর্শনার্থীদের নিরাপদে বিভিন্ন মণ্ডপে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই রুটম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় লেজার আলোর ব্যবহার নিয়ে অতীতেও প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে হয়েছে। ২০২১ সালে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের বুর্জ খলিফা থিমের সঙ্গে যুক্ত লেজার শো বিমান চলাচলে সমস্যার আশঙ্কায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২৩ সালে ভিড় এবং নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের কারণে ওই ক্লাবের 'ডিজনিল্যান্ড' লাইট শো সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এবারও বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় লেজার ও সার্চি লাইট ব্যবহারে কড়াকড়ি রাখা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুজোর আগে ১০০১টি পুজো কমিটিকে নিয়ে এই সমন্বয় বৈঠকের মাধ্যমে প্রশাসন একদিকে যেমন নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপরেখা স্পষ্ট করেছে, তেমনই উদ্যোক্তাদের দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে। উৎসবের আনন্দের সঙ্গে যাতে জননিরাপত্তা, বিমান চলাচল এবং সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও সংঘাত না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এবার শুরু থেকেই কড়া অবস্থান নিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। ফলে পুজোর দিনগুলিতে বিধিনিষেধ মেনে মণ্ডপ পরিচালনা এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন পুজো উদ্যোক্তাদের সামনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

## মধ্য হাওড়ায় জমির মালিককে রড দিয়ে মারধরের অভিযোগ, গ্রেফতার ২

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ মধ্য হাওড়ার ফজির বাজারে জমি ডেভেলপমেন্টকে কেন্দ্র করে জমির মালিককে লোহার রড দিয়ে মারধরের অভিযোগে ২ জনকে গ্রেফতার করলো হাওড়া থানার পুলিশ। অভিযোগ, ১৬ লক্ষ টাকা দাবি করে তা না দেওয়ায় জমির মালিককে মারধর করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, মারধর ও টাকা ছিনতাই-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁদের হাওড়া আদালতে পেশ করা হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ২০ আশ্বিন, ১৪৩৩

## সার্কাস রাজা শ্যামাকান্ত

মাথার আঘাতে কাঠে পেরেক মারা প্রথম তিনি দেখিয়েছেন। আরও একজন বিপজ্জনক 'ফায়ার ডাইভিং'। ৭০ফুট উঁচু থেকে সারা গায়ে পেট্রল লাগিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে ঝাঁপ দিতেন। সময়ের সামান্য হেরফের হলে অনিবার্য মৃত্যু। অবশ্য পরে তাঁর মায়ের অনুরোধে তিনি এই খেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। জানেন তাদের পরিচয়। নিন্দুকে যাই বলুক বাঙালি ভীরু,তাদের মুখে ছাই ঘসে দিতে অসংখ্য বাঙালির উদাহরণ সামনে আনা যায় যাদের বীরত্ব আর বাহুবল,শারীরিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়েছে গোটা ভারতবর্ষ। বাঙালি কোনওদিন দুর্বল ছিল না, বাঙালি ভীরুও নয়। বাঙালির বীরত্বের অসংখ্য কাহিনী আছে। শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটু পরিচয় করি। ১৮৫৮সালে তাঁর জন্ম,আদি বাড়ি বাংলাদেশের বিক্রমপুরের আড়িয়াল গ্রাম। শ্যামাকান্তের বাবা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার মুরাদনগরের আদালতে সেরেস্তাদারের কাজ করতেন। শ্যামাকান্তেরা চার ভাই ও তিন বোন। শ্যামাকান্তই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। শৈশবে ব্যায়াম চর্চায় আগ্রহ ছিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় বিখ্যাত মল্লবীর পরেশনাথের সঙ্গে পরিচয় হয়। মল্লবীর হিসেবে দুজনের নাম ছড়িয়ে পড়ে। তারা দেশের নানা জায়গায় কুস্তি লড়তে যেতেন। এমন কি ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্যামাকান্তকে তাঁর কাছে রেখে দিয়েছিলেন দু'বছর। ১৮৯৪সালের দিকে শ্যামাকান্ত ঢুকে পড়লেন ফ্রেড কুকের ইংলিশ সার্কাস দলে। তারপর নিজে একটি সার্কাস দল খুলেছিলেন। শুধু সার্কাস নয় শ্যামাকান্ত বুকে পাথর ভাঙতেন,বাঙালিদের মধ্যে তিনি প্রথম এই খেলা দেখান। শ্যামাকান্ত সার্কাসে খেলা দেখাবেন বলে কিনে ফেলেছিলেন চিতা বাঘের শাবক । দু'মাস চেষ্টার পর চিতা বশ মানল। এবার তাঁকে নিয়ে খেলা দেখাতে শুরু করেন। শ্যামাকান্তর দক্ষতা দেখে ভাওয়ালের জয়দেবপুরের রাজা তাঁকে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার উপহার দিলেন। সেই বাঘ নিয়ে ঢাকায় এলেন শ্যামাকান্ত। বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাতে গিয়ে কখনও আহত হয়েছেন,তবে তখন সার্কাসে খেলা দেখানোর নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে। পাটনার নবাব একবার একটি বাঘিনী ধরেছিলেন। আর বাঘের সঙ্গে খেলা দেখানোর বিষয়ে শ্যামাকান্ত'র খ্যাতি দেশ জুড়ে। নবাব তাঁকে আহ্বান জানালেন বাঘিনীর সঙ্গে খেলা দেখাতে হবে। শ্যামাকান্ত রাজি হলেন,দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সেই খবর। অনেকে বারণ করলেও কারও কথা শ্যামাকান্ত শুনলেন না। মানুষ আর বাঘের খেলা দেখতে পাটনায় নেমেছিল মানুষের ঢল। সবার আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে শেষ হাসি হেসেছিলেন তিনি। নবাব খুশি হয়ে দিলেন ২হাজার টাকা,সঙ্গে বেগম নামের বাঘিনী আর দুটি আরব দেশের ঘোড়া। শ্যামাকান্তের নাম আজকের প্রজন্মের বাঙালির কাছে প্রায় অশ্রুত। বিচিত্র এক জীবন যাপন করেছিলেন উনিশ শতকের এই মানুষটি। এক সময় সন্ন্যাসও নেন শ্যামাকান্ত। সন্ন্যাসী অবস্থায় তাঁর নাম হয় সোহং স্বামী। সন্ন্যাসজীবনেও শ্যামাকান্ত বেশ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন।

## চিরকালের সুচিত্রা সেন

বছর বাইশ- তেইশের সুন্দরী মহিলা। গায়ের রং ফর্সা,চোখ দুটোয় অসম্ভব গভীরতা। ভদ্রমহিলা বললেন, আর তিনি পরীক্ষা দিতে পারছেন না। সাহস কম আসছে। একজন পরিচালক স্ক্রীন টেস্ট নেবেন বলে মেক আপ করিয়ে সারাটা দিন বসিয়েই রাখলেন। আসলে এই লাইনে ঢোকাটা একটু শক্ত, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। নতুনদের কেউ সুযোগ দিতে চাননা। একটু আপনি ধৈর্য ধরুন। ভাল কোনও ডিরেক্টরের চোখে পড়লে ঠিক সুযোগ হবে। পেলেন কি তিনি শেষ পর্যন্ত সুযোগ, সিনেমায় অভিনয় করবেন, তখন মূল উদ্দেশ্য। কখনও ধৈর্য হারাতে নেই। ইতিহাসের এক দলিল, কেরিয়ারের প্রায় শেষের দিকে ১৯৭৪ সাল, ছবির আগের নাম পাল্টে নতুন করে শুরু হল। ছবির কোনও অংশে তিনি যৌবনকালের ছিপছিপে তরুণী,আবার কোনও অংশে পরিণত বয়সের ভরভরন্ত চেহারা। অবশ্য সেই প্রচেষ্টা সাফল্য পেল না। ছবিটির নামটা বলা উচিৎ কারণ সব থেকে বড় ইন্টারেস্টিং তথ্য সুচিত্রা সেন প্রথম এই ছবিতে কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন। ছবির নাম 'শেষ কোথায়'। ছবিটি শুরু হয় ১৯৫১ সালে। অনেকের মনে হতে পারে সুচিত্রা সেনের মত সুন্দরী একজন বাংলা সিনেমায় অভিনয় করতে এসেছেন আর সবাই তাঁকে সাথে সাথেই ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেছেন। বিষয়টি মোটেও তেমন নয়। বরং ছবিতে সুযোগ পেতে তাঁকে দিনের পর দিন এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ছুটে বেড়াতে হয়েছে। যাই হোক 'শেষ কোথায়' ছবিতে সুযোগ পেলেন। কিছুদিন শ্যুটিং এর পরে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক পরবর্তী সময়ে চিত্র পরিচালক খগেন রায় জানিয়েছেন একসময়ে সুচিত্রা সেন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কোথাও তিনি সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সেদিন খগেন রায় বিশ্বাবসুর ঘরে বসে আছেন। ভবানীপুর বিজলী সিনেমার ম্যানেজার বিশ্বাবসু রায়চৌধুরীর ঘরে প্রবেশ করলেন বছর বাইশ- তেইশের সুন্দরী মহিলা। তিনি কথায় কথায় বললেন সব ধৈর্য যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলার স্বামী দিবানাথ সেন অনেক বার অনুরোধ করে তাঁকে বললেন দেখুন না ভাল জায়গায় কাজ - টাজ পাওয়া যায় কি না। বিশ্বাবসু রায়চৌধুরী আশ্বাস দিয়ে বললেন অত করে কেন বলছেন,আমি চেষ্টা করবো, কিছু না কিছু একটা হয়ে যাবে। খগেন রায় জেনেছিলেন ওই ভদ্রমহিলার নাম রমা সেন। পরে তার নাম হল সুচিত্রা সেন। পরে তাঁকে অপেক্ষা আর করে থাকতে হয় নি। সিনেমা জগৎ তাঁকে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়াসে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে। মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর শক্তি যারা গ্রহণ করেছেন সেই সব ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। সবার আগে ভক্তি চাই।

## বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সারদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। শক্তিকে গ্রহণ করে কোনও পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস।

# নেতাজি সুভাষ বোসের দুর্গা পুজো

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সেরা বীর অধিনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস যখন কলকাতায় ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন তিনি কলকাতার বহু বারোয়ারী দুর্গা পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সব দুর্গাপুজোর আয়োজন করতো বিপ্লবীরা। তাঁদের উদ্যোগে কলকাতা তথা বাংলায় বহু বারোয়ারী দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপুজো হচ্ছে সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো, বাগবাজারের দুর্গাপুজো, মলঙ্গা লেনের দুর্গাপুজো ইত্যাদি। তিনি সুদূর বর্মা মুলুকে মান্দালয়ের জেলেও দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার আগে এবং বাংলা থেকে গোপনে জার্মান যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বহু দুর্গা পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো আয়োজন করেছিলেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। সিমলা ব্যায়াম সমিতির বারোয়ারী পুজো শুরু হয়েছিল ১৯২৬ সালে। সিমলা অঞ্চলে মহেন্দ্র গোস্বামী লেনেই অতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে এই পুজো শুরু হয়েছিল। তখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বোসের বাড়িতে এসে মাঝে মধ্যে থাকতেন। সুভাষ চন্দ্র বোসের নির্দেশে এই পুজোকে বারোয়ারী পুজোয় পরিণত করা হয়। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা গোপনে এই পুজোয় যোগদান করতো। ব্রিটিশ সরকার একবার এই পুজোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তার ফলে দুই বছর এই পুজো বন্ধ ছিল। কলকাতা হাইকোর্টের আদেশে এই পুজো দুই বছর পরে আবার শুরু হয়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। আগে এই পুজো একচালার ঠাকুর ছিল। কিন্তু পরে পাঁচ চালার ঠাকুর পুজো শুরু হলে স্থানীয় বহু সদস্যরা এর প্রতিবাদ করলে নেতাজি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করেন। ১৯৩৯ সালে নেতাজি পাঁচ চালার চালার ঠাকুর পুজোর উদবোধন করেছিলেন।

কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গা পুজোর প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরাই এই পুজোর আয়োজন করতো। এই পুজোর সভাপতি ছিলেন স্যার হরিশঙ্কর পাল। সাত বছর পরে যখন নেতাজিকে সভাপতি পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তাতে আপত্তি করেছিলেন নেতাজি স্বয়ং। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজদের তাবেদারি করে যে পুজো তার সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করতে একেবারে অপরাগ। সভাপতি স্যার হরিশঙ্কর পাল

নেতাজির আপত্তির কারণ বুঝতে পেরে তিনি নিজেই পদত্যাগ করে সভাপতি পদ থেকে সরে যান। ১৯৩৮ সালে তখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস সভাপতি হলেন। কিন্তু পঞ্চমীর দিনেই ঘটল বিপত্তি। একচালার প্রতিমা সেই সময়ে পুজো করা হতো। হঠাৎ করে পঞ্চমী দিনে মণ্ডপে আগুন লেগে যাওয়ার ফলে প্রতিমা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নেতাজি স্বয়ং ছুটে গেলেন শিল্পী গোপেশ্বর পালের কাছে। একদিনেই প্রতিমা তৈরি করে দিতে হবে বলে নেতাজি আবেদন করলেন তাঁকে। শিল্পী গোপেশ্বর পরিস্কার করে বললেন, একেবারে অসম্ভব। এদিনে ঠাকুর করা যাবে না। তখন বুদ্ধি করে শিল্পী গোপেশ্বর নিজে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করলেন আর লক্ষ্মী গণেশ, সরস্বতী এবং কার্তিক ঠাকুর তৈরি করলো অন্য শিল্পীরা। পাঁচ চালার ঠাকুর রাতারাতি নির্মাণ করে ষষ্ঠী দিন থেকে আবার পুজো শুরু হল। সেই সময়ে দেবী দুর্গা গায়ে উঠেছিল বাঘের ছাল। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল পুজো কমিটির সদস্যরা। তারপরে স্যার হরিশঙ্ক পাল নিজেই পাশে একটি আলাদা পুজো শুরু করেছিলেন। সেই পুজোটি হাটখোলার গোঁসাই পাড়ায় উঠে যায়।

বাগবাজারের দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল ১৯১৯ সালে। নেবুবাগান লেন এবং বাগবাজারের মোড়ে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। তখন এই পুজোর নাম ছিল নেবুবাগান বারোয়ারী দুর্গা পুজো। ১৯২৪ সালে এই পুজো সরে যায় বাগবাজার এবং পশুপতি বোস লেনের মুখে। পরের বছর চলে যায় কাঁটাপুকুর অঞ্চলে। ১৯২৭ সালেও স্থানান্তরিত হয়ে একটি কালী মন্দিরে এই পুজো হতো। ১৯৩০ সালে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলকাতা পুরসভার অল্ডার ম্যান। তিনি এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। পাঁচশো টাকা চাঁদাও দিতেন। তিনি এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। বাগবাজার পুজো প্রাঙ্গনে যে মেলা বসতো সেখানে স্বদেশি শিল্পীদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করা হতো। কোনও বিদেশি জিনিস সেখনে বিক্রি করা নিষিদ্ধ ছিল। মহা অষ্টমীর দিনে বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে লাঠি খেলা, ছুরি খেলা দেখাতেন। ১৯৩৬ সালে এই পুজোর সভাপতি হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং স্যার হরি শঙ্কর পাল এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সোনারপুরের কোদালিয়াতে নেতাজির পৈতৃক ভিটে বাড়ি। সেখানকার পুজো তিনশো বছরে পদার্পন করতে শুরু করে দিয়েছে। ২০১৩ সালে নেতাজির বাড়িটিতে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা দেয় পুরসভা। নেতাজির পরিবারের সব সদস্যরা পুজোর দিন এসে মিলিত হন। এই অঞ্চলটিকে বোস বাড়া বলে সবাই জানে। বোস পাড়ায় দুটো পুজো হয়। একটি পুজো হয় খড়ের চাল দেওয়া ঘরে। আর একটি পুজো হয় ঠাকুর দালানে। নেতাজির প্রপিতামহ হরনাথ বোস এই ঠাকুর দালানটি নির্মাণ করেছিলেন। এখান হরিনাথ বোসের নামে একটি লজও রয়েছে। ১৮৮০ সালে জানকী নাথ বোস প্রভাবতী দত্তকে বিবাহ করে কটকে চলে যান। কিন্তু প্রতি বছর মাস দুয়েক তিনি এখানে এসে থাকতেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের জন্য পুজোর সামগ্রী নিয়ে এসে দান করতেন। এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তীকালে এম এন রায় নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্ম দিনে কোদালিয়ার বসত বাটিটি সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। যে ঘরে জানকী নাথ বোস এবং প্রভাবতী বোস থাকতেন সেই ঘর সকলের দেখার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কটকে মিলিনিয়াম পার্ককে নিয়ে যেমন একটি গল্প আছে পাশাপাশি কটকে দুর্গাবাড়ি স্মৃতি পুজোকে নিয়ে গল্প জড়িয়ে আছে। ১৯১৬ সালে কটকে এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিস্কৃত হন। কটক দুর্গাবাড়ি স্মৃতি কমিটির সম্পাদক জানালেন, নেতাজি ১৯১৬ সালে বেশ কয়েকদিন ধরে কটকে বসবাস করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর কটকের বন্ধুরা মিলে ওড়িয়া বাজারে দুর্গা পুজোর আয়োজন করে। এই পুজো এখনও বন্ধ হয়নি। তবে পুজোর দিন নেতাজির একটি বিশাল ছবি টাঙ্গানো হয়ে থাকে। ১৯৪১ সালে এই সংস্থার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। ১৯৪১ সালে এই পুজোর প্লাটিনাম জুবিলি ছিল। তখন সেখানে নেতাজির একটি মূর্তি বসানো হয়েছে। বক্সি বাজার বাধেই সাহী পুজো কমিটির দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন জানকী নাথ বোস। নোতজির পিতা জানকী নাথ বোস এই সংস্থার ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৮ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল একটি বাড়ীতে। বহু অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কারণে এই পুজো সরে আসে বাধেই সাহীতে। এখনও সেখানে পুজো হচ্ছে প্রাচীন রীতিনীতি মেনেই। বর্মার মান্দালয়ের জেলে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি তখন মান্দালয়ের কারাগারে ছিলেন। ১৯২৬ সালে এই পুজো শুরু করেন নেতাজি। তাঁর সঙ্গে এই পুজোতে যোগ দিয়েছিল কারাগারের সমস্ত বন্দিরা। ব্রিটিশ সরকার কায়েদিদের পুজোর আর্থিক ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নেতাজি। তিনি সেই সময়ে বলেছিলেন, '' যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, জীবিকা নষ্ট হয়, যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সম্মান নষ্ট হয়, ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়ে যায়, তখন সব কিছু হারিয়ে যায়।'' ব্রিটিশ সরকার পুজো ভাতা বন্ধ করে দিলেও বন্দিরা নিজেদের উপার্জনের পয়সা দুর্গা পুজো করে।

# বেহালায় জগৎরামের বাড়ির দুর্গা পুজো নিয়ে রয়েছে আদি কথা

**দেবাশিস সমাজদার**

আনেকদিন আগেকার কথা। ব্যারাকপুরের (তখন চানক নামে পরিচিত ছিল ) এক পরিবারের কর্তা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসায় কোনো উন্নতি না হওয়ায় অচেতন অবস্থাতেই তাকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার নাম ছিল জগৎরাম মুখোপাধ্যায়।

সেই ভেলা ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলো আদি গঙ্গার এক জায়গায়, বেহালার কাছাকাছি অঞ্চলে। সেখানে স্থানীয় হালদার পরিবারের কোনো একজনের চোখে পড়ায় তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলা হল। যে হালদার বাড়িতে তিনি সেবা পেয়েছিলেন সেই বাড়ির কর্তার নাম অযোধ্যা রাম হালদার ( ডাল আর চাল। তাই দিয়ে খিচুড়ি বানিয়ে মাকে ভোগ নিবেদন করা হলো। সেই থেকে আজও মাকে পুজোর প্রতিদিন বিউলির ডাল আর চালের খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয় সকালবেলা। সেটা ছিল ১৭৭০ সাল। তারপরের বছর থেকে মৃন্ময়ী মূর্তিতে পুজো শুরু হয়। তারপর দুর্গাদালান তৈরি হয়।

তবে আজকের এই দুর্গা দালান কিন্তু তৈরি করে দেন জগৎরামের প্রথম পক্ষের সন্তানেরা। আসলে, তারা যখন খবর পান, যে, জগৎরাম বেঁচে আছেন, এবং বাড়িতে দুর্গাপুজো করছেন, কোনো পাকা মন্দির নেই। সেটা দেখেই তারা এই ত্রিখিলান বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী একতলা দুর্গা দালান তৈরি করে দেন।

যদিও তাদের ব্যারাকপুরের বাড়িতে

মতান্তরে অযোধ্যা হালদার )। সুস্থ হবার পর তিনি তার মেয়ের সাথে জগৎরামের বিয়ে দেন। সাথে যৌতুক হিসেবে আজকের বেহালা অঞ্চলের, বেহালা সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের উল্টো দিকে যে ব্রাহ্ম সমাজ রোড অঞ্চলে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন।

জগৎরাম এখানেই বসবাস করতে থাকেন। তার চার ছেলে ও এক মেয়ে, জগত্তারিণী। জগৎরামের শ্বশুরবাড়িতে দুর্গাপুজো হতো। তো একবার জগৎরামের মেয়ে জগত্তারণী দুর্গাপুজোর সময় মামাবাড়িতে কোনো ব্যাপারে অপমানিত হয়ে চলে আসেন নিজেদের বাড়িতে। এসে বাবার কাছে বায়না করেন, যে, তাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো করতে হবে। এবং সেই বছরেই।

জগৎরাম পড়ে যান মহা সমস্যায়। একমাত্র মেয়ের অভিমানাহত আব্দারে শেষমেশ রাজি হন পুজো করতে। সেদিন ছিল অষ্টমী। সেদিন আর কিছু করা গেল না। পরের দিন কোনোমতে ঘটেপটে পুজো করলেন। ঘরে ছিল বিউলির

পাঁচ খিলান বিশিষ্ট দুর্গাদালান ছিল। সেখানকার পুজোও ছিল বহু বছরের পুরনো পুজো।

জগৎরাম বেহালায় দুর্গাপুজো শুরু করার পর ব্যারাকপুরের বাড়িতে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে যায়। জগৎরাম ছিলেন সেই সময়ের বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মর্যাদা দিয়েই, একই বংশে, একই পরিবারে দুটো পুজো করা যায় না, এই বিধি মেনে ব্যারাকপুরের বাড়ির পুজো বন্ধ হয়ে যায়।

বড়িশার চণ্ডীপুজো ও মেলা। সন্ধ্যের আগে মন্দির খোলা পাবো না, এটা ধরে নিয়েই, মেলায় কিছুটা সময় কাটিয়ে পাঁচটার কিছু পরে গিয়ে হাজির হলাম ব্রাহ্মসমাজ রোডে অবস্থিত সোনার দুর্গা বাড়িতে। দুর্গাবাড়ির প্রধান ফটক খোলা থাকলেও মন্দিরের, ত্রিখিলানযুক্ত উঁচু ভিতের ওপর একতলা দালান মন্দির, কোলাপ্সেবেল গেটটায় তালা দেওয়া। চারিদিকে ক্রমশ অন্ধকার নামছে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু দুর্গাবাড়ি অন্ধকার। প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলেই খানিকটা খোলা জায়গা, চৌকোনা। তারপর একতলা ত্রিখিলানযুক্ত, দক্ষিনমুখী দুর্গা দালান। খিলান দিয়ে প্রবেশ করলে চওড়া বারান্দা। তারপর গর্ভগৃহ। সামনের ত্রিখিলান প্রবেশপথে কোলাপ্সেবেল গেটটা তালা দেওয়া। তারপর বারান্দা পেরিয়ে গর্ভগৃহে লোহার গরাদ দেওয়া কাঠের দরজায় তালা দেওয়া। আর চৌকো প্রাঙ্গনের তিনদিকেই একতলা দালানবাড়ি। মুখার্জি পরিবারের লোকজনরা বসবাস করেন।

প্রায় অন্ধকারে প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকেই যে দাওয়া তাতে একাই বসে আছি। কোনো মানুষের সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। কোনো ঘরের আলোও দেখতে পাচ্ছি না। ভাবছি সন্ধ্যেবেলা মায়ের সন্ধ্যারতির সময় নিশ্চয়ই মন্দির খুলবে। সেই আশাতেই বসে আছি। আর মশার কামড় খাচ্ছি। শেষে থাকতে না পেরে পায়চারি করা শুরু করলাম। এমন সময় দু তিনজন মহিলা ভেতরে প্রবেশ করলেন মাকে প্রণাম করার জন্য। তাদের কাছেই জানতে পারলাম মন্দির খুলতে দেরি আছে। শুনেই তো আক্কেল গুড়ুম। বলে কি! এখনই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এখনো মন্দির খুলতে দেরি হবে। তাহলে মা কি সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকারেই থাকেন! তাতো হতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধ্যেবেলা ধূপধুনো দেওয়া হয় না। বললেন, দেয়, তবে টাইমের কোনো ঠিক নেই। বলেই চলে গেলেন।

আমি এমনিতেও অন্ধকারে ওমনিতেও অন্ধকারে। অপেক্ষার প্রহর কি শেষ হবে না।

তারপর হঠাৎই দেখি মন্দিরের দরজা না খোলা হলেও ভেতরে আলো জ্বলে উঠলো।

ব্যস, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দুর্গাদালানের কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করাতে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। ওনাকে আমার আসার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলতেই, উনি আরেকজনকে ডেকে দিলেন। পরিচয় দিলাম। আসার উদ্দেশ্য জানালাম। কিন্তু বললেন মন্দিরের গেট খোলা যাবে না। পুরোহিতমশাই আটটার সময় আসবেন তখন মন্দির খোলা হবে।

# দেশের মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল-শিক্ষা প্রয়োজন

**রবিব্রত ঘোষ**

জামুই কান্ড নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা হয়ে গেছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নারীদের নিরাপত্তার প্রশ্নটা নিয়ে কিন্তু এবার আলোচনা শুরু করা দরকার। বন্যা থেমে গেলেই সেখান থেকে নতুন কিছু তৈরি করে নেওয়া সম্ভব ।

ভারতবর্ষ কেন গোটা পৃথিবীর সব জায়গাতেই দুর্বল হিসেবে যারা পরিচিত তাদের নিরাপত্তার একটা সংকট রয়েছে। আমেরিকায় অশ্বেতাঙ্গ রা আক্রান্ত হয়, পাকিস্তান বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়। কোন জায়গাতেই দুর্বলের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য। ভারতবর্ষের মতো দেশে সবার আগে যেটা দরকার মেয়েদের উপযুক্তভাবে আত্মরক্ষার শিক্ষা দেওয়া। হতে পারে জুডো ক্যারাটে শেখানো বা অন্য কোন তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা এবং দ্রুত প্রত্যাঘাত করার কৌশল শেখানো।

একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের শিক্ষার অধিকারটাও ছিল না বিধির বিধান ছিল পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া। তারপরে ধীরে ধীরে পড়া লেখার চর্চা শুরু হলো তখন ও মেয়েদের ঘর কন্নার মধ্যেই বেঁধে রাখার চেষ্টা জারী ছিল। স্কুলে শেখানো হতো সেলাই হোম নার্সিং রান্নাবান্না নিউট্রেশন। এর বাইরে গান, বাজনা শেখা এবং নাচের চর্চা ছিল। । বিয়ের পর সব কিছুতেই অনিবার্যভাবে দাঁড়ি পড়তো শ্বশুরবাড়ির অপছন্দ ছিল বলে অধিকাংশ জায়গাতেই মেয়েদের নাচটা বিয়ের পরই বন্ধ হয়েছে।

বিয়ের পর নাচতে দিচ্ছে না বা খেলাধুলায় যথেষ্ট নামকরা হলে ও বিয়ের পর ছোট পোশাক পডার জন্য খেলা বন্ধ করে দিতে হয়েছে এরকম উদাহরণ ৫০ বা ৬০,এর দশকে অনেক ছিল। ঘুরেফিরে তখন নারী মানেই পুরুষের অধিকার। মেয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে চাকরি করা শুরু করলেও দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু পাল্টালো না। মেয়ে মানেই যথেষ্ট অবলা একজন রক্ষা কর্তার প্রয়োজন আছে। কোন কোন বাড়িতে তো আবার মেয়েদের একা ছাড়াও হত না সঙ্গে সাক্ষী গোপালের মতো ছোট্ট ভাইকে জুড়ে দেওয়া হতো । বাইরের ভয়ংকর পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করার মত কনফিডেন্স তৈরি করার চেষ্টা কখনো হয়নি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমাজ থেকে পরিবার বারবার করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা তো অবলাই। খুব দরকার

ছিল তাদের আত্মরক্ষার শিক্ষাটা দেওয়া । এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাটা দেওয়াই হয়নি। দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়নি।

মনে আছে একবার একজন উচ্চশিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। প্রচুর পড়াশোনা করেছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে করতে বলেছিল কোন একটা জায়গায় ছেলেদের হাতে সে বড় বিপদে পড়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিরাপদে রক্ষা পেয়েছিল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যখন বিপদে পড়েছিল তোমার এই পড়াশোনা তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পেরেছিল বা আদৌ কি কোন সাহায্য করতে পেরেছিল? নীরবতাই মেয়েটি উত্তর ছিল। কোন বড় কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় কোন জায়গাতেই এমন উদাহরণ পাবেন না। যেখানে মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য কোন শিক্ষা দেওয়া হয়।। ন্যাকের উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আই , আই, টি আই, আই,এম, ইঞ্জি নিয়ারিং মেডিকেল কলেজ সব জায়গাতেই একই অবস্থা।

আমরা সাধারণ মানুষ এখন রাজনৈতিক দলের বা নেতাদের উপর অনেক বেশি নির্ভর করি । নেতারা নিজেদের জমিদারি বজায় রাখতেই কখনো চাইবেন না নারী রা নিরাপত্তার দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। এতেই তাদের ভোট পাওয়া যাবে আর যদি অন্য কোন দলের সরকার থাকে তাহলে এরকম ঘটনা অনেক ঘটুক এর বাইরে তারা অন্য কিছু ভাববেন না।

কিন্তু সাধারণ মানুষের এবারে ভেবে দেখার সময় এসে গেছে মেয়েদের কাছে কোনটা আগে দরকার নাচ গান আবৃত্তি পড়াশোনা শেখা নাকি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে দ্রুত গ্রহণ করা। মনে আছে বছর কয়েক আগে ভারতের নারীদের হাল হকিকৎ নিয়ে দুর্গাপুরের একটি স্বনামধন্য হোটেলে একটা মিটিং এ গিয়েছিলাম । একটা রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া একটা সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক কর্ম শালায়। সেই কর্মশালায় উপস্থিত মেয়েদের কাছে প্রশ্ন তুলেছিলাম যাদের কাছে এন্ড্রয়েড ফোন আছে হাত তোলো। দুজন ছাড়া প্রায় সবাই হাত তুলেছেন। পরবর্তী প্রশ্ন ছিল জুডো ক্যারাটে যারা জানে তারা হাত তোল। মাত্র একটি হাত উঠেছিল। আমাদের প্রশ্ন ছিল বিপদে পড়লে কোনটা তোমাকে বাঁচাবে তোমার এন্ড্রয়েড ফোন নাকি জুডো ক্যারাটে? বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছ বা কেন নিচ্ছ না! অভয়াকাণ্ডে দুর্গাপুর পথে নেমেছিল। ওই সময় এক মহিলা লেখক ও সমাজ সেবিকাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম প্রতিবাদ প্রতিরোধ তো অনেক হলো কিন্তু গুরুত্ব দিন মহিলাদের যাতে দ্রুত আত্ম সুরক্ষার কলা কৌশল শেখানো যায়। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ করে। উনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনি কি করে আশা করছেন যে অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের জুডো ক্যারাতে শেখাতে অনুমতি দেবেন। আমরা বলে ছিলাম অনুমতি আদায় করা বা তাদেরকে বোঝানোর দায়িত্বটা তো আপনাদেরই কর্তব্য। কারণ এ ছাড়া তো কোন উপায় নেই। কত দিন আর সরকারের উপরে বসে থাকবেন? আর আর কতদিন কোন কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিয়েই আপনারা প্রতিবাদ করবেন এর পিছনে তো রাজনীতি আর ধান্দাবাজি ছাড়া কিছু নেই।

মনে আছে দুর্গাপুরে আশির দশকের শেষের দিকে অ্যালয় স্টিল প্লান্টের এক মহিলা আধিকারিককে জানতাম। যিনি কার্যত নিজের উদ্যোগে এইরকম মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করতেন। অ্যালয় স্টীল স্টেডিয়ামে মহিলা দের বিনামূল্যে ক্যারাটে শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে মেয়েদের কনফিডেন্স বাড়বে দ্রুত দুর্বৃত্তের মোকাবিলা করার সাহসটাও বাড়বে। এখন অনেক উপকরন ও বেরিয়ে গেছে আত্ম সুরক্ষার জন্য কিন্তু সেগুলোর কোন প্রচার কখনো করাই হয় না বা মহিলাদের উন্নতির জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তারাও কখনো এগুলো জানেন বলে মনে হয় না কারণ তাদের কোন উদ্যোগ নেই।

আরো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন । মাছের চার দিনের ঋতুকালীন সময় অনেক মহিলার কাছেই বিশেষ লজ্জার বিষয়। অথচ এটা শারীরবৃত্তীয় একটা স্বাভাবিক ঘটনা এটা বোঝানোর চেষ্টা অনেকদিন ধরে হলেও সেই সামাজিক স্টিগমা থেকে বেরিয়ে আসা যায়নি।

এই সময় সমস্যায় পড়া মেয়েদের জন্য অনেক জায়গাতেই একটা সময় ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । আপনার শহরে খোজ মিলে দেখবেন এখন অধিকাংশ মেশিন গুলোই অচল হয়ে রয়েছে। এর সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন করা দরকার ভারতীয় মহিলা, বিশেষত দরিদ্র মহিলাদের নিজেদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞানটা এতই কম যে তাদের ন্যাপকিন ব্যবহারের প্রয়োজনটা বোঝানো অনেক বেশি দরকার । সচেতন করা এবং ন্যাপকিন বিতরণ করার কর্মসূচি গুলি কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্রতম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। অনেক কম দামেই ন্যাপকিন তৈরি করা যায়। সেই চেষ্টাগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিরা উঁচু দামে বিজ্ঞাপনের জোরে এগুলো বিক্রি করে চলেছেন। দরিদ্র মহিলাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করানোর মতো কোনো সদিচ্ছা তৈরি হয়নি না সরকার না কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ।

আসলে আমরা নারী অত্যাচার নিয়ে রাজনীতি করতে এত ব্যস্ত থাকি যে নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার সময় পাই না। প্রতিটি এলাকাতেই অনেকগুলি সমাজ সেবী সংগঠন আছেন তারা কি পারেন না মেয়েদের আত্মরক্ষার কর্মসূচি শেখানোর কোন ব্যবস্থা করতে ? ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান ইংরেজি শেখানোর সাথে সাথে সপ্তাহ অন্তত এক দুদিন জুডো ক্যারাটে শেখানো বাধ্যতামূলক করতে। সরকারি বেসরকারি অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছেন তারা কি তাদের কর্মসূচির মধ্যে এই আত্মরক্ষার কর্মসূচিটাকে স্থান করে দিতে পারেন না! আসলে আমাদের চিন্তাভাবনা ও সদিচ্ছার অভাব আছে আর এই অভাব যতদিন না দূর হবে ততদিন মহিলাদের অবস্থা পাল্টাবে না।

# দেনার বোঝা থেকে ১২০০ মানুষের কর্মসংস্থান, ৩৬ বছরের লড়াইয়ে 'দুর্গা' কালনার মঞ্জু পাল

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৭ অক্টোবর ঃ একসময় দুর্গাপুজোর মুখে সংসার কে অন্ধকার থেকে টেনে তুলেছিলেন তিনি। প্যান্ডেলের ব্যবসা করতে গিয়ে ছেলে ও স্বামীর বিপুল

ক্ষতি, হাতে কার্যত কোনও পুঁজি নেই। সেই কঠিন সময়ে সংসারের হাল ধরতে ঘর ছেড়ে কলকাতার পথে পা বাড়িয়েছিলেন মঞ্জু পাল। মহাজনদের দরজায় দরজায় ঘুরে শুরু করেছিলেন মালা ও চাঁদমালা তৈরির কাজ। সামান্য পুঁজি আর নিজের হাতের কাজকে সম্বল করে শুরু হয়েছিল যে পথচলা, ৩৬ বছর পরে সেই কাজই হয়ে উঠেছে বহু মানুষের রোজগারের ঠিকানা। কালনার বারুইপাড়ার ৬৮ বছরের মঞ্জু পালের হাত ধরে বর্তমানে প্রায় ১২০০ মানুষ কাজের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রায় এক হাজার মহিলা। মঞ্জুর তৈরি মালা ও চাঁদমালা এখন শুধু কালনা নয়, কলকাতা, নদীয়া, হুগলি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পুজোমণ্ডপে পৌঁছে যায়। পুজোর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বারুইপাড়ার বাড়িতে চলছে মালা, চাঁদমালা তৈরির ব্যস্ততা। বয়সের ভার ভুলে এখনও নিজের হাতে কাজ করেন মঞ্জু। সংসারের চরম আর্থিক সংকট থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর এই লড়াই। মঞ্জুর স্বামী গোবিন্দ পাল আগে প্রতিমা তৈরির কাজ করতেন। কিন্তু একসময় ছেলে সুব্রতকে নিয়ে প্যান্ডেল তৈরির ব্যবসায় নামেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একাধিক প্যান্ডেলের কাজ শেষ করতে না পারায় বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় পরিবারকে। বাড়তে থাকে দেনা। সেই সময় শোলার কাজ জানা মঞ্জু স্বামী ও ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যান। সেখানে বিভিন্ন মহাজনের কাছে ঘুরতে ঘুরতে মালা তৈরির কাজের সন্ধান পান। সঙ্গে থাকা সামান্য টাকা দিয়ে মালা তৈরির কাগজ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে বাড়ি ফিরে শুরু করেন কাজ। প্রথমে হাতে গোনা কয়েকজনকে নিয়ে কাজ শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে সেই কাজই বড় আকার নেয়। তৈরি হতে থাকে বিভিন্ন ধরনের মালা ও চাঁদমালা। বদলেছে বাজারের চাহিদাও। পিভিসির মালার জায়গায় এখন কোরিয়ান কাগজ, রেশমের মতো পরিবেশবান্ধব সামগ্রীর মালার চাহিদা বাড়ছে। পাশাপাশি পিচবোর্ডের উপরে ডিজিটাল প্রিন্ট করা মালারও চাহিদা রয়েছে। বছরখানেক আগে হুগলির বলাগড়ে একটি বড় কারখানাও তৈরি করেছেন মঞ্জু। সেখানেও কাজ করছেন বহু মহিলা। তাঁর নিজের বাড়ি এবং কারখানাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক বড় কর্মসংস্থানের পরিসর। মঞ্জুর হাত ধরে দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করছেন মণি দাসের মতো বহু মহিলা। তাঁর কথায়, প্রায় ১৫ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তিনি। মঞ্জুর হাত ধরেই রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছেন। মঞ্জুর ছেলে সুব্রত পাল জানান, পরিবারের কঠিন সময়ের কথা এখনও তাঁদের মনে রয়েছে। সেই সময় মা-ই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে সংসারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন কালনা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বহু দোকানেই তাঁদের তৈরি কোনও না কোনও মালা পাওয়া যায়। পরিবারের প্রায় সকলেই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। আর মঞ্জুর এই লড়াইয়ের শেষটা যেন আরও এক নতুন অধ্যায়। যে প্রতিমা তৈরির কাজ একসময় ছেড়ে দিতে হয়েছিল দেনার চাপে, সেই কাজেই ফের ফিরেছেন তাঁর স্বামী গোবিন্দ পাল। এখন অবশ্য তিনি মূলত তাঁদের নিজেদের বাড়ির দুর্গাপুজোর প্রতিমা তৈরি করেন। একসময় নিজের সংসারকে অন্ধকার থেকে টেনে তুলেছিলেন মঞ্জু। আর আজ তাঁর হাত ধরেই বহু পরিবারের ঘরে জ্বলছে রোজগারের আলো। তাই পুজোর মরসুমে বারুইপাড়ার মঞ্জু পাল শুধু মালা-চাঁদমালা তৈরির কারিগর নন, মণিদের মতো বহু মহিলার কাছে তিনি যেন সত্যিই এক 'দুর্গা'।

# পাঁচ দিনের পুজো বাহান্ন বছরের বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট ৬ অক্টোবর ঃ পুজোর আর পাঁচ দিন বাকি। হাতে টাকা নেই লোকবলও নেই। এমনই এক দুপুরে পরিবারের কর্তা ননীগোপাল সাহা হঠাৎ চেয়ারে বসে কেঁদে ফেলেছিলেন। স্ত্রী সুরবালা সাহা ও ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথের সামনে তাঁর একটাই কথা-বাড়িতে দুর্গাপুজো করবেন। কী ভাবে হবে কেউ জানে না। প্রতিমা তৈরি হবে কী করে পুরোহিত কোথায় পুজোর সামগ্রীই বা আসবে কী ভাবে-পাঁচ দিনের মধ্যে এত আয়োজন অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় বাড়িতে এসে হাজির হন কুলপুরোহিত নারায়ণ চক্রবর্তী। তাঁর সহযোগিতায় শুরু হয় প্রস্তুতি। পাঁচ দিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হন দেবী দুর্গা। সেই পুজোর সূত্র অবশ্য আরও আগে ১৯৭৪ সালে। পরিবারের বড় ছেলে ফণীন্দ্রনাথ সাহা দোচালা টিনের ছাউনির নীচে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। সেই প্রতিমায় প্রচলিত লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ ও কার্তিক ছিলেন না। একচালায় দুর্গা ও অসুরের সঙ্গে ছিল কালী আর তাঁদের মাথার উপরে জগদ্ধাত্রীর মূর্তি। পাঁচ বছর পর ফণীন্দ্রনাথ নিজের বাড়িতে পুজো সরিয়ে নিলে দ্বিজেন্দ্রনাথের বাড়িতে নতুন করে শুরু হয় দুর্গার আরাধনা। ১৯৭৯-এর সেই পাঁচ দিনের প্রস্তুতিতেই সাহাবাড়ির পুজো পায় তার বর্তমান রূপ- দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ ও কার্তিককে নিয়ে সাবেকি একচালা প্রতিমা এবং বৈষ্ণব মতে আরাধনা। ১৯৭৪ থেকে ২০২৬-এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সাহাবাড়ির দুর্গাপুজো এখন ৫২ বছরে পা দিয়েছে। আর দ্বিজেন্দ্রনাথের বাড়িতে বর্তমান ধারার পুজোর বয়স ৪৭ বছর। থিমের জৌলুস আলো আর চমকের ভিড়ে এই পুজোর নিজস্ব আকর্ষণ অন্যত্র। বাড়ির মন্দিরে তৈরি প্রতিমা পরিবারের হাতে তৈরি নাড়ু- মোয়া সপ্তমী থেকে নবমীর অন্নভোগ এবং দশমীর পান্তাভাত-শাপলার ভোগ-এই কয়েকটি রীতির মধ্যেই ধরে রাখা হয়েছে পাঁচ দশকেরও বেশি পুরনো পরম্পরা। দশমীর ভোগে থাকে আতপ চাল ও শাপলার ডাঁটা দিয়ে তৈরি পান্তাভাত শাপলা ঢ্যাপের খই দই ও মিষ্টি। নবমীর রাতে এই ভাত রান্না করে রেখে দেওয়া হয়। দশমীর সকালে সেটিই হয় দেবীর শেষ ভোগ। পরে আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে মাছ-ভাতের আয়োজন। বিকেলে আত্রাই নদীতে বিসর্জন। এই পুজোর ইতিহাসে এসেছে শোকের সময়ও। ১৯৮৮ সালে ননীগোপাল সাহার মৃত্যু এবং তার মাত্র দু মাসের মধ্যে ১৯৮৯ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া সাহার মৃত্যু হয়। পরিবারে তখন কালাশৌচ। পুজো হবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। সেই সময় পুজোর দায়িত্ব নেন হাওড়ায় থাকা দাদা অরবিন্দ সাহা। দ্বিজেন্দ্রনাথের দাবি স্বপ্নাদেশে তিনি পুজো চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছিলেন।

পরিবারের একাংশের আপত্তির পরে কুলপুরোহিত নারায়ণ চক্রবর্তীর পরামর্শ নেওয়া হয়। তাঁর বিধান ছিল- পুজো হবে তবে পরিবারের কারও নামে সংকল্প করা যাবে না। সেই মতো পুরোহিতের নামেই সংকল্প করে ১৯৮৯ সালেও পুজো হয়। পরিবারের সদস্যরা মন্দিরে না ঢুকলেও বাইরে থেকে সহযোগিতা করেছিলেন। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবেশীরাও। কালাশৌচের মধ্যেও থামেনি সাহাবাড়ির আরাধনা। আজ ৮৩ বছর বয়সেও পুজোর কাজে সক্রিয় দ্বিজেন্দ্রনাথ। পাশে রয়েছেন অরবিন্দ সাহা দ্বিতীয় স্ত্রী রেখা সাহা ছেলে দেবাশীষ সাহা পুত্রবধূ পূর্বা দাস সাহা নাতনি দ্যুতিপ্রিয়া সাহা মেয়ে অল্পনা সাহা জামাই তাপস সাহা নাতনি তনুশ্রী সাহা এবং বুনিয়াদপুরের ধর্মভাই সৌরভ বসাক। শহর যখন থিম আলো আর চমকের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে সাহাবাড়ি তখন ফিরে যায় নিজের ভিতরে। ১৯৭৪-এ যে পুজোর সূচনা ৫২ বছর পরেও তার মূল সুর একই- সাবেকি প্রতিমা ঘরের তৈরি ভোগ আর পারিবারিক বিশ্বাস। দ্বিজেন্দ্রনাথের কথায় মায়ের কৃপাতেই এত বছর ধরে পুজো হয়ে আসছে। সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলায়। কিন্তু কিছু পরম্পরা বদলায় না। তারা থেকে যায় বাড়ির মন্দিরে রান্নাঘরের গন্ধে দশমীর পান্তাভাতে-আর এক প্রজন্মের হাত থেকে পরের প্রজন্মের হাতে।

# পুজোর মুখে সংসারে বাড়তি আয়ের আশায় বুনো কাশঘাস দিয়ে ঝাঁটা তৈরি করে বিক্রি করছেন বহু মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ৬ অক্টোবর ঃ শারদোৎসবের মুখে চারপাশ যখন কাশফুলের দোলায় সেজে উঠছে, তখনই একমুঠো

অন্নের সন্ধানে জঙ্গলমহলের বুকে শুরু হয়েছে জীবনের আরেক লড়াই। মণ্ডপে মণ্ডপে যখন মৃন্ময়ী দশভূজার আবাহনে প্রস্তুতি তুঙ্গে, তখন পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত জনপদের রক্তমাংসে গড়া দুর্গতরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেমে পড়েছেন প্রকৃতির বুক থেকে রুজি-রুটি ছিনিয়ে আনার কাজে। বর্ষার শেষে বছরের এই নির্দিষ্ট একটি মাসই তাঁদের কাছে বাড়তি আয়ের একমাত্র অবলম্বন। বিষধর সাপের ফোঁসফোঁসানি বা রক্তচোষা জোঁকের ভয়কে একপাশে সরিয়ে রেখে সাতসকালে তাঁরা পা বাড়ান গহিন জঙ্গল আর জল-কাদার দিকে। লক্ষ্য একটাই- একরাশ লম্বা কাশঘাস কেটে এনে ঘরের অন্নের সংস্থান করা। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি- সহ সংলগ্ন ব্লকের আদিবাসী পরিবারের মহিলারা বংশপরম্পরায় এই সময়টিতে নেমে পড়েন মাঠে-ঘাটে। বর্ষার বিদায়বেলায় পুকুরের পাড়, খালের ধার কিংবা জলাজমিতে কাশ ও বিশেষ প্রজাতির বুনো শক্ত ঘাসের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। হাঁটু সমান কাদা আর ঘন কাঁটাঝোপ ঠেলে সেই লম্বা ঘাস সংগ্রহ করতে গিয়ে পদে পদে ওত পেতে থাকে প্রাণঘাতী বিপদ। তবুও পেটের তাগিদে সেই ভয়কে জয় করাই যেন তাঁদের দস্তুর। বাড়ি থেকে বহু দূরে গিয়ে সারা দিন ধরে ঘাস কেটে মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসেন তাঁরা। প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত পোকামাকড় বা বুনো জানোয়ারের আতঙ্কও হার মেনে যায় ঘরের অনটনের কাছে। জঙ্গল থেকে কেটে আনা এই কাঁচা ঘাস প্রথমে কড়া রোদে বেশ কয়েক দিন শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর শক্ত কাঠি ও দড়ি দিয়ে নিখুঁত দক্ষতায় নিপুণ হাতে বেঁধে তৈরি হয় টেকসই ঝাড়ু বা ঘর পরিষ্কারের বিশেষ ঝাঁটা। নিজেদের সংসারের সারা বছরের ব্যবহারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ঝাড়ুগুলো নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাটবাজারে। বাজারে প্রতিটি ঝাড়ু বিক্রি হয় গড়ে পঞ্চাশ টাকায়। পুজোর মুখে এক-একটি পরিবারের কাছে এই সামান্য ক'টা টাকাই হয়ে ওঠে পরম লক্ষ্মীলাভ। যেখানে সারা বছর রোজগারের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, সেখানে এই বুনো ঘাস বিক্রি করেই সন্তানের মুখে পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়া কিংবা পুজোর নতুন জামা কেনার স্বপ্ন দেখেন তাঁরা। জীবনসংগ্রামের এমন অদম্য লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। সামান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে বিকল্প আয়ের দিশা বানিয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর এই লড়াইয়ে তাঁরাই যেন বাস্তবের অসুরদলনী। পুজোর ঢাকের আওয়াজ যখন দূর থেকে ভেসে আসে, তখন মেঠো পথের ধারে বসে আপন মনে ঘাসের আঁটি বাঁধেন এই আদিবাসী মায়েরা। কোনও বড় সরকারি অনুদান বা সহায়তার অপেক্ষা না করে, নিজের বাহুবলে প্রতিকূলতাকে জয় করে বেঁচে থাকার এই লড়াই প্রমাণ করে- সমাজের আসল দুর্গা মণ্ডপের বেদিতে নয়, প্রকৃতির রুক্ষ জমিতে ঘাম ঝরিয়েই রোজ নিজের অস্তিত্বের জানান দেন।

## বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিক্রম মাহাতো, পিতা- - শ্রীঅশ্রয় মাহাতো, ৬৬৬৮ /২০২৬ ARA-ii কোলকাতা অফিসে দলিল মূলে ক্রয় করিয়া , চেন মারফত তারক নাথ নস্কর এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার প্রকাশ নস্কর মহাশয় ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৩৫৭ /২০২৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা- ডোমজুড়, হাল এল. আর. ১৩০৫৮ খতিয়ানে , হাল এল আর ৩৬৩১ নং দাগে ২.৫০ শতক জমি নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য গ্রহণ করা হইবে।

## বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ইয়াসিন মল্লিক,পিতা- মোকারিম মল্লিক এবং জাসমিনা মল্লিক,স্বামী- ইয়াসিন মল্লিক, উভয়ের সাং শাঁখারীদহ, থানা-ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া-৭১১৪১১ ডিঃ সাব রে ঃ হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮৬ /১৬ নং এবং এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫৫১ /২১, ১৫৫২ /২১,১৫৫৩/ ২১ নং আমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত মৌজা- শাঁখারীদহ, জে.এল.-২২, এল.আর. ৫২৬,১০০৩, ১০৫১ ও ১০৮৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ০৩/এল.আর.০৫ নং দাগে ৩.৭১ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৩৩৪/ ২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা আজগারী মল্লিক দিগরের পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তার আবুল বাসার লস্কর- এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজে নামে রেকর্ড ভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হওয়ার এক মাসের মধ্যে বি এল আর ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য হইবে।

**GOURI GHOSH (Advocate).**
**Howrah Judges Court.**

## পূর্ব রেলওয়ে

**সংশোধনী**

চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/বিআই, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **অক্টোবর মাস, ২০২৬-এর ই-অকশন সূচীতে সংশোধনী**। এইচএলআর ডিপোর বর্তমান নিলামের তারিখ : ১৩.১০.২০২৬। **এইচএলআর ডিপোর সংশোধিত নিলামের তারিখ : ১৪.১০.২০২৬**। অন্যান্য সকল ডিপো ও ডিভিসনের অকশন সূচী পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুসারেই হবে। (Stores-40/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং ২০৫_২০২৬-২৭, তারিখ ০৬.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/এজেড শাখার অধীনে ইআরসি গ্রিজিং সহ রেল পেন্টিং কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪০,৩৪,০৬৯.৩০ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৮০,৭০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং ২৪০_২০২৬-২৭, তারিখ ০৬.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/কেডব্লুএই শাখার অধীনে ইআরসি গ্রিজিং সহ রেল পেন্টিং কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৫৫,২৪,৩৪৬.৪০ টাকা। **বায়নামূল্য:** ১,১০,৫০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, ই-টেন্ডার নং ২৪১_২০২৬-২৭, তারিখ ০৬.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/এনডিএই শাখার অধীনে ইআরসি গ্রিজিং সহ রেল পেন্টিং কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৩৫,৮০,৬২২.৪০ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৭১,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৯ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৮.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-372/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# গ্রেফতার দুই, গাড়ি থেকে উদ্ধার ১০টি গরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, রানাঘাট, ৭ অক্টোবর ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গরু পাচারের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল রানাঘাট থানার পুলিশ। একই সঙ্গে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে তার ভিতর থেকে ১০টি গরু উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গরু পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের সন্ধান চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

## NORTH DUM DUM MUNICIPALITY

163, M.B.ROAD, BIRATI, KOLKATA - 700051
PHONE: (033) 2514-2101/2514-2494, FAX - (033) 2514-2990
Website: http://www.northdumdummunicipality.org
E-mail ID: northdumdum@gmail.com

**Memo No. NDDM/PWD/4647 Date: 07.10.2026**

**NOTICE INVITING e-TENDER**

Please visit Municipal web site as stated above and e-Procurement portal i.e. https://tenders.wb.gov.in for apply to the tender floated for Civil Works vide NIeT No. WBMAD/NDDM/PWD/NIeT-301_2_1/2026-27 Dated: 07.10.2026 and NIeT No.WBMAD/NDDM/PWD/NIeT-306/2026-27 Dateed: 07.10.2026

**Sd/-**
**Executive Officer**
**North Dum Dum Municipality**

## RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
**NOTICE INVITING e-Tender (2nd Call)**

NIeT No. : 01(2nd call) Dated: 07.10.2026.

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invitesTenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for Reparing of Bituminous Road from (i)Mallick Pukur more to Talpukur More.L=420M,W-2.45. (ii)Manotosh Santra(Dakshin Polli) to Serbaj Canel More.L=670M,W-2.45M. (iii)Serbaj Canel Pole to Gobindapur via Serbaj Bhubaneswar Jr. high School.L=1100M,W 2.45M. (iv)Serbaj Pal Para(Canel pole) to Koitha Pukur Par.L=315M,W=2.75M. (V)House of Ananda Ghosh to Dulal Pal.L=220M,W-2.45M in Ward No.-09 Within Ramjibanpur Municipality. Total Length= 2725M through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/NIeT-01(2nd Call)/2026-27, Tender ID :2026_MAD_1045092_1

Last date & time for submission of bid through online is 27.10.2026. upto 2:00 P.M.

The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board,

**Sd/- Chairman,**
**Ramjibonpur Municipality**

## ULUBERIA MUNICIPALITY

**TENDER NOTICE**

**Notice Inviting e-Tender No.-**
**WBMAD/UM/126/e-Tender/2026-27, Dated: 06.10.2026,**

(Repairing of B/T & Cement Concrete Road at different ward under Uluberia Municipality). **Details are available in the www.wbtender.gov.in.**

**Sd/- Executive Officer**
**Uluberia Municipality**

## ULUBERIA MUNICIPALITY

**TENDER NOTICE**

**Notice Inviting e-Tender No.-**
**WBMAD/UM/151/e-Tender/2026-27, Dated: 07.10.2026,**

(Repairing of B/T & Cement Concrete Road at different ward under Uluberia Municipality). **Details are available in the www.wbtender.gov.in.**

**Sd/-**
**Executive Officer**
**Uluberia Municipality**

## পূর্ব রেলওয়ে

**সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-কন-টিআরডি-১৮৮-২০২৬-এনআইটি, তারিখ ০৬.১০.২৬।** ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আরএমএস ভবন, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্স আছে এরূপ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরদের, অংশিদারী সংস্থা ইত্যাদির নিকট থেকে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-কন-টিআরডি-১৮৮-২০২৬। কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে নৈহাটি থেকে রানাঘাট পর্যন্ত ৩য় লাইন কাজের সাথে যুক্ত কল্যাণী থেকে রানাঘাট ৩য় লাইন, চাকদায় নতুন স্যুইচিং পোস্ট এবং রানাঘাটের ফিডিং পোস্টে সংশোধনের জন্য ২৫ কেভি এসি সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড উপকরণ, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মারের ডিজাইন, ড্রইং, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ১৪,৯২,২৮,৮৬১ টাকা। **বায়নামূল্য :** ২৯,৮৪,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৫.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের উপরোক্ত টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য এবং বায়নামূল্য অনলাইনে জমা সাপেক্ষে **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং দর জমা করা যাবে। এই টেন্ডার সাপেক্ষে -তে উপরিল্লিখিত সকল নথি সহ সম্পূর্ণ টেন্ডার উপরোক্ত **www.ireps.gov.in** -এর আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল গৃহীত হবে তা সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য সকল মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, শিয়ালদহ, ৩য় তল, আরএমএস ভবন, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪-এর কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে। (CON-43/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# ভর্তুকি মূল্যে সাধারণের মধ্যে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু

কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ উৎসবের মরশুমে রাজ্য সরকার ভর্তুকি মূল্যে সাধারণের মধ্যে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করেছে। নাফেডের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে পেঁয়াজ কিনে ৩৫ টাকা কেজি দরে সাধারণের মধ্যে বিক্রি করা হচ্ছে বলে কৃষি বিপনন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পূর্ব বর্ধমানে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় স্টল করে এই পেঁয়াজ বিক্রির কাজ শুরু হযেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে এই পেঁয়াজ বিক্রি করা হবে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য বর্তমানে খোলা বাজারে ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে।

## Office of the Shirakole Gram Panchayat

Vill-Shirakole, P.O-Shirakole, P.S-Usthi,
Dist-South 24 Parganas, Pin-743513

**Notice Inviting e-Tender No- (1) WBS24PGS/MAG-I/SGP/001/2026-27, Sl. No. 1 to 5, (2) WBS24PGS/MAG-I/SGP/002/2026-27, Sl. No. 1 to 6 (3) WBS24PGS/MAG-I/SGP/003/2026-27, Sl. No. 1 to 5, (4) WBS24PGS/MAG-I/SGP/004/2026-27, Sl. No. 1**

Pradhan, Shirakole Gram Panchayat, invites percentage rate e-tender for the **17(Seventeen) Nos.** different works. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid(Online) **12/10/2026 at 2:00 PM**. Date of opening of Technical Bid **13/10/2026 at 2:00 PM** & Financial Bid **14/10/2026 at 3:00 PM**. For details visit website **https://tenders.wb.gov.in**

**Sd/-Pradhan**
**Shirakole Gram Panchayat**

## Natibpur SKUS LTD

**Regn No-91 HG Date-20/05/1961**

Vill + P.O – Natibpur, P.S-Khanakul, Dist.- Hooghly, PIN-712416

**NOTICE**

**It is here by informed to all the members of this society icw BOD election-2026 voters list will be published as per following schedule.**

1. **Draft voters list: 08.10.2026 notice board of the Society, P.O.& G.P office.**
2. **Submission of claims and Objections: 08.10.26 to 14.10.26 on any working days from 11 am to 3 pm at society office.**
3. **Hearing of claims and objections: 15.10.26 from 11 am to 3 pm at society office.**
4. **Final voters list: 16.10.26 at society notice board.**

Sd/-

**Date: 07.10.26 Asst. Returning Officer Natibpur SKUS Ltd.**

## TENDER NOTICE

Block Development Officer, Para Development Block, District-Purulia invites Tender for the following items on :-

- NIT No.: 02/BDO/Para, of 2026-27(Sl. No. 01 to 02)
- No. of Work:- 02 (Two) nos.
- Last Date of Application: 01.10.2026 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 08.10.2026 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 08.10.2026 up-to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 09.06.2026 after 14:00 hours.

For more details go to Website **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may Contract to Para Development Block office on working day's at office hours.

**Sd/- Block Dev. Officer**
**Para Dev. Block**

## OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH

**TENDER NOTICE**

TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no-: NIT-493, Dated-25.09.26 144 NOS OF WORKS (fund-PBSSM)

**SD/-**
**Executive officer**
**JB PUR Panchayet Samity**
**Munshirhat, Howrah**

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer(WS)/Central, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online) :

**(1) NIT No.: KMC/EE/WS/C/MAN/32/E/2025-2026**

Name of the Work: **Development of filter water supply at P-5 CIT Scheme-VII (M) & its surrounding areas in Ward No. 32**; Estimated Amount : **Rs. 3,73,751.00**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **20 days**.

**(2) NIT No.: KMC/EE/WS/C/MAN/34/5/2025-2026**

Name of the Work: **Development of F.W. supply at 29/B Chaulpatty Road by replacing 100 mm dia very old service main in Ward No. 34**; Estimated Amount : **Rs. 1,71,231.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **7 days**; Last date and time of submission of bid (online) : **05.11.2026** at **12 noon [For Sl. No. 1 & 2]**; Tender will be opened on : **07.11.2026** at **12 noon. [For Sl. No. 1 & 2]**; The bid forms and other details will be available on and from **14.10.2026** at **12 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

**The Executive Engineer(WS)/West, KMC** invites e-tender for the following works :

**(1) NIT No.: KMC/WS/West/W69/T-02/2026-27**

Name of the Work: **Augmentation of F.W. supply by providing 100 mm dia new D.I. Pipe in front of Premises No. 50 Beck Bagan Row and its surrounding area along with other allied works in Ward No. 69**; Estimated Amount : **Rs. 2,94,654.00**; Earnest Money: **Rs. 5,900.00**; Period of Completion : **20 days**.

**(2) NIT No.: KMC/WS/West/W69/T-04/2026-27**

Name of the Work: **Restoration of F.W. supply by repairing of damaged, choked F.W. S/Mains along with other allied works near 13/3, 14B B.C. Road, 44E, 44C, 45A, 47C Paddapukur Road and its surrounding areas in Ward No. 69**; Estimated Amount : **Rs. 2,92,141.00**; Earnest Money: **Rs. 5,845.00**; Period of Completion : **27 days**; Last date and time of receipt/opening of tender (online): **04.11.2026** up to **1 p.m./06.11.2026** at **1.30 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** or **http://wbtender.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

**The Executive Engineer(WS), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :

**(1) NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/39R/2026-27**

Name of the Work: **Supply, fitting-fixing of SS sleeve and bearing housing cover (NDE Side) for Recirculation Pumps along with overhauling of One No. 600 mm and 750 mm dia. BFV gearbox with ancillary work of WTP-IV, GRWW**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money: **Rs. 3,300.00**; Period of Completion : **10 days**.

**(2) NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/37R/2026-27**

Name of the Work: **Fabrication and erection of M.S. structural shed over Two Nos. Oil type transformers beside 10 MG SUGR at GRWW**; Estimated Amount: **Rs. 2,43,602.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **15 days**.

**(3) NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/35/2026-27**

Name of the Work: **Development of roof surface area by providing cement concrete with necessary water proof coating over LT Panel Room to prevent seepage water into the Room at annex building of WTP-IV, GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 1,98,505.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **16 days**.

**(4) NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/34R/2026-27**

Name of the Work: **Replenishment of filter media (gravels) along with replacement of damaged nozzles fitted on Filter Bed No. A-7 with ancillary civil works at WTP-IV, Garden Reach Water Works**; Estimated Amount: **Quotation**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **25 days**.

**(5) NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/38/2026-27**

Name of the Work: **Development of surface area adjacent to toilets blocks of Chemical House, WTP-IV by necessary civil works along with renovation of existing surface drain inside clear water campus, GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 2,26,549.00**; Earnest Money: **Rs. 4,600.00**; Period of Completion : **16 days**; Last date and time of receipt/opening of tender (online): **31.10.2026** at **2 p.m./02.11.2026** at **2 p.m. [For Sl. No. 1 to 5]**; The bid forms and other details are available shortly from the website **http://wbtender.gov.in [For Sl. No. 1 to 5]**.

**The Executive Engineer(WS)/RWPS/GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :

**(1) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-18**

Name of the Work: **Annual periodic regular maintenance of heavy duty PUMPS and other allied Pumping Accessories at PH-I Pumping Station of RWPS/GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 4,93,933.00**; Earnest Money: **Rs. 9,900.00**; Period of Completion : **365 days**.

**(2) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-19**

Name of the Work: **Lifting, dismentaling, cleaning, checking of different rotating components including repairing of Pump Casing with reassembling and commissioning KBI Make Centrifugal Pump Unit No. 3 at Phas-III under RWPS/GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 4,24,683.00**; Earnest Money: **Rs. 8,500.00**; Period of Completion : **10 days**.

**(3) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-17**

Name of the Work: **Repairing of old damaged impeller with shaft including replacement of other rotating assembly and make as ready spare for High Capacity Pump Unit No. 2 of Phase-I at RWPS under GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 4,16,358.00**; Earnest Money: **Rs. 8,350.00**; Period of Completion : **21 days**.

**(4) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-16**

Name of the Work: **Cleaning & removing of Idol Frameworks, hyacinth, various floating materials etc. stuck at the jetty of RWPS PH-I, PH-II & PH-III including cleaning all the bell mouth also under GRWW for a period of 45 days**; Estimated Amount : **Rs. 3,36,240.00**; Earnest Money: **Rs. 6,750.00**; Period of Completion : **45 days**.

**(5) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-15**

Name of the Work: **Improvement of outdoor illumination at the Premises of Raw Water Pumping Station under GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 4,17,183.00**; Earnest Money: **Rs. 8,350.00**; Period of Completion : **21 days**; Last date and time of receipt: **28.10.2026** at **2 p.m. [For Sl. No. 1 to 5]**; Date and time of opening tender : **30.10.2026** at **2 p.m. [For Sl. No. 1 to 5]**; The bid forms and other details will be available from **07.10.2026** at **2 p.m.** onward the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5]**.

**The Executive Engineer(WS)/Jai Hind Jal Prakalpa, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works :

**(1) NIT No.: KMC/WS/JHJP/06/2026-2027**

Name of the Work: **Supply and laying of 250 mm dia MS Pipe Line with sluice valve from secondary sludge collection chamber of clarifier unit 2 up to two Filter Bed Waste Water Channel at Jal Hind Jal Prakalpa**; Estimated Amount : **Rs. 3,17,955.89**; Earnest Money: **Rs. 6,500.00**; Period of Completion : **14 days**.

**(2) NIT No.: KMC/WS/JHJP/09/2026-2027**

Name of the Work: **Replacement of defective 250 mm dia non-return valves installed at sludge sump 1 & 2 of Jal Hind Jal Prakalpa**; Estimated Amount : **Rs. 2,34,158.40**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **14 days**; Last date and time of submission of bid : **05.11.2026** and **1 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; For detailed information please visit website **https://wbtender.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

588/26-27

অফবিট

# ‘স্লিপ ডিভোর্স’। আলাদা বিছানায় ঘুমানো কি সম্পর্ক নষ্ট করে, নাকি ভালো করে?

অভি ব্যানার্জী

রাতে ঘুম আসছে না। পাশের মানুষটির নাক ডাকার শব্দে বারবার ভেঙে যাচ্ছে ঘুম। সকালবেলা উঠে মেজাজ খারাপ, মাথা ভার, কাজের এনার্জি নেই-এমন অভিজ্ঞতা এখন বহু দম্পতিরই। আধুনিক জীবনের স্ট্রেস, অনিয়মিত রুটিন, মোবাইল স্ক্রিন আর ঘুমের সমস্যার মাঝে নতুন করে আলোচনায় এসেছে একটি ট্রেন্ড-‘স্লিপ ডিভোর্স’। নাম শুনে যতটা ভয়ংকর মনে হয়, বাস্তবে বিষয়টা কি ততটাই সম্পর্ক-বিধ্বংসী? নাকি উল্টোভাবে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার এক বাস্তব সমাধান? বিশ্বজুড়ে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, খারাপ ঘুম শুধু শরীর নয়, সম্পর্কের উপরও সরাসরি প্রভাব ফেলে। দীর্ঘদিন ঠিকমতো না ঘুমোলে বিরক্তি, রাগ, ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে। সেই জায়গা থেকেই অনেক দম্পতি বেছে নিচ্ছেন রাতে আলাদা বিছানায় ঘুমানো। কিন্তু প্রশ্ন একটাই-এতে কি আবেগের দূরত্ব বাড়ে, নাকি সম্পর্ক আরও সুস্থ হয়? এই প্রতিবেদনে জানবেন স্লিপ ডিভোর্স আসলে কী, কেন এটি জনপ্রিয় হচ্ছে, এবং কীভাবে এটি ঘুম ও মেজাজ ভালো রেখে সম্পর্ক বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে।

**● ‘স্লিপ ডিভোর্স’ কী?**

‘স্লিপ ডিভোর্স’ কথাটার সঙ্গে আইনি ডিভোর্সের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে আলাদা হওয়া শুধু ঘুমের সময়টুকুর জন্য। দিনের বাকি সময় দম্পতির সম্পর্ক, ভালোবাসা, দায়িত্ব-সবকিছু আগের মতোই থাকে। শুধু রাতে, ভালো ঘুমের স্বার্থে আলাদা বিছানা বা আলাদা ঘরে ঘুমানো হয়। এই ধারণাটি প্রথম জনপ্রিয় হয় পশ্চিমা দেশগুলোতে, যেখানে ব্যক্তিগত ঘুমের মান ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর জোর দেওয়া হয়। এখন ভারতসহ এশিয়ার শহুরে দম্পতিরাও বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি ভাবছেন। কারণ বাস্তবতা একটাই-ভালো ঘুম না হলে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন। নাক ডাকা, রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম, আলাদা ঘুমের সময়সূচি (একজন নাইট শিফটে কাজ করেন, অন্যজন সকালবেলা ওঠেন), অতিরিক্ত আলো বা এসির তাপমাত্রা-এসব ছোট ছোট বিষয় থেকেই শুরু হয় বড় বিরক্তি। স্লিপ ডিভোর্স এই সমস্যাগুলোর একটি প্র্যাক্টিক্যাল সমাধান।

**● নাক ডাকা থেকে নাইট শিফট-কেন বাড়ছে আলাদা বিছানায় ঘুমানোর ট্রেন্ড**

আধুনিক দম্পতিদের জীবন আগের মতো এক ছাঁচে বাঁধা নয়। কেউ রাত জেগে কাজ করেন, কেউ ভোরে ওঠেন। কেউ হালকা ঘুমান, কেউ গভীর ঘুমে ডুবে থাকেন। এই ভিন্নতার মধ্যেই বাড়ছে আলাদা বিছানায় ঘুমানোর ট্রেন্ড। সবচেয়ে বড় কারণ অবশ্যই নাক ডাকা। গবেষণা বলছে, দীর্ঘদিন সঙ্গীর নাক ডাকার শব্দে ঘুম ভাঙলে মানুষের মধ্যে অবচেতনে বিরক্তি জমে। দিনের বেলা সেই বিরক্তি ঝগড়া বা ঠান্ডা আচরণে প্রকাশ পায়। এছাড়াও আছে- • ভিন্ন ঘুমের অভ্যাস • ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করা • মোবাইল বা ল্যাপটপ ব্যবহার • শিশুর সঙ্গে ঘুমানো নিয়ে মতভেদ। এই সব সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে অনেকেই আলাদা ঘুমের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয়, এতে সম্পর্ক ভাঙছে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও শান্ত হচ্ছে।

**● ঘুম ভালো হলে মেজাজ ভালো, আর মেজাজ ভালো হলে সম্পর্কও**

মনোবিদদের মতে, খারাপ ঘুম মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ আপনি সহজেই রেগে যান, ছোট বিষয়েও বিরক্ত হন। দম্পতি সম্পর্কে এর প্রভাব পড়ে সরাসরি। একে অপরের প্রতি সহানুভূতি কমে যায়। এখানেই স্লিপ ডিভোর্স কাজ করে। আলাদা বিছানায় ঘুমিয়ে যদি দু’জনই ৭-৮ ঘণ্টা গভীর ঘুম পান, তাহলে সকালে উঠেই শরীর ও মন দুটোই ফ্রেশ থাকে। তখন সম্পর্কের ছোটখাটো সমস্যাগুলো আর অত বড় মনে হয় না। অনেক দম্পতি জানিয়েছেন, আলাদা ঘুমানোর পর তারা দিনের বেলা একে অপরের সঙ্গে বেশি হাসিখুশি থাকেন। ঝগড়া কমে, কথা বলার ধৈর্য বাড়ে। অর্থাৎ রাতের আলাদা থাকা দিনের বেলার সম্পর্ককে আরও শক্ত করে।

**● আবেগের দূরত্ব কি সত্যিই বাড়ে? সাম্প্রতিক গবেষনা কী বলছে?**

এই ট্রেন্ড নিয়ে সবচেয়ে বড় ভয়-‘‘আলাদা ঘুম মানেই কি ভালোবাসা কমে যাওয়া?’’ বাস্তবে কিন্তু চিত্রটা এতটা সরল নয়। আবেগের দূরত্ব তৈরি হয় যোগাযোগের অভাবে, ঘুমের ব্যবস্থার কারণে নয়। যেসব দম্পতি সফলভাবে স্লিপ ডিভোর্স করছেন, তারা একটা বিষয় খুব পরিষ্কার রাখেন-এটা শাস্তি নয়, সমাধান। তারা রাতে আলাদা ঘুমালেও, ঘুমানোর আগে কথা বলেন, সকালে একসঙ্গে সময় কাটান, উইকেন্ডে একসঙ্গে ঘুমান। অনেকে আবার ‘পার্ট-টাইম স্লিপ ডিভোর্স’ করেন-মানে সপ্তাহের কাজের দিনে আলাদা, ছুটির দিনে একসঙ্গে। এতে আবেগও বজায় থাকে, আবার ঘুমের সমস্যাও কমে।

**● কখন স্লিপ ডিভোর্স উপকারী, আর কখন নয়**

সব সম্পর্কের জন্য স্লিপ ডিভোর্স উপযুক্ত নয়-এটা মানতেই হবে। যদি সম্পর্কের মধ্যে আগে থেকেই গভীর সমস্যা, যোগাযোগের অভাব বা অবিশ্বাস থাকে, তাহলে আলাদা ঘুম সেই দূরত্ব বাড়াতে পারে। কিন্তু যদি সমস্যাটা মূলত ঘুমকে ঘিরে হয়, তাহলে এটি হতে পারে একটি স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত। বিশেষজ্ঞরা বলেন- • দু’জনের সম্মতি থাকতে হবে • সিদ্ধান্তটা খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে নিতে হবে • নিয়মিত ইমোশনাল কানেকশন বজায় রাখতে হবে। এই শর্তগুলো মানা হলে স্লিপ ডিভোর্স সম্পর্ক নষ্ট করে না, বরং দীর্ঘমেয়াদে তা বাঁচাতেই সাহায্য করে।

**● সম্পর্ক বাঁচিয়ে কীভাবে স্লিপ ডিভোর্স করবেন**

স্লিপ ডিভোর্স মানেই দেয়াল তুলে নেওয়া নয়। বরং কিছু ছোট নিয়ম মানলে এটি আরও কার্যকর হয়। প্রথমত, ঘুমানোর আগে একসঙ্গে কিছু সময় কাটান-কথা বলা, বই পড়া বা হালকা গল্প। দ্বিতীয়ত, সকালে একসঙ্গে দিন শুরু করার চেষ্টা করুন। তৃতীয়ত, বিশেষ দিন বা ছুটির দিনে একসঙ্গে ঘুমানোর অভ্যাস রাখুন। সবচেয়ে জরুরি-এটাকে গোপন বা লজ্জার বিষয় ভাববেন না। এটি আধুনিক সম্পর্কের এক বাস্তব সমাধান, যেখানে ভালো ঘুম মানেই ভালো জীবন ও ভালো সম্পর্ক।

## প্রায় তিন হাজার পুজো নিচ্ছে না সরকারি অনুদান

...১ পাতার পর

জানিয়েছে, সরকারি অনুদান এলে পুরো এক লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হবে। নিউ আলিপুরের সুরুচি সঙ্ঘের তরফেও জানানো হয়েছে, উদ্বোধনের দিন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ‘রিটার্ন গিফট’ হিসেবে ওই অর্থ তুলে দেওয়া হবে। তবে বড় পুজোর একাংশের অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে অনুদানের আবেদনের সংখ্যাও নজরে পড়ার মতো। প্রশাসনিক সূত্রের বক্তব্য, রাজ্য পুলিশের অধীনে থাকা প্রায় ৬০ হাজার পুজোর মধ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় ৫৭ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। রাজ্যে দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদান দেওয়ার প্রথা শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে, পূর্বতন সরকারের আমলে। সে সময় অনুদানের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার টাকা। পরবর্তী বছরগুলিতে ধাপে ধাপে তা বাড়িয়ে ২৫ হাজার, ৫০ হাজার, ৬০ হাজার, ৭০ হাজার এবং ৮৫ হাজার টাকা করা হয়। গত বছর অনুদানের অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এ বছর সেই অঙ্ক কমিয়ে প্রতি কমিটিকে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের কর্ণধার সজল ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁদের পুজো আগেও সরকারি অনুদান নিত না, এ বারও নেবে না। তাঁর বক্তব্য, এই সরকারি অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নাগরিক পরিষেবার মতো ক্ষেত্রে ব্যয় করা হলে তা বেশি প্রয়োজনীয় হবে।

**বিজ্ঞপ্তি (আমমোক্তারনামা**

আমার মক্কেল **রিতা বড়ুয়া**, স্বামী - স্বপন বড়ুয়া, মালদহ D.S.R. অফিসে **ইংরেজী ১১/০৫/৯৩ তারিখে** ৮৭ নং আমমোক্তরনামা দলিল মূলে **স্বপন বড়ুয়া**, সাং-২ নং গভঃ কলোনী, থানা - ইংরেজ বাজার, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০১ এর নিকট মৌজা - পিরোজপুর, খতিয়ান - ৪০, দাগ নং - আর.এস - ৩৬৭, মোট - ৩.৩ শতক জমির **আমমোক্তার নিযুক্ত করেন**। উক্ত জমি **সুষমা পোদ্দার**, স্বামী - কিরণ পোদ্দার, **টোটন পোদ্দার**, পিতা - কিরণ পোদ্দার, সাং - কৃষ্ণপল্লী, থানা - ইংরেজ বাজার, পোঃ ও জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০১, **ইংরেজী ০৮/০১/১৫ সালে** আমমোক্তারকামী **স্বপন বড়ুয়ার** থেকে তিন নং পিঠ দলিল হইতে মালদহ A.D.S.R. অফিস হইতে ২৮৩ নং দানপত্র দলিলমূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে B.L.R.O. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করেন।

বর্তমানে উক্ত দাগে রেকর্ডের বিষয়ে কারো কোনও আপত্তি থাকিলে **বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে** ইংরেজবাজার B.L.R.O. অফিসে লিখিত অভিযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনখানি তামিল করা হইবে।

**অনুমত্যনুসারে, বাবু কর্মকার, এ্যাডভোকেট, মালদা কোর্ট, এনরোলমেন্ট নং - WB/1176/2020, তারিখ - 08/09/2026**

**CHANGE OF NAME**

I, Kanai Lal Ghosh (Old Name) S/o Gobinda Ghosh Residing at Sukh Sari Apartment, P-201 Upen Banerjee Road, Parnashree, District - Kolkata, Pin - 700060, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Kanai Lal Ghosh (Old Name) to Kanai Ghosh (New Name) and henceforth I shall be known as Kanai Ghosh (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 16 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 07-10-2026. Kanai Ghosh (New Name) and Kanai Lal Ghosh (Old Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, JULEKHA BIBI (Old name) W/o- WASIM AKRAM SEKH, resident of Dhaparia PO Matchpota PS- Nakashipara Dist- Nadia, PIN-741124 do hereby declare that I have changed my name from JULEKHA BIBI (Old name) to JULEKHA KHATUN (new/correct name) and henceforth I shall be known as JULEKHA KHATUN (new/correct name) in all purpose, vide affidavit sworn Executive Magistrate ( 1 st class) at Krishnagar, Nadia on 05/10/2026. JULEKHA KHATUN (new/correct name) and JULEKHA BIBI both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, SHEIKH SAHIL SARWAR Residing at 10/2 Tiljala Road, P.O. Gobinda Khatick Road, P.S. Topsia, Kolkata-700046 West Bengal, India, do hereby declare my actual name SHEIKH SAHIL SARWAR instead of SK. SAHIL SARWAR, father's actual name SHEIKH GOLAM SARWAR instead of GOLAM SARWAR and my mother's actual name SABNAM ARA instead of SHABNAM ARA, vide affidavit No. 64309 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore Dated 14-10-2025. SHEIKH SAHIL SARWAR instead and SK. SAHIL SARWAR both are same and one identical person. SHEIKH GOLAM SARWAR instead and GOLAM SARWAR both are same and one identical person. SABNAM ARA and SHABNAM ARA both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Dulal Chandra Adhikari (Old Name) S/O–Nafar Adhikari residing at Natunpally, Old Malda, Malda, West Bengal 732142 do hereby declared that I have changed my name from Dulal Chandra Adhikari to Dulal Adhikari and henceforth I shall be known as Dulal Adhikari (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Dulal Adhikari & Dulal Chandra Adhikari both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Md Sorabuddin (Old Name) S/O–Mahammad Samsuddin residing at Vill-Babla, PO-Talibpur, PS-Salar, Dist-Murshidabad, West Bengal 742402 do hereby declared that I have changed my name from Md Sorabuddin to Md Surabuddin Sekh and henceforth I shall be known as Md Surabuddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Md Surabuddin Sekh & Md Sorabuddin both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Haradhan Saikh (Old Name) S/O–Basir Sk residing at Keshiadanga, PS-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal 742159 do hereby declared that I have changed my name from Haradhan Saikh to Haradhan Sk and henceforth I shall be known as Haradhan Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Haradhan Sk & Haradhan Saikh both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Jashimuddin Seikh (Old Name) S/O–Abdul Baki residing at Lakshmi Narayanpur, Jibanti, Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Jashimuddin Seikh to Jasimuddin Sekh and henceforth I shall be known as Jasimuddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Jasimuddin Sekh & Jashimuddin Seikh both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Kader Mondal (Old Name) S/O–Bichhad Mandal residing at Bilaspur Kuthipara , Kaliganj, Jalangi, Murshidabad, West Bengal 742305 do hereby declared that I have changed my name from Kader Mondal to Kader Ali Mandal and henceforth I shall be known as Kader Ali Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Kader Ali Mandal & Kader Mondal both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Saiful Hoque Biswas & Saiful Biswas (Old Name) S/O–Fajlul Haque Biswas residing Raypur Dakshinpara , Raypur Mirpur , Nowda , Murshidabad, West Bengal 742121 do hereby declared that I have changed my name from Saiful Hoque Biswas & Saiful Biswas to Saiful Haque Biswas and henceforth I shall be known as Saiful Haque Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Saiful Haque Biswas & Saiful Hoque Biswas & Saiful Biswas both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Lal Mohammad Seikh & Lalmahammad Sk (Old Name) S/O–Haidar Sk residing at Vill-Sherpur , PO-Sahi Sherpur , PS-Khargram , Dist-Murshidabad, West Bengal 742157 do hereby declared that I have changed my name from Lal Mohammad Seikh & Lalmahammad Sk to Lal Mohammad Sk and henceforth I shall be known as Lal Mohammad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Lal Mohammad Sk & Lal Mohammad Seikh & Lalmahammad Sk both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Mira Bibi (Old Name) W/O–Jinirul Sk residing Vill-Chatra , Po-Gokarna , Ps-Kandi ,Dist-Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Mira Bibi to Mira Khatun and henceforth I shall be known as Mira Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Mira Khatun & Mira Bibi both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I , Ajijul Sekh S/O- Morsed Seikh resident of Vill- Isnabuzruk, P.O.- Jamna, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713422, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as AJIJUL SEIKH in all purpose vide affidavit No-532, dated- 06/10/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Ajijul Sekh and Ajijul Seikh both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I , Anisha Mohammadali Shaikh W/O- Abdur Rahaman Sekh resident of Atsimlon, Briddhapara, Atghariya, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713405, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SHAIKH ANISHA in all purpose vide affidavit No-534, dated- 06/10/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Anisha Mohammadali Shaikh and Shaikh Anisha both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I , Zahedi Hossain Sheikh S/O- SK Abu Bakkar resident of Onari Dakshin Para, P.O.- Oari, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713142, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK ZAHEDI HOSSAIN in all purpose vide affidavit No-533, dated- 06/10/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Zahedi Hossain Sheikh and SK Zahedi Hossain both are same and one identical person.

**AFFIDAVIT**

I, Bidyutkumar Biswas , S/O. Late Kshitish Chandra Biswas, Residing at Vill. & P.O. Sahebganj, P.S. Dinhata, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736176. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2001 0906351, Wherein my and my father's name has been recorded as Bidyut Kr. Biswas, S/O. Late K. Ch. Biswas. That Said Bidyutkumar Biswas,S/O. Late Kshitish Chandra Biswas and Bidyut Kr Biswas , S/O. Lt . K Ch. Biswas, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 14, Date . 07/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

**CHANGE OF NAME**

I, Prabir Sen(Old Name) S/o Late Hriday Ranjan Sen Residing at 44/H/3, Beniapukur Lane, Entally, Kolkata-700014 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Prabir Sen (Old Name) to Prabir Kumar Sen (New Name) and henceforth I shall be known as Prabir Kumar Sen(New Name) in all purpose, vide affidavit No. 23742 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore Dated 07-10-2026. Prabir Sen (Old Name) and Prabir Kumar Sen (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Priya Kumari(Old Name) D/o Santosh Kumar Tiwari Residing at House No. 28, Cross Road No. 2, near Ramchandra School, Jamshedpur, East Singhbhum, Jharkhand - 831012, India, do hereby declare that I have Changed my name from Priya Kumari (Old Name) to Ateka Zaid (New Name) and henceforth I shall be known as Ateka Zaid(New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary Public at Calcutta Dated 24-05-2019. Priya Kumari (Old Name) and Ateka Zaid (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Mousumi Mali (Old Name) W/o Madhu Haldar Residing at Vill-Sangrampur Kanthalberia, P.O.-Sangrampur, P.S.-Usthi, Dist-South 24 Parganas, Pin-743355 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Mousumi Mali (Old Name) to Mousumi Haldar (New Name) and henceforth I shall be known as Mousumi Haldar (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Diamond Harbour, 24-Pgs(S) Dated 24-09-2026. Mousumi Mali (Old Name) and Mousumi Haldar (New Name) both are same and one identical person.

## রসায়নে নোবেল

...১ পাতার পর

এই প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া একটি পদার্থ নিজেই একই ধরনের বিক্রিয়াকে আরও এগিয়ে দিতে সাহায্য করে। ফলে শুরুতে সামান্য যে ভারসাম্যহীনতা ছিল, তা ধীরে ধীরে অনেক বড় হয়ে উঠতে পারে। ২০০৩ সালে সোয়াই এমন একটি বিক্রিয়া দেখান, যেখানে সম্ভাব্য দুই প্রতিচ্ছবি রূপের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে একটি রূপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনাই দেখায়, রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিজেই কী ভাবে একটি ক্ষুদ্র প্রাথমিক পার্থক্যকে ক্রমশ বাড়িয়ে একটিমাত্র অণুরূপকে প্রাধান্য দিতে পারে। এই ঘটনাকে ‘হোমোকাইরালিটি’ বলা হয়। জীবজগতে অণুর এই একমুখী প্রবণতা কেন তৈরি হয়েছে, তা বোঝার ক্ষেত্রে তাঁদের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছে। এর ব্যবহারিক গুরুত্বও রয়েছে। একই অণুর দুই প্রতিচ্ছবি রূপ মানবদেহে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে কাজ করতে পারে। তাই নির্দিষ্ট ধরনের অণু তৈরি করা ওষুধ প্রস্তুতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নোবেল কমিটির মতে, কাগান ও সোয়াইয়ের গবেষণা এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো একটি প্রশ্নের সম্ভাব্য রাসায়নিক ব্যাখ্যার পথ খুলে দিয়েছে-জীবনে অণুর এই ‘এক হাতের’ আধিপত্য কী ভাবে তৈরি হল।

## জ্ঞানেশ কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্ট

...১ পাতার পর

সেপ্টেম্বরের নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য দায়ের করা একটি ইন্টারলোকিউটরি অ্যাপ্লিকেশন। পাশাপাশি একটি কিউরেটিভ পিটিশনও দায়ের করা হয়েছে বলে আদালতে জানানো হলে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘‘আমরা আবেদনটি পরীক্ষা করে দেখব এবং তারপরেই সিদ্ধান্ত নেব।’’ বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে দেশের রাজনীতি তোলপাড়। এসআইআর বিতর্কে দেশজুড়ে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং গ্রেফতারির দাবিতে চলছে প্রতিবাদ-আন্দোলন। সেই সময়ই এই নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি বৃহত্তর বেঞ্চে যাবে কি না, তা খতিয়ে দেখবে সুপ্রিম কোর্ট।

## এফআইআর রাহুলের নামে! কমিশনে পৌঁছনোর আগেই চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ** রাজধানী উত্তাল ইন্ডিয়া জোটের সাংসদদের বিক্ষোভে। দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বিরোধী সাংসদরা। তবে তার আগেই অশোকা রোড ব্যারিকেড টেনে বন্ধ করে দেয় পুলিশ। রাহুল গান্ধি, প্রিয়ঙ্কা গান্ধিকে আটক করার চেষ্টা করে পুলিশ। রাস্তায় শুয়ে পড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন প্রিয়ঙ্কা গান্ধি। আটক করা হয়েছে রাহুল গান্ধিকে। চ্যাংদোলা করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিরোধী দলগুলির কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল ধস্তাধস্তি। কর্মীদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। দিল্লিতে এখন চরম উত্তেজনা। নির্বাচন কমিশনে গিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবি জানাতে চায় কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি। তারা যন্তর মন্তরে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিল। সেখান থেকে কমিশনে যাওয়ার পথেই তুমুল উত্তেজনা। রাহুল গান্ধি, প্রিয়ঙ্কা গান্ধিকে আটক করার চেষ্টা করে পুলিশ। রাস্তায় শুয়ে পড়েন প্রিয়ঙ্কা। তাঁকে ঘিরে রেখেছিল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা। পুলিশ তাদের সরিয়ে, প্রিয়ঙ্কাকে রাস্তা থেকে তোলার চেষ্টা করে। হাতে সংবিধান ধরে আছেন প্রিয়াঙ্কা। কার্যত বাস থেকে ঝুলছেন তিনি। অন্যদিকে, রাহুল গান্ধিকেও আটক করা হয় আজ। পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদ হয় রাহুলের। নিজের দাবিতে অনড় ছিলেন রাহুল। পরে পুলিশ তাঁকে চ্যাংদোলা করে বাসে তুলে নিয়ে যায়। জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে পথে নেমেছে বিরোধীরা। গতকাল থেকেই দিল্লিতে বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছে। গতকাল নির্বাচন কমিশনে পৌঁছনোর জন্য আকাশবাণী ভবনে ঢুকে পড়েন রাহুল-প্রিয়ঙ্কা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ভিতরে বসেছিলেন তারা। পরে পুলিশ তাদের জোর করে বের করে। আজ, বুধবার দিল্লি পুলিশ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে। অন্যান্য বিরোধী সাংসদদের নামেও এফআইআর দায়ের হয়েছে গতকালের বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য। পুলিশের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে রাহুল গান্ধি বলেছেন যে এফআইআর তাঁর কাছে মেডেলের মতো। তাঁর নামে ১০০টি এফআইআর হোক, চান রাহুল। কংগ্রেস সাংসদ বলেন, ‘‘৪৫টি এফআইআর রয়েছে আমার নামে। আমি চাই ১০০টি এফআইআর হোক আমার নামে। প্রতিটা এফআইআর আমার কাছে মেডেলের মতো।’’ গতকাল দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের কর্মসূচিতে পা মিলিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগ দেন অখিলেশ যাদব, জয়া বচ্চন, সুপ্রিয়া সুলে থেকে শুরু করে অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সাংসদরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে প্রথমবার বিজেডি-ও যোগ দেয় মিছিলে। আজ চমকপ্রদভাবে ইন্ডিয়া জোটের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছে আম আদমি পার্টিও।

## প্রশাসনে ২৫ বছর, লালকৃষ্ণ আদবাণীর সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ** প্রশাসনিক পদে ২৫ বছর পূর্ণ হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এই উপলক্ষে দেশজুড়েই নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। এ দিন সকালেই প্রধানমন্ত্রী মোদি দিল্লির শ্রী বিনায়ক মন্দিরে পুজো দেন। বিকেলে তিনি দেখা করতে গেলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা দেশের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবাণী-র সঙ্গে। সেখানে গিয়ে তিনি লালকৃষ্ণ আদবাণীর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন। বর্ষীয়াণ নেতার স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন। আদবাণীর হাতে হাত রেখে কথা বলার ছবিও সামনে এসেছে। ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সরকারি প্রশাসনের শীর্ষে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় নরেন্দ্র মোদির। ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এরপর ২০১৪ সালের মে মাসে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একটানা ১২ বছর ধরে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে রয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টানা ২৫ বছরের নেতৃত্বের প্রশংসা করে গতকালই একটি প্রস্তাব পাশ করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক পদে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে রাষ্ট্রনেতারা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রশাসনিক পদে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ‘‘২০০১ সালের ৭ অক্টোবর যখন আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলাম, তখন ভাবিনি যে কখনও এই জায়গায় পৌঁছাতে পারব। আজ টানা ২৫ বছর জনগণের সেবা করার যে সুযোগ পেয়েছি, তা দেশবাসীর অকৃপণ আশীর্বাদেরই ফল।’’ বিজেপির ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর ‘বিকশিত ভারত সংকল্প সভা’য় নিজের দীর্ঘ যাত্রার অভিজ্ঞতা ও জীবনের পাঠ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘‘যতক্ষণ না ভারত বিকশিত ভারত না হয়, ততক্ষণ আমি থামব না, ক্লান্ত হব না।’’

## ‘ঘুমিয়ে পড়বেন না, আমাদের আপনাকে প্রয়োজন’, স্মিতকে বাঁচাতে বিমানে ৪৫ মিনিট ধরে ‘লড়াই’ দন্তচিকিৎসকের

**সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ৭ অক্টোবরঃ** বিশ্বজুড়ে তাঁকে নিয়ে এখন আলোচনা চলছে। তাঁর সাহসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাধারণ মানুষ থেকে রাষ্ট্রনেতারা। তেল আভিভগামী ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানে সহকারী পাইলটের ছুরির আঘাতের পরও সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর। সেই সময় বিমানে থাকা এক দন্তচিকিৎসক তাঁর রক্তপাত বন্ধ করে প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চলে সেই লড়াই। স্মিতকে বারবার ওই দন্তচিকিৎসক বলেছিলেন, ‘‘দয়া করে ঘুমিয়ে পড়বেন না, আমাদের আপনাকে প্রয়োজন।’’ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ন্যাশনাল’-কে দেওয়া সাক্ষাকারে সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ৪৭ বছর বয়সি দন্তচিকিৎসক শোটা মুসায়েভ। তাঁর কথায়, স্মিতের মাথা ও বাঁ হাতে গভীর ক্ষত ছিল। প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল। মুসায়েভ বলেন, ‘‘আমি ওঁকে বলেছিলাম, দয়া করে ঘুমিয়ে পড়বেন না, আমাদের আপনাকে প্রয়োজন। ওঁর কতগুলি সন্তান রয়েছে, তাদের নাম কী, সেসব জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বারবার বলছিলাম, ভয় পাবেন না। আপনি পরিবারের কাছে ফিরে যাবেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই অবতরণ করব।’’ ওই দন্তচিকিৎসক আরও জানান, স্মিত তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি ভারত থেকে এসেছেন। গত সপ্তাহে দুবাই থেকে তেল আভিভগামী বিমানে কী ঘটেছিল, তা স্মরণ করে মুসায়েভ জানান, বিমানের মধ্যে চিৎকার ও চিকিৎসকের জন্য আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। স্মিতের শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল। রক্তপাত বন্ধ করতে নিজের কাছে থাকা একাধিক টি-শার্ট দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরেন তিনি। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় বরফ চেয়ে পাঠান। মুসায়েভের কথায়, ‘‘ওঁর ক্ষতগুলি খুব গভীর ছিল। অনেকগুলি বরফের প্যাকেটের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু রক্তপাত কতটা হচ্ছে, তা দেখতে যখনই টি-শার্ট সরাচ্ছিলাম, তখনই আরও রক্ত বেরিয়ে আসছিল। তাই খুব জোরে না চেপে বরফ দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরেছিলাম। টানা ৪৫ মিনিট এভাবেই চাপ দিয়ে রেখেছিলাম।’’ সেই সময় স্মিতের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। দন্তচিকিৎসক জানান, একসময় তাঁর নাড়ির গতি অত্যন্ত কমে যায়। তখন স্মিতের পা দু’টি উপরে তুলে ধরেন তিনি। তাতে নাড়ির গতি ফের স্বাভাবিক হতে শুরু করে। মুসায়েভ বলেন, ‘‘একসময় দেখলাম, ওঁর ঠোঁট নীল হয়ে যাচ্ছে। তখন বিমানকর্মীকে বলেছিলাম, যত দ্রুত সম্ভব বিমান অবতরণ করাতে হবে। ওঁর হাতে আর বেশি সময় নেই।’’ এর আগে এবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন মুসায়েভ। তাঁর কথায়, ছুরির আঘাতে জখম হওয়ার পর স্মিত তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। মুসায়েভ বলেন, ‘‘আমি ওঁকে বলেছিলাম, সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন উনি আমাকে বলেছিলেন, ‘দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে বাঁচান। আমি এখানে মরতে চাই না।’’’ ভবিষ্যতে স্মিতের সঙ্গে আবার দেখা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন ওই দন্তচিকিৎসক। তাঁর কথায়, স্মিত নিজে আহত হয়েও বিমানের যাত্রীদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কৃতজ্ঞতা জানাতে চান তিনি। মুসায়েভ বলেন, ‘‘আমরা ওঁকে বলব, সবকিছুর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’’

# রাজনৈতিক স্বেচ্ছাবসরের পরিকল্পনা 'অপমানিত' হুমায়ুনের, আর যাবেন না বিধানসভায়

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৭ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদে রেজিনগর উপনির্বাচন চলাকালীন পুলিশি 'হেনস্থা'র শিকার হয়ে

'অপমানিত' হুমায়ুন কবীর, শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী থাকালীন সময়ে আর কোনওদিন রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর পাশাপাশি প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার পাশাপাশি নওদা বিধানসভার বিধায়ক পদ থেকে সরে যেতে চেয়ে খুব শীঘ্রই মানুষের মতামত নিতে চলেছেন বলে বুধবার জানিয়ে দিয়েছেন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীর নওদা এবং রেজিনগর দু'টি আসন থেকেই জয়ী হয়েছিলেন। পরে হুমায়ুন রেজিনগর আসন থেকে পদত্যাগ করায় গতকাল ওই আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রেজিনগর উপনির্বাচন শুরু হওয়ার ১ ঘন্টার মধ্যে 'আইন ভাঙার কারণে' গতকাল পুলিশ তাঁকে রেজিনগরের দলীয় অফিসের সামনে থেকে আটক করে। প্রায় ১২ ঘন্টা পুলিশের হাতে আটক থাকার পর রাত ৮ টা নাগাদ হুমায়ুন পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পান। 'অপমানিত' হুমায়ুন বুধবার সকালে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি জানিয়েছেন, যে গণতান্ত্রিক নিয়মে কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া একজন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর একজন বিধায়ককে জোর করে তুলে নিয়ে ১২ ঘণ্টা আটকে রাখতে পারে, সেই গণতন্ত্রকে আমি ঘৃণা করি এবং সেই পুলিশ মন্ত্রীকেও আমি এড়িয়ে চলতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর অধীনস্থ পুলিশ যেভাবে গত দু'মাস ধরে রেজিনগরবাসীর ওপর অত্যাচার করে গেল, তাঁর প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি। তিনি স্পষ্ট জানান, শুভেন্দু অধিকারীর মতো পুলিশ মন্ত্রীর দয়াতে হুমায়ুন কবীর রাজনীতি করবেন না। তবে নওদার মানুষ তাঁকে ভোট দিয়ে, বিপুল পরিমাণে ভালোবাসা দিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন এবং বিধায়ক করেছেন, তাই তাঁদের পরিষেবা দেবেন, কিন্তু বিধানসভায় যাবেন না বলেও স্পষ্ট জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, যে সমস্ত স্ট্যান্ডিং কমিটিতে তিনি রয়েছেন, অর্থাৎ মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স এবং হাউস কমিটির বৈঠকেও যোগদান করবেন না। এছাড়া অল পার্টি মিটিং, স্পিকারের ডাকেও সেখানে যাবেন না। শুধু তাই নয়, বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতেও তাঁকে রাখা হয়েছে, সেখানেও অংশগ্রহণ করবেন না। হুমায়ুন আজ জানিয়ে দিয়েছেন, বিধানসভায় যে ৮৮ নম্বর আসনটি তাঁর জন্য সংরক্ষিত, সেখানে আর তাঁকে দেখা যাবে না। তিনি বলেন, আমি বিধানসভায় আর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখোমুখি হতে চাই না। সরাসরি পুলিশ প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, একজন বিধায়ককে পুলিশ যেভাবে হেনস্থা করে, আমার নিজস্ব পার্টি অফিসের সামনে থেকে যদি আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তুলে নিয়ে যায়, তাহলে সেই গণতন্ত্রের এই নিয়মকেও আমি ঘৃণা করি। হুমায়ুন জানান, একটি রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান তাঁর নিজস্ব পার্টি অফিসে নিরাপদ নয়, সেখান থেকে তাঁকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে অবাধে ভোট লুট করল পুলিশ। তাই এই গণতন্ত্র মানতে আর মন সায় দিচ্ছে না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিধায়ক হিসাবে মানুষের পরিষেবা দিলেও বিধানসভায় যাব না, বিধানসভা বয়কট করব। তিনি আরও জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী দিন নওদার মানুষের মত নেব , তাঁরা অনুমতি দিলে বিধায়ক পদও ছেড়ে দিতে পারি। সক্রিয় রাজনীতিও ছেড়ে দিতে পারি আমি।

# শ্রীরামপুরের গোস্বামী বাড়ি মূলত পরম বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হওয়ায় দুর্গাপুজোর মূল ভিত্তি হলো অহিংসা ও সামাজিক সম্প্রীতি

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর, ৭ অক্টোবর ঃ ১৭৬৮ সালে রামগোবিন্দ

গোস্বামীর হাত ধরে সূচনা হওয়া শ্রীরামপুরের ঐতিহ্যবাহী গোস্বামী বাড়ির দুর্গাপূজা আজ ২৫০ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করে অতীত আভিজাত্য ও বিশুদ্ধ আরাধনায় হয়ে আসছে । ২৫০ বছরের বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য পালন করে শ্রীরামপুরের গোস্বামী বাটিতে আজও অমলিন দেবীর অহিংস আরাধনা। ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এই প্রাচীন জনপদে আধুনিক থিম পুজোর রকমারি জাঁকজমক থাকলেও, গোস্বামী বাটির বিশাল কাঁচের ঝাড়বাতি আর অলঙ্কৃত ঠাকুর্দালান আজও দর্শনার্থীদের অতীত ইতিহাসের এক মহিমান্বিত অধ্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। গোস্বামী বাড়ি মূলত পরম বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হওয়ায় এই পুজোর মূল ভিত্তি হলো অহিংসা ও সামাজিক সম্প্রীতি। এখানে কোনো প্রকার প্রাণী বলির স্থান নেই বরং সন্ধিপূজার সময় শাস্ত্রীয় প্রথা মেনে আখ, ছাঁচকুমড়ো এবং শসা বলি দিয়ে রক্তপাতহীন প্রতীকী পুজো সম্পন্ন করা হয়। একই সঙ্গে ঐতিহ্য মেনে দেবীকে কোনো অন্নভোগ নিবেদন করা হয় না। তার বদলে খাঁটি গাওয়া ঘি-যে ভাজা লুচি, মোহনভোগ, ক্ষীর, রাবড়ি, ছানা এবং নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী বৈষ্ণবীয় মিষ্টান্ন নিবেদন করাই এখানকার চিরাচরিত নিয়ম। জন্মাষ্টমীর শুভ তিথিতে ঠাকুর্দালানে দেবীর কাঠামোপুজোর মাধ্যমে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। ঐতিহ্য বজায় রেখে দেবী দুর্গা এখানে একচালায় বিরাজমান থাকেন এবং দেবীর অঙ্গসজ্জায় ব্যবহার করা হয় সূক্ষ্ম সোলার ও রুপোলি ডাকের সাজ। মহালয়ার দিন ভোরে নির্দিষ্ট ভাস্কর বা পরিবারের অভিজ্ঞ সদস্যদের হাতে দেবীর নয়ন উন্মোচন বা 'চক্ষুদান' সম্পন্ন হয়। উৎসবের দিনগুলিতে গোস্বামী বাড়ির প্রাচীন অলিন্দ থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের সুর এক স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে। অষ্টমীর দিন পরিবারের সধবা মহিলারা ঐতিহ্যবাহী লাল-পাড় শাড়ি পরে কুলদেবতা ও দেবী দুর্গার সামনে হাঁটুতে ও হাতে মাটির সরা নিয়ে ধুনো পোড়ানোর ব্রত পালন করেন, যা দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমান। দশমীর দিন 'দর্পণ বিসর্জন'-এর পর দেবীপ্রতিমাকে ঘরের মেয়ের মতো বিদায় জানানো হয়। কনকাঞ্জলি ও সিঁদুর খেলার পর ভাগীরথীর ঘাটে শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জন শেষে পরিবারের সদস্যরা ঠাকুর দালানে ফিরে এসে শান্তিজল গ্রহণ করেন এবং পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি ও বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের ধারা বদলালেও শ্রীরামপুর গোস্বামী বাড়ির দুর্গাপূজা আজও নিষ্ঠা, সংস্কৃতি এবং আভিজাত্যের অনন্য মেলবন্ধন ধরে রেখেছে।


## দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **টেন্ডার নোটিস নং. টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৬-২৭-২২ আরটি, তারিখ ঃ ০৫.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "খড়গপুর ডিভিসনে স্টেশন ইয়ার্ডগুলিতে ডুয়াল ডিটেকশনের জন্য বিদ্যমান এমএসডিএসি-র সমান্তরালভাবে ডিসি ট্র্যাক সার্কিট-এর ব্যবস্থার" জন্য বৈদ্যুতিক টিআরডি-র কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ ৭৬,৫৫,৮৩৮.০০ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ১,৫৩,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ শূন্য, খোলার তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২৬ তারিখ। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ (বারো) মাস। দাখিল করার তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে।** আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতে হাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-867)



## SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
**Nager Bazaar, Kolkata - 700 074**

**Tender Notice No. 368** **Tender Notice Date: 7/10/2026**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 368/10/2026-2027** dated 07/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 12/10/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
**Last date of E-Submission: 19/10/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
**South Dum Dum Municipality**

## SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
**Nager Bazaar, Kolkata - 700 074**

**Tender Notice No. 366** **Tender Notice Date: 7/10/2026**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 366/10/2026-2027** dated 07/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 12/10/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
**Last date of E-Submission: 19/10/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
**South Dum Dum Municipality**

## SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
**Nager Bazaar, Kolkata - 700 074**

**Tender Notice No. 364** **Tender Notice Date: 7/10/2026**

**NOTICE INVITING E-TENDER (2nd call)**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 364/10/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 07/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
**Last date of E-Submission: 22/10/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
**South Dum Dum Municipality**

## FURFURA GRAM PANCHAYAT
**Vill. Furfura, P.O. Furfura, Dist. Hooghly, Pin-712706**

**Notice Inviting Tender No. 1) 1230/FGP/2026 2) 1245/FGP/2026, 3) 1246/FGP/2026, 4) 1247/FGP/2026**

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful contractors for different works. Last date of sale of tender form 11/10/2026 (10/10/2026 for NIT-1230/FGP) 11 AM. Last date of dropping of sealed tender form 11/10/2026(10/10/2026 for NIT-1230/FGP) 11 AM. Date of Opening of Tender 13/10/2026(12/10/2026 for NIT- 1230/FGP) at 11.30 am. For more details please visit office of the undersigned on any working days.

**Sd/- Executive Assistant**
**Furfura Gram Panchayat**


# বকেয়া গাড়ির কর আদায়ে ওয়েভার স্কিম আনতে চলেছে রাজ্য

কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ দীর্ঘদিনের বকেয়া গাড়ির কর আদায়ে ওয়েভার স্কিম আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। প্রস্তাব অনুযায়ী, বকেয়া করের উপর ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিয়ে বাকি ৬০ শতাংশ কর পরিশোধ করলেই বকেয়া মিটবে। গতকাল বেসরকারি বাসমালিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এই ইঙ্গিত দেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, ট্যাক্স, পারমিট ও লাইসেন্স-সহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে গাড়ির কর বাবদ বকেয়া দেড় হাজার কোটিরও বেশি। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ গাড়ির কর বাকি। গত এক মাস ধরে বিশেষ অভিযান চালিয়েও ১০০ কোটির কিছু বেশি আদায় হয়েছে। মন্ত্রী জানান, বাসমালিকদের আবেদির ভিত্তিতে ৪০ শতাংশ রিবেটের প্রস্তাব অর্থ দফতরে পাঠানো হয়েছে। বৈঠকে জরিমানা সংক্রান্ত বিষয়ও আলোচনা হয়েছে। এদিন বেআইনিভাবে রুট বদলে বাস চালানোর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন পরিবহণমন্ত্রী। টোটোর কারণে বাস চলাচলে সমস্যা এবং পুজোর সময় বাস ধরপাকড়ের বিষয়ও বৈঠকে ওঠে। সারা বাংলা বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওয়েভার স্কিম চালু হলে গাড়ির মালিকরা উপকৃত হবেন। সিটি সাবার্বান বাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহাও বৈঠককে ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন।

# প্রচলিত লোকোমোটিভে 'কবচ' ব্যবস্থা সংযোজনের মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। খড়গপুরের ইলেকট্রিক লোকো শেডটি SER-এর প্রথম প্রচলিত ইলেকট্রিক লোকো শেড হিসেবে প্রচলিত ইলেকট্রিক লোকোমোটিভগুলিতে 'কবচ' ব্যবস্থা সংযোজন করেছে। এই 'কবচ' ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় ব্রেকিং, 'সিগন্যাল পাসিং অ্যাট ডেঞ্জার' বা বিপদসঙ্কেত অমান্য করে এগিয়ে যাওয়া রোধ, অতিরিক্ত গতি নিয়ন্ত্রণ এবং 'ড্রাইভার মেশিন ইন্টারফেস' -এর মাধ্যমে অবিরাম ক্যাব সিগন্যালিং-এর সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে পরিচালনগত নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় এবং যাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ও নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত হয়। ২৫.০৭.২০২৬ থেকে ০১.১০.২০২৬ সময়কালের মধ্যে সফলভাবে ১০টি লোকোমোটিভে 'কবচ' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়া, আরও দুটি লোকোমোটিভে 'লোকো কবচ' ব্যবস্থা বসানো হয়েছে, যা বর্তমানে চালু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আরও দুটি লোকোমোটিভে এই ব্যবস্থা বসানোর কাজ বর্তমানে চলছে। খড়গপুরের

ইলেকট্রিক লোকো শেড দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রথম শেড হিসেবে প্রচলিত ইলেকট্রিক মালবাহী লোকোমোটিভগুলিতে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন করেছে। আরএফআইডি ট্যাগিং-এর মাধ্যমে রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে রোলিং স্টকের (লোকোমোটিভ ও ওয়াগন) স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ এবং অবিরাম ডিজিটাল ট্র্যাকিং সম্ভব হয় ফলে সামগ্রিক বহরের অবস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং পরিচালনগত দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এখন পর্যন্ত খড়গপুর ইলেকট্রিক লোকো শেডের দুটি লোকোমোটিভে সফলভাবে আরএফআইডি ট্যাগ বসানো হয়েছে এবং আরও তিনটি লোকোমোটিভে এই ট্যাগ বসানোর কাজ বর্তমানে চলছে।

# বালুরঘাটে সুকান্তের নেতৃত্বে সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা

রতন দে, বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর ঃ বুধবার সকালে সেবা পক্ষকাল

কর্মসূচির অন্তিম লগ্নে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি আয়োজিত সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। সেবা পক্ষকাল কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের থানা মোড় এলাকায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। যে কর্মসূচিতে সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় তাপস চন্দ্র রায় বুধরাই টুডু জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, গৌতম রায় সহ অন্যান্যরা। এদিন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে যে বক্তব্য রাখেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে প্রচারিত হয়। দিল্লির ওই কর্মসূচি শেষে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এদিন সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা উপলক্ষ্যে একটি বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যে শোভাযাত্রাটি বালুরঘাট থানা মোড় থেকে শুরু হয়ে গোটা বালুরঘাট প্রদক্ষিণ করে। সেই যাত্রার পুরভাগে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট বিজেপি নেতৃত্বরা। কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সেখানে বলতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, দেশের প্রতিটি জেলাতে আমরা সেবা জ্যোতি যাত্রাতে অংশগ্রহণ করছি। সেই সাথে সেবা জ্যোতি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশকে সেবা করার যে যাত্রা তা এ বছর ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই যাত্রায় প্রথম গুজরাটকে তারপরে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেকে প্রদীপের সত্যের মতো জ্বালিয়ে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আজকে তিনি নতুন উৎসাহে নতুন উদ্যমে আমাদের সামনে এলেন এবং বার্তা দিলেন।

# গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার চালক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ অক্টোবর ঃ রাজ্যে উপ-নির্বাচন ঘিরে ব্যস্ততার মধ্যেই পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে নাকা চেকিং চালিয়ে প্রায় ১৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়িচালককে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বর্ধমান-আরামবাগ ৭ নম্বর রাজ্য সড়কের পলেমপুর ফুটবল মাঠের কাছে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন WB 02 AG 3854 নম্বরের একটি চারচাকা গাড়িকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ির ভিতরে একটি বস্তা দেখে সন্দেহ হয় পুলিশকর্মীদের। বস্তা থেকে গন্ধ পাওয়ার পর বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল, খণ্ডঘোষ থানার ওসি সাকবির আহমেদ, ইন্সপেক্টর বরুণ ঘোষ এবং রায়না থানার ওসি বিপ্লব দেবনাথ। পুলিশের উপস্থিতিতে তল্লাশি প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হয়। এরপর বস্তাটি নামিয়ে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় মোট আটটি প্যাকেট। পুলিশ সূত্রের দাবি, প্যাকেটগুলিতে মোট প্রায় ১৬ কেজি গাঁজা ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটির চালক শেখ নাসিরুদ্দিন। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘী এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গাড়িটি ওড়িশার কটক থেকে আসছিল এবং বোলপুরের দিকে যাওয়ার পথে পলেমপুরে নাকা চেকিংয়ের সময় সেটি ধরা পরে। ঘটনায় শেখ নাসিরুদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কোথায় তা পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল এবং এই পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না-তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার চোলাই, গাঁজা সহ বিভিন্ন নেশাদ্রব্য বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর। বিগত সরকারের আমলে নেশার দ্রব্য রাজ্য জুড়ে ছেয়ে গেছে। শুধু যুব সমাজ নয়, ক্লাস সেভেন এইটের ছাত্ররা শুধু গাঁজার নেশায় আসক্ত। তাই অবিলম্বে এই ধরনের নেশার দ্রব্য বন্ধ হওয়া উচিত। পুলিশের এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু।

# উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা স্কাউটস ও গাইডস-এর কৃতিত্ব ও পরিষেবার স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্য পুরস্কার র‍্যালির আয়োজন

মালিগাঁও, ৭ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ৩ থেকে ৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত মালিগাঁও-এর রং ভবন এবং স্টেট ট্রেনিং সেন্টারে রাজ্য পুরস্কার অ্যাওয়ার্ড র‍্যালির আয়োজন করেছিল। রাজ্য পুরস্কারকে স্কাউটস, গাইডস, রোভার এবং রেঞ্জারদের জন্য রাজ্য পর্যায়ে সর্বোচ্চ পুরস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

রেলওয়ের ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে ওমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (এনএফআরডব্লিউডব্লিউঅ)-এর সভানেত্রী শালিনী শ্রীবাস্তব উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির শোভা বর্ধন করেন। এই র‍্যালিতে ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫-এর জন্য রাজ্য পুরস্কার, যা গভর্নরস অ্যাওয়ার্ড নামেও পরিচিত, এর জন্য যোগ্যতা অর্জনকারী স্কাউটস, গাইডস, রোভার ও রেঞ্জারদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩-এর জন্য পাঁচজন সদস্য, ২০২৩-২৪-এর জন্য ১৩৫ জন সদস্য এবং ২০২৪-২৫-এর জন্য ১৮১ জন সদস্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ৫ অক্টোবর আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর জেলা সংগঠনগুলোর ২৯৩ জন অংশগ্রহণকারী-যাদের মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সাংস্কৃতিক ও ব্যান্ড টিম এবং জেলা কর্মকর্তারা একত্রিত হয়েছিলেন। রাজ্য পুরস্কার যা গভর্নরস অ্যাওয়ার্ড নামেও পরিচিত, স্কাউটস, গাইডস, রোভার ও রেঞ্জারদের জন্য সর্বোচ্চ রাজ্য-স্তরের স্বীকৃতি। রেলওয়ে এসোসিয়েশনগুলোর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জোনাল রেলওয়ের চিফ প্যাট্রন ও জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা এটি প্রদান করেন।


## হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন www.myhmc.in

**পরিচ্ছন্নতা বিভাগ**

**সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপতি**

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ.এম.সি নিচে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

| ক্রম. নং. | কাজের নাম | টেন্ডার নং. এবং তারিখ | দরপত্র জমার শেষ তারিখ (অনলাইন) |
|---|---|---|---|
| ০১. | হাওড়া পৌরনিগমের আওতাধীন এলাকায় মৌজা-বৈগাছি, ব্লক-বালি-জগাছা, জেএল নং-১, এলআর প্লট নং-১৯২২, খতিয়ান নং-১, থানা-লিলুয়া, হাওড়া ২০২৬-২০২৭ সালে এইচএমসি-এর প্রস্তাবিত এসডব্লিউএম সাইটের জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও জমি ভরাট-এর কাজের লক্ষ্যে ভূ-কারিগরি অনুসন্ধানের জন্য মাটি সংগ্রহের কাজ। | 47/Cons./26-27 তারিখঃ ৩০.০৯.২০২৬ | ১২.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত |
| ০২. | পাঁচ বছরের জন্য ১১টি পোর্টেবল স্টেশনারি কমপ্যাক্টর ও ৪টি হুক লোডারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। | 48/Cons./26-27 তারিখঃ ০১.১০.২০২৬ | ২০.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত |
| ০৩. | পাঁচ বছরের জন্য ৮টি পোর্টেবল স্টেশনারি কমপ্যাক্টর এবং ৪টি হুক লোডারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। | | |
| ০৪. | ১টি রাস্তা পরিস্কার করার মেশিন মেরামত | 49/Cons./26-27 তারিখঃ ০১.১০.২০২৬ | ১২.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত |
| ০৫. | হাওড়া পৌরসংস্থার আওতাধীন এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত ৬টি ট্রাক্টর ও ২০টি টিপিং ট্রেলারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (এক বছরের জন্য) (দ্বিতীয়বার আহ্বান) | 50/Cons./26-27 তারিখঃ ০৫.১০.২০২৬ | ২০.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত |
| ০৬. | ৫ বছরের জন্য ৬০টি ই-কার্টের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ। | 51/Cons./26-27 তারিখঃ ০৫.১০.২০২৬ | ২২.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত |
| ০৭. | এক বছরের জন্য ৬টি পোর্টেবল স্টেশনারি কমপ্যাক্টর এবং ২টি হুক লোডারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (দ্বিতীয় আহ্বান) | 52/Cons./26-27 তারিখঃ ০৫.১০.২০২৬ | ১২.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত |
| ০৮. | এইচ.এম.সি ওয়ার্ড নং ৪১-এর অন্তর্গত চণ্ডী বিদ্যাপীঠ পুকুর ঘাটে ২০২৬-২০২৭ সালের জন্য বেল্ট কনভেয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার প্রতিমা বিসর্জন। | 53/Cons./26-27 তারিখঃ ০৬.১০.২০২৬ | ১২.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত |

দেখুন **https://wbtender.gov.in**
৮৮(৩)/২৬-২৭
০৭.১০.২৬

**এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার**
**হাওড়া পৌরনিগম**

## SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
**Nager Bazaar, Kolkata - 700 074**

**Tender Notice No. 365** **Tender Notice Date: 7/10/2026**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 365/10/2026-2027** dated 07/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 12/10/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
**Last date of E-Submission: 19/10/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
**South Dum Dum Municipality**

## SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
**Nager Bazaar, Kolkata - 700 074**

**Tender Notice No. 367** **Tender Notice Date: 7/10/2026**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 367/10/2026-2027** dated 07/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
**Last date of E-Submission: 19/10/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
**South Dum Dum Municipality**

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

**The Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online percentage/item rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : S_D/S-II/XIV/121/07/26-27**
Name of the work: **Construction of G.PS along with M.HS shaft, G.PS, C.PS at Biren Roy Road (East) in Ward No. 121 under BR-XIV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,62,442.60.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **30 days.**

**(2) NIT No. : S_D/S-II/XIV/121/06/26-27**
Name of the work: **Restoration of damaged manholes, G.P'S at Raja Ram Mohan Roy Road near Saptapadi Restaurant, Sabeda Bagan, Muchipara More, in Ward No. 121 under BR-XIV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,57,416.64.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **30 days.**

**(3) NIT No. : S_D/S-II/XIV/132/05/26-27**
Name of the work: **Removal of silt, rom nikashi drain near 66/C, Banerjee Para Road in Ward No. 132 under BR-XIV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,99,068.89.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Bid submission start date (online): **08.10.2026 up to 2 PM (For Sl. No. 1 to 3).** Last date and time of submission of bid (online): **15.10.2026 up to 2 PM (For Sl. No. 1 to 3).** The bid documents and other details will be available on and from **08.10.2026 at 2 PM** from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

**(4) NIT No. : KMC/S_D/TDPSPTA/NRV4/26-27**
Name of the work: **Repairing, servicing and overhauling of 800NB defunct multi door non-return valve of 58 cusec SWF pump unit no. 4 with allied works at Topsia Point A Drainage Pumping Station.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **2% of the quoted amount.** Period of completion: **14 days.** Last date and time of submission of bid: **05.11.2026 (5 PM).** The bid forms and other details are available on and from **13.10.2026 (5 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

**The Dy. Chief Engineer (M)(Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item/percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/GRBU/T18/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Complete servicing and overhauling of HT Transformer no. 2 along with allied works of re-installation at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **4,400.00.** Period of completion: **10 days.**

**(2) NIT No. : KMC/GRBU/T24/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Complete servicing and overhauling with allied repairing works of 100 LPS DWF pump no. 3 at Padirhati DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **10 days.**

**(3) NIT No. : KMC/GRBU/T23/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Complete re-winding, repairing, servicing and overhauling with allied works of 4.9 cusec DWF pump no. 6 at Behala FC DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **10 days.**

**(4) NIT No. : KMC/GRBU/T22/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Complete servicing and overhauling along with allied repairing works of 1200 LPS submersible pump unit no. 4 at Begore Khal DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **10 days.**

**(5) NIT No. : KMC/GRBU/T21/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Monikhali DPS under GRBU (for 5 months).** Estimated amount: ₹ **2,07,737.00.** Earnest money: ₹ **4,200.00.** Period of completion: **5 months.**

**(6) NIT No. : KMC/GRBU/T12/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Complete servicing and overhauling of 160 kW motor of pump unit no. 3 at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **10 days.**

**(7) NIT No. : KMC/GRBU/T13/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Complete servicing and overhauling of 11 kv 1250A main incomer VCB with allied works at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **7 days.**

**(8) NIT No. : KMC/GRBU/T20/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Arrangement for preventive maintenance of HT equipments at Behala Flying Club DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **7 days.**

**(9) NIT No. : KMC/GRBU/SO-20/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Repairing, servicing and replacement of worn out components of 186 LPS capacity pump unit no. 5 at Jinjira Bazar MPS under GRBU.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **12 days.**

**(10) NIT No. : KMC/GRBU/SO-22/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Repairing and overhauling of worn out components of electrically operated rope-drum type lifting mechanism of strainer no 2 & 4 at Begore Khal DPS under GRBU.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **4,700.00.** Period of completion: **15 days.**

**(11) NIT No. : KMC/GRBU/SO-21/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Repairing and replacement the damage pipe lines & valves of plumbing network system and reservoir along with other allied works at Begore Khal DPS under GRBU.** Estimated cost: ₹ **1,70,578.00.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **7 days.**

**(12) NIT No. : GRBU/HJ-10/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Repairing, servicing and overhauling of 1 (one) no. 10 Ton capacity Chain Pulley Mechanism for pump lifting and 6 (six) nos. Gate shutters at Dhankheti Khal Lifting Station under GRBU.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of time: **10 days.**

**(13) NIT No. : KMC/GRBU/HJ-09/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Contractual arrangement for cleaning of underground screen chamber and strainer at Dhankheti Khal L.S. under GRBU (S&D).** Estimated cost: ₹ **2,07,179.00.** Earnest money: ₹ **4,200.00.** Period of completion: **153 days (5 months).**

**(14) NIT No. : GRBU/HJ-11/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Contractual arrangement for cleaning of underground screen chamber and strainer at Trenching Ground L.S. under GRBU.** Estimated cost: ₹ **2,07,179.00.** Earnest money: ₹ **4,200.00.** Period of completion: **5 months (153 days).** Last date and time of submission of bid: **29.10.2026 - 6 PM (For Sl. No. 1 to 8); 27.10.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 9 to 11); 22.10.2026 at 1 PM (For Sl. No. 12 to 14).** The bid forms and other details are available on and from **08.10.2026 (6 PM) (For Sl. No. 1 & 8); 12.10.2026 at 5 PM (For Sl. No. 9 to 11); 09.10.2026 at 1 PM (For Sl. No. 12 to 14).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 14).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 to 8).**

**The Dy. Chief Engineer (M)(Sewerage & Drainage)/GRBU, KMC** invites e-tender online item wise rate two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/GRBU/KABI/19/26-27 (1st Call)**
Name of the work: **Repairing, servicing and overhauling of 10 Ton capacity overhead EOT Crane at Kabitirtha Park DPS under GRBU.** Estimated cost: **Open quotation.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of time: **10 days.** Last date and time of submission of bid on: **31.10.2026 at 5 PM.** The bid forms and other details are available on and from **12.10.2026 at 5 PM** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

**The Dy. Chief Engineer (M)/SCD, KMC** invites e-tender for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/SCD(N)/2026-27/08 (1st Call)**
Name of the work: **Manufacturing, fitting and fixing of different sizes of Nozzles for Blow Vac Machines, Jet cum Suction Machines, Gully Pit Emptier Machines and 3-in-1 Machines of S.C.D. (North).** Estimated cost: ₹ **2,56,535.00.** EMD amount: ₹ **5,150.00.** Period of completion: **7 days.**

**(2) NIT No. : KMC/SCD(N)/2026-27/07 (1st Call)**
Name of the work: **Repairing servicing and complete overhauling with replacement of worn-out components of power bucket machine set no. SCD(N)/6A/15 & SCD(N)/6B/15 under S.C.D. (North).** Estimated cost: ₹ **1,94,335.00.** EMD amount: ₹ **3,900.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **05.11.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **29.10.2026 - 9 AM** onwards from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed **(For Sl. No. 1 & 2).**

**CORRIGENDUM**

**Corrigendum of (1) NIT No. : LTG/63/36/V/Z-II/26-27; (2) NIT No. : LTG/64/37/V/Z-II/26-27** published in this Newspaper on **26.09.2026** (Key No. 533/26-27) of **Electrical/Lighting/Z-II Department.** Last date and time of submission of bid will be read as **26.10.2026 up to 6 PM** instead of 05.10.2026 up to 6 PM. Other terms and condition remain unchanged (For Sl. No. 1 & 2). (590/26-27)

# শেষ প্রহরেও মেসি-মায়া!

## গোল করে, করিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় লিওর

**“চাওয়া-পাওয়ার হিসেব তো মিলে গেছে অনেক আগেই। উপলক্ষ্যটা কেবলই ছিল প্রিয় সমর্থকদের সামনে থেকে বিদায় নেওয়ার। কিন্তু শেষের মঞ্চেও দলকে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিলেন লিওনেল মেসি। গোল করলেন, করালেনও। বহুবারের মতো আরও একবার বিজয়ীর বেশে মাঠ ছাড়লেন ফুটবলের মহাতারকা। আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবার।**

**সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ৭ অক্টোবরঃ** চোখের জলে শেষ হল এক মহাকাব্যিক অধ্যায়। বুয়েনস আইরেসের এস্তাদিও মনুমেন্টালে শেষবারের মতো আর্জেন্তিনার নীল-সাদা জার্সি গায়ে নামলেন লিওনেল মেসি। বেনিনের বিরুদ্ধে জিতল দল। স্কোরলাইন ৩-০। নিজে পেনাল্টি থেকে গোল করলেন, সতীর্থদের দিয়ে করালেন আরও দু'টি। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে পরাজয়ের পর এটাই ছিল এলএমটেনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। দেশের হয়ে ২০৮-তম ম্যাচে নিজের ১২৬তম গোলটি করে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে চিরবিদায় জানালেন সর্বকালের অন্যতম সেরা মহাতারকা। ম্যাচের প্রথমার্ধে অবশ্য গোলের দেখা পায়নি আর্জেন্তিনা। খোদ মেসি ৩৩ মিনিটের মাথায় বক্সের ভেতর থেকে একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। প্রথমার্ধের শেষদিকে বেনিনও বেশ কয়েকটি প্রতি-আক্রমণ শানায়। তবে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের দুর্দান্ত রিফ্লেক্স সেভে জাল অক্ষত থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে খোলস ছেড়ে বেরোয় লিওনেল স্কালোনির দল। ৪৮ মিনিটে কর্নার থেকে মেসির নিখুঁত ভাসানো বলে হেড করে আর্জেন্তিনাকে এগিয়ে দেন নিকোলাস ওটামেন্ডি। ৫৩ মিনিটের মাথায় ওটামেন্ডিকে যখন তুলে নেওয়া হয়, গোটা স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানায়। এরপর ৬১ মিনিটে মেসির আসল জাদু। বক্সের ডানদিক থেকে তাঁর বাড়ানো বল ধরে দুরন্ত কার্লিং শটে ব্যবধান ২-০ করেন নিকো পাজ। ম্যাচের ৭১ মিনিটে আসে সেই প্রত্যাশিত মুহূর্ত। বেনিনের ডিফেন্ডার তামিমউ ওউরো বক্সের ভেতর ফাউল করলে পেনাল্টি পায় আর্জেন্তিনা। স্পট কিক থেকে কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক গোলটি করে দলকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মেসি। গোটা স্টেডিয়াম তখন তাঁর নামের জয়ধ্বনিতে ফেটে প|ছে। ম্যাচ শেষের আগে হুলিয়ান আলভারেজ, এনজো ফার্নান্দেজ এবং রদ্রিগো ডি পলের মতো তারকাদেরও একে একে তুলে নেন কোচ, যাতে তরুণরা এই ঐতিহাসিক ম্যাচের অংশ হতে পারেন। এদিন ম্যাচ চলাকালীন ১০ মিনিটের মাথায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী থাকে ফুটবলবিশ্ব। সেই বিশেষ মুহূর্তে খেলা থামিয়ে দেওয়া হয়। মাঠের মধ্যেই শুরু হয় আতসবাজির রোশনাই। বেনিনের সমস্ত খেলোয়াড় এগিয়ে এসে মেসির সঙ্গে হাত মেলান। গ্যালারিতে তখন অগণিত ভক্তের চোখে জল। মেসির এই বিদায়বেলার সাক্ষী থাকতে সুদূর ভারত থেকেও বুয়েনস আইরেসে উড়ে গিয়েছিলেন ভক্তরা। টিম বাসে স্টেডিয়ামে আসার সময় থেকেই কাঁদছিলেন এলএমটেন। খেলা শুরুর আগে রিভার প্লেট ক্লাবের তরফ থেকে তাঁকে বিশেষ সম্মাননা ও স্মারক জার্সি উপহার দেওয়া হয়। শুধু স্টেডিয়াম নয়, বিদায়বেলায় কার্যত গোটা আর্জেন্তিনা নেমে এসেছিল রাস্তায়। ম্যাচের আগে আবেগপ্রবণ কোচ লিওনেল স্কালোনি বলেন, ‘‘ফুটবল মাঠে ও যা করে দেখিয়েছে, তা আমি আর কাউকে করতে দেখিনি। এই মানুষটিকেই সবচেয়ে বেশি মিস করব।’’ অন্যদিকে, বার্সেলোনার প্রাক্তন সতীর্থ রোনাল্ডিনহো সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘প্রথম দিন থেকে তোমার এই গল্পের অংশ হতে পারা আমার কাছে ভীষণ আনন্দের, ভাই! তুমি আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছ। তোমার নাম দেশের এবং সারা বিশ্বের ইতিহাসে খোদাই করা থাকবে।’

## ‘সারা জীবন যদি আর্জেন্টিনার হয়ে খেলে যেতে পারতাম’

**সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ৭ অক্টোবরঃ** আন্তর্জাতিক ফুটবলকে পাকাপাকিভাবে বিদায় জানালেন লিওনেল মেসি। বুয়েনস আয়ার্সের এস্তাদিও মনুমেন্টালে বেনিনকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জাতীয় দলের আকাশি-সাদা জার্সি তুলে রাখলেন তিনি। শেষ ম্যাচে জোড়া অ্যাসিস্টের পাশাপাশি এল গোলও। কিন্তু রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পর মাইক্রোফোন হাতে একেবারে অন্য মেজাজে পাওয়া গেল ৩৯ বছরের মহাতারকাকে। বিদায়ী ভাষণে শুধু দর্শকদের ধন্যবাদই দিলেন না, আর্জেন্তিনা দলের সতীর্থ ও আগামী প্রজন্মের জন্য কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে রাখলেন। মনে করালেন, বিশ্বকাপের পুরনো বিতর্কও। বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা বা ফিনালিসিমার মতো সম্ভাব্য সব ট্রফিই জিতেছেন। কেরিয়ারে অতৃপ্তি বলে কিছু নেই। তবু বিদায়বেলায় দলের আগামী দিনের লড়াই নিয়ে চিন্তিত মেসি। সাফ সাফ বলেন, ‘‘এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা এই জাতীয় দলের জয় দেখতে চান না। তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের একজোট হতে হবে। আমরা একসঙ্গে থাকলে যে কারও চেয়ে শক্তিশালী। যে কোনও কঠিন সময় পেরিয়ে যেতে পারি।’’ সাফল্যের নেপথ্যে দলের সংহতিই যে আসল চাবিকাঠি, তা স্পষ্ট করে দেন মেসি। তাঁর কথায়, ‘‘দলের মধ্যে মজবুত বন্ধন না থাকলে কিছুই অর্জন করা যায় না। আমরা যা যা পেয়েছি, এই একতার জন্যই পেয়েছি।’’ ভাষণে স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ। ইংল্যান্ড ম্যাচের প্রবল চাপের কথা উল্লেখ করে মেসি বলেন, ‘‘গত বিশ্বকাপটা আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। প্রবল মানসিক চাপ নিয়ে খেলেছি। বিশ্বকাপের পর অনেক নতুন তত্ত্ব, অনেক মনগড়া কাহিনি তৈরি হয়েছিল। আবেগ ও শারীরিক দিক থেকে আমরা একেবারে খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিলাম।’’ তবে সেই কঠিন সময়েও অনুরাগীরা যে নিঃশর্তভাবে দলের পাশে ছিলেন, সে কথা ভোলেননি মেসি। দর্শকঠাসা গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে গলা বুজে আসে বিদায়ী মহাতারকার। অকপটে স্বীকার করেন, ‘‘সত্যি বলতে আমি আজ মাঠ ছাড়তে চাই না। আজীবন আপনাদের সামনে এই জার্সি গায়ে খেলে যেতে চাই। কিন্তু সময় তো পেরবেই। চিরকাল খেলা সম্ভব নয়।’’ দেশ ও বিদেশের অগণিত ভক্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেসি বলেন, ‘‘প্রথমেই সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের এই নিঃশর্ত ভালোবাসা আমি আজীবন বুকে লালন করব। এটা নিঃসন্দেহে আমার জীবনের এবং কেরিয়ারের সবচেয়ে দুঃখের দিন।’’ মাঠ ছাড়লেও দলের সঙ্গ ছাড়ছেন না মেসি। আগামী প্রজন্মের ফুটবলারদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘জাতীয় দলের এই রং আমি ভীষণ মিস করব। তবে আমি আজীবন আপনাদের পাশেই থাকব। আগামী দিনে যারা খেলবে, তাদের সমর্থন করব। আমি চিরকাল আর্জেন্তিনীয় থাকব। আপনাদের সকলের সঙ্গে নিজের স্বপ্নপূরণ করতে পেরে আমি দারুণভাবে গর্বিত।’’

### আগরকর সরতেই শিকে ছিঁড়ল ভুবির!

## এবার থেকে নির্বাচকদের সব বৈঠকে হাজির থাকবেন লক্ষ্মণ

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৭ অক্টোবরঃ** দীর্ঘ চার বছর পর জাতীয় দলে ফিরলেন ভুবনেশ্বর কুমার। অনেকেই মনে করছেন, প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে অজিত আগরকরের সরে দাঁড়ানোই এই প্রত্যাবর্তনের অন্যতম কারণ। অন্যদিকে, ভারতীয় ক্রিকেটে চোট-আঘাত নিয়ে নিত্যদিনের ধোঁয়াশা কাটাতে বড়সড় পদক্ষেপ করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এবার থেকে জাতীয় দলের নির্বাচক কমিটির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে জঘন্য হার। বল হাতে জস বাটলার ও অ্যালেক্স হেলসদের হাতে বেদম ঠেঙানি খান ভুবনেশ্বর। এরপর নিউজিল্যান্ড সফরেও চরম ব্যর্থতা। ফলস্বরূপ, চেতন শর্মার নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি ছেঁটে ফেলে ভুবিকে। আর ঠিক তখনই প্রধান নির্বাচক হয়ে আসেন অজিত আগরকর। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ পেসারদের সুযোগ দেওয়া। ফলে ভুবি ব্রাত্যই রয়ে যান। বর্তমান নির্বাচক প্যানেলে থাকা আরপি সিংয়ের জোরালো সমর্থন সত্ত্বেও আগরকরের আমলে শিকে ছেঁড়েনি। এখন তিনি পদ ছাড়তে ৩৬ বছরের পেসারের সামনে দরজা খুলে গেল। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর নীরবে নিজের কাজটা করে গিয়েছেন অভিজ্ঞ সুইং মাস্টার। অযথা অভিযোগ করেননি। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে শেষ দুটি মরশুমে (২০২৫ ও ২০২৬) অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স। ঝুলিতে পুরেছেন ৪৫টি উইকেট। তাঁর নিখুঁত ইন-কাটার ও আউট-সুইংয়ের জবাব ছিল না ব্যাটারদের কাছে। বিরাট কোহলিরা যখন দলের ব্যাটিংয়ের ভরসা, তখন আরসিবি-র বোলিংকে একা হাতে টেনেছেন এই ভুবিই। যে অনবদ্য পারফরম্যান্স এবং কঠোর পরিশ্রমের জোরে ফের জাতীয় দলের টিকিট ছিনিয়ে নিলেন। ভুবির প্রত্যাবর্তনের খবরের মধ্যে বোর্ডের আরেকটি বড় ঘোষণা সামনে এসেছে। এবার থেকে জাতীয় দলের সমস্ত নির্বাচন বৈঠকে থাকবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। গুয়াহাটিতে ভারত-এ দল নির্বাচনের সময়ও তিনি হাজির ছিলেন। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া এই সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করে বলেন, ‘‘নির্বাচক এবং সিওই-র মধ্যে যাতে কোনওরকম ভুল বোঝাবুঝি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। এবার থেকে সমস্ত বৈঠকে লক্ষ্মণ উপস্থিত থাকবেন।’’ মুম্বইয়ে বোর্ডের পর্যালোচনা আসরে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। খেলোয়াড়দের চোট-আঘাত এবং রিহ্যাব নিয়ে সঠিক তথ্য অনেক সময় নির্বাচকদের কাছে পৌঁছচ্ছিল না। যে তথ্য-বিভ্রাট কাটাতে লক্ষ্মণকে যুক্ত করা হয়েছে। আগামী (২০২৭ সালের) ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে বারবার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে খেলোয়াড়দের চোট। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল সম্প্রতি স্বীকারও করেছেন, চোটের কারণে পছন্দের বোলিং লাইনআপ মাঠে নামানো যাচ্ছে না। সাই সুদর্শনের চোট নিয়েও আক্ষেপ করেছিলেন গিল। এবার লক্ষ্মণ বৈঠকে থাকলে খেলোয়াড়দের ফিটনেস সংক্রান্ত একদম সঠিক তথ্য নির্বাচকদের হাতে আসবে। ফলে দল বাছাইয়ের কাজ আরও নিখুঁত হবে বলে মনে করছে বোর্ড।

## সাজঘরে আড়াআড়ি ফাটল, স্মৃতির সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ!

### দলাদলির জেরেই কি সরতে হল হরমনকে?

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৭ অক্টোবরঃ** হরমনপ্রীত কৌরের পদত্যাগের পর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ব্যাটন গিয়েছে স্মৃতি মন্ধানার হাতে। এশিয়ান গেমসে টানা দ্বিতীয় সোনা জয়ের পরেই নেতৃত্ব ছেড়েছেন হরমন। ২০১৬ সাল থেকে দলের রাশ ছিল তাঁর হাতে। কিন্তু এই দায়ভার বদল যে মসৃণ পথে হয়নি, তা একাধিক রিপোর্টে সামনে চলে এসেছে। প্রকাশ্যে অন্দরমহলের চূড়ান্ত কোন্দল। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ও বর্তমান অধিনায়কের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মুখ দেখাদেখি কার্যত বন্ধ। দল ভেঙে গিয়েছে দুই শিবিরে। আর এই দ্বন্দ্বের জেরে ড্রেসিংরুমে চরম অস্বস্তিকর পরিবেশ ঘনিয়ে উঠেছে। একটা সময় হরমনপ্রীত ও স্মৃতির সম্পর্ক বেশ ভালই ছিল। কিন্তু অধিনায়কত্ব নিয়ে দুজনের মধ্যে সংঘাত ধীরে ধীরে চরমে ওঠে। ভারতীয় দলের এক বিশ্বস্ত

সূত্রের কথায়, ‘‘বেশ কিছুদিন ধরে ওদের দুজনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এর ফলে ড্রেসিংরুমে একটা চূড়ান্ত অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়।’’ গত বছর ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতে আইসিসি ট্রফির খরা কাটিয়েছে ভারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও টি- টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা ব্যর্থতা পিছু ছাড়েনি। উপর্যুপরি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পরেও নির্বাচকরা অধিনায়ক বদলের সাহস দেখাননি। এই টালবাহানায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ ছিলেন স্মৃতি। ২০১৩ সালে অভিষেকের পর তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১০ হাজারেরও বেশি রান করেছেন স্মৃতি মন্ধানা। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটার। শুধু স্কিল নয়, অলরাউন্ড গেমে পাওয়ার-হিটিং যোগ করে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন এই বাঁ-হাতি ওপেনার। সম্প্রতি স্পষ্ট জানিয়েও দেন, বড় টুর্নামেন্ট জয়ের জন্য নেতৃত্ব নিতে তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত। এরপরই গুয়াহাটিতে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার পৌরোহিত্যে বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক বসে। সেখানেই হরমনপ্রীতকে কড়া ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়, নেতৃত্বে বদল অনিবার্য। বাধ্য হয়ে তিনি নিজেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

## আগরকরকে নিয়ে গম্ভীরের পোস্টে জল্পনা

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৭ অক্টোবরঃ** বিসিসিআইয়ের নির্বাচক প্রধানের পদ থেকে অজিত আগরকর সরে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিদায়বেলায় ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের একটি পোস্ট ঘিরে তৈরি হয়েছে গভীর জল্পনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় গম্ভীরের সেই সংক্ষিপ্ত বার্তায় লুকিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অন্দরমহলের রুক্ষ বাস্তব। আগরকরকে উদ্দেশ করে গম্ভীর সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘প্রিয় অজিত ভাই, আপনার সঙ্গে কাজ করাটা চরম সম্মানের। তিনটে আইসিসি ট্রফি আপনার একাগ্রতার প্রমাণ। সবকিছুর আগে দল-এটাই নীতি ছিল। একটা কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে, ইতিহাস আপনার প্রতি আরও সদয় হবে। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।’ বিশেষজ্ঞদের মতে, গম্ভীরের এই ‘ইতিহাস আরও সদয় হবে’ কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও সান্ত্বনা লুকিয়ে।

# টানা ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত থেকেও ‘অতৃপ্ত’ স্পেন চায় আরও বেশি কিছু

**ইউরো চ্যাম্পিয়ন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল। দিনের পর দিন, ম্যাচের পর ম্যাচ, মাসের পর মাস অদম্য ছুটে চলা, হারতে ভুলে বসা। সব মিলিয়ে স্পেন অপ্রতিরোধ্য অনেক দিন ধরেই। কিন্তু দলটির জয়ের ক্ষুধা কমেনি একটুও। কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের বললেন, জয়ের পথ ধরেই ছুটে যেতে চায় তার দল।**

**সংবাদ সংস্থা, স্পিল্‌ট সিটি (ক্রোয়েশিয়া), ৭ অক্টোবরঃ** বিশ্বকাপে শিরোপা জয়ের পর নেশন্স লিগেও স্পেন জিতে চলেছে একের পর এক ম্যাচ। ক্রোয়েশিয়াকে মঙ্গলবার ২-১ গোলে হারিয়ে তারা শেষ করেছে টুর্নামেন্টের এবারের ধাপ। চার ম্যাচের চারটিই জিতে তারা নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার-ফাইনাল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাদের অপরাজেয় যাত্রা পৌঁছে গেছে ৪৩ ম্যাচে। সবশেষ হারটি ছিল সেই ২০২৪ সালের মার্চে কলম্বিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। বিশ্বকাপ জয়ের পর টানা চারটি ম্যাচ জিততে পারা দ্বিতীয় দলও এখন স্পেন। ২০২২ বিশ্বকাপের পর এই কীর্তি গড়েছিল আর্জেন্টিনা। সব মিলিয়ে স্পেনকে থামানোর মতো দল যেন এখন আর নেই। তাদের সামনে কেউ নেই, পেছনেও কাছাকাছি কেউ নেই। কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা তাতে কমে যাচ্ছে না। ক্রোয়েশিয়াকে হারানোর পর কোচ দে লা ফুয়েন্তে বললেন, তার দল এই জয়ের রথেই ছুটতে চায়। ‘‘আমাদের ফুটবলাররা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তারা অতৃপ্ত, সবসময় আরও বেশি চায়। কোনো কিছুতেই আপস করে না এই ছেলেরা। এই দলটি শুধু আজই নয়, এই পুরো যাত্রাপথেই দেখিয়েছে যে, তারা জেতার জন্যই মাঠে নামে। এমন একদল ফুটবলারের কাছ থেকে এটি একটি চমৎকার মনোভাব, যারা সবসময় নিজেদের সেরাটা দিতে চায়। আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েই সন্তুষ্ট নই, প্রতিদিন আরও উন্নতি করতে চাই, এটাই আমাদের লক্ষ্য।’’ আগের ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে সাত গোল হজম করা ক্রোয়েশিয়া অবশ্য এই ম্যাচে বেশ শক্ত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল স্পেনকে। ৬০ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল ক্রোয়াটরা। তবে গত কয়েকমাসে আরও কয়েকবারের মতো এবারও বদলি নেমে দলের ত্রাতা হন মিকেল মেরিনো। ৬১তম মিনিটে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান তিনি। ক্রোয়েশিয়ার গোলস্কোরার ইভান পেরিসিচ লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়েন ৭৯তম মিটে। ৮৮তম মিনিটে দলকে জেতানো গোল করেন সেই মেরিনোই। মেরিনোকে কৃতিত্ব দেওয়ার পাশাপাশি কোচ প্রশংসা করলেন তার দলের হার না মানা মানসিকতার। ‘‘প্রথমার্ধে আমরা কিছুটা ভুগেছিলাম। ক্রোয়েশিয়া অনেক চাপ সৃষ্টি করেছিল, খেলাটা কঠিন ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ধৈর্য ধরেছি, তাদের ক্লান্ত করে দিয়েছি এবং সুযোগ তৈরি করেছি। তারপর এক অসাধারণ আবহে একটি দুর্দান্ত দলের বিপক্ষে মিকেল আবারও জ্বলে উঠল। আমরা আরও একবার এমন একটি দলকে দেখলাম, যারা কখনো হাল ছাড়ে না এবং শেষ পর্যন্ত আমরা জয় পেয়েছি।’’

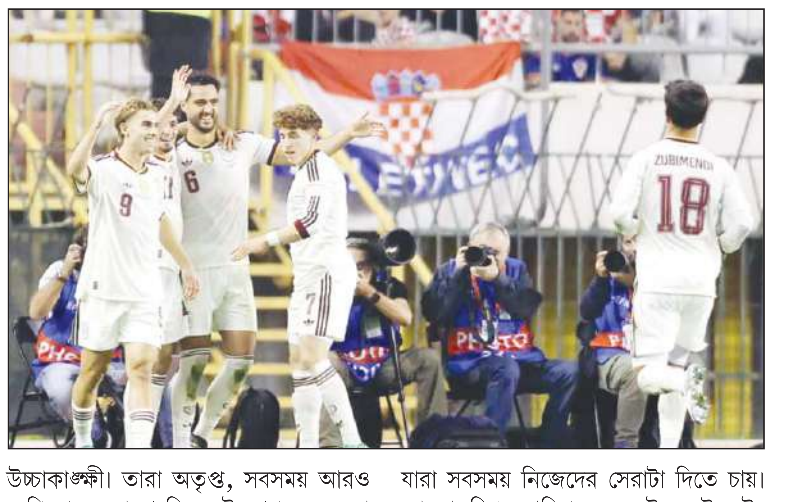


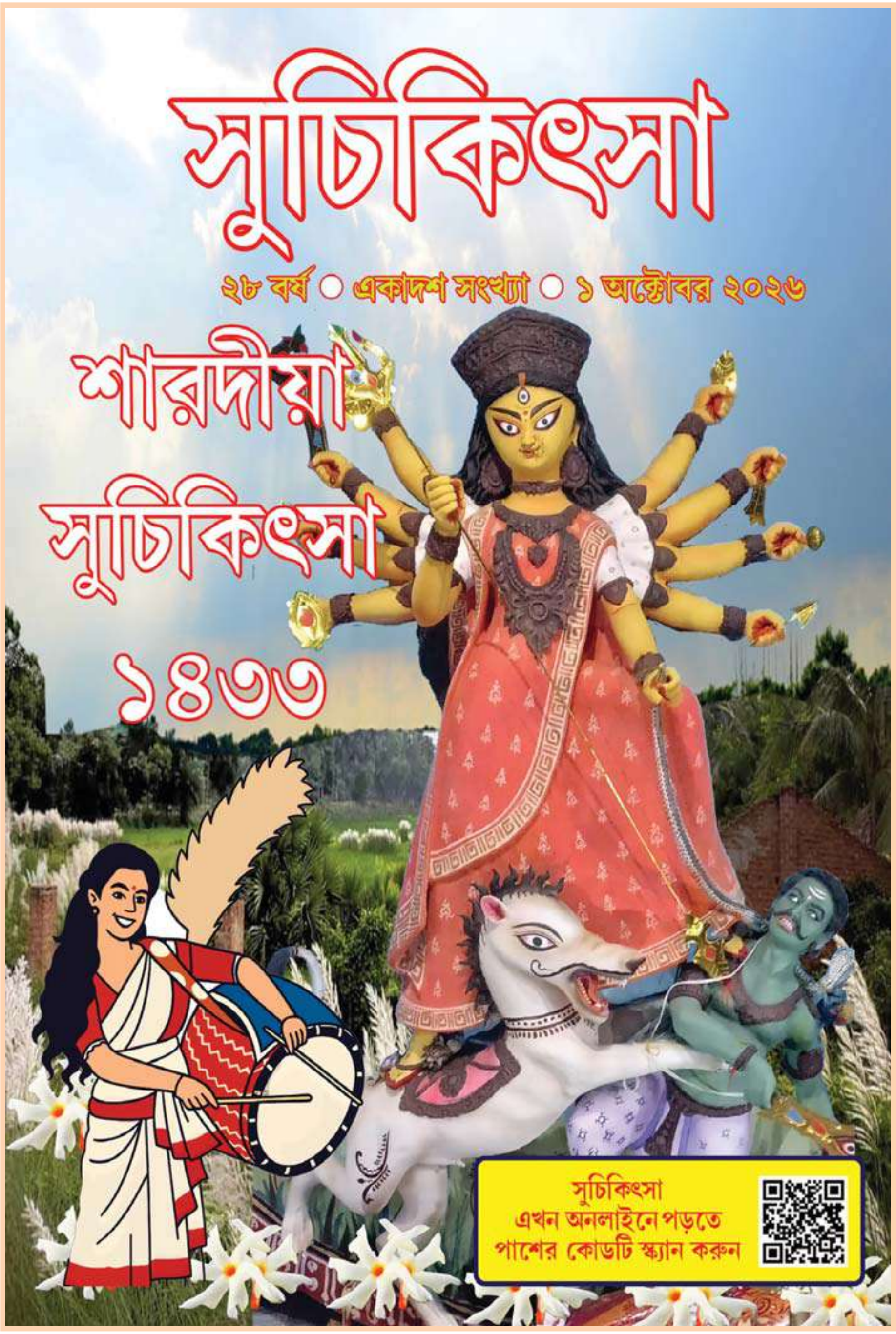



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com